# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1665, Saturday, January 24, 2026 FREE www.parichoy.com

## আমরা কোনো পক্ষ নিই না' বললেন ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


- জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ চায় যুক্তরাষ্ট্র! - ৫ম পাতায়
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ল বাংলাদেশ, স্থলাভিষিক্ত হলো স্কটল্যান্ড - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে প্রথম ইনডোরে ইলিশ চাষ করবে প্রাণ-আরএফএল, যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ ৪৩০ কোটি টাকা -৫ম পাতায়
- আমেরিকার পতাকা নিয়ে বরফে হেঁটে চলেছে পেঙ্গুইন, পাশে ট্রাম্প! মিম পোস্ট করে আবার গ্রিনল্যান্ড দখলের বার্তা ট্রাম্পের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্প কেন হঠাৎ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক পদক্ষেপ থেকে সরে গেলেন? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কি পারবে ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখল থামাতে? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- মধ্যপ্রাচ্যের পথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক বহর, এক নজরে রণসজ্জা - ৭ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে আপনারা সবাই এখন জার্মান ভাষায় কথা বলতেন - ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ- ৭ম পাতায়
- কূটনীতিকদের পরিবার ‘ফিরিয়ে নিচ্ছে’ ভারত, ঢাকাকে ‘শান্ত ও বাস্তবসম্মত’ পদক্ষেপের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের - ৮ম পাতায়
- ভিটেমাটি বেচে ৮০ লাখ টাকা দালালের হাতে, শেষমেশ ট্রাম্পের কড়া নীতিতে ফিরতে হলো ৩৬ বাংলাদেশির - ৮ম পাতায়

# চীনের সাথে ‘ড্রপ-অফ’ চুক্তি নিয়ে কানাডাকে ১০০% শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

# যুক্তরাষ্ট্র-চীনের কূটনৈতিক লড়াই বাংলাদেশে কিপ্রভাব ফেলবে?

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

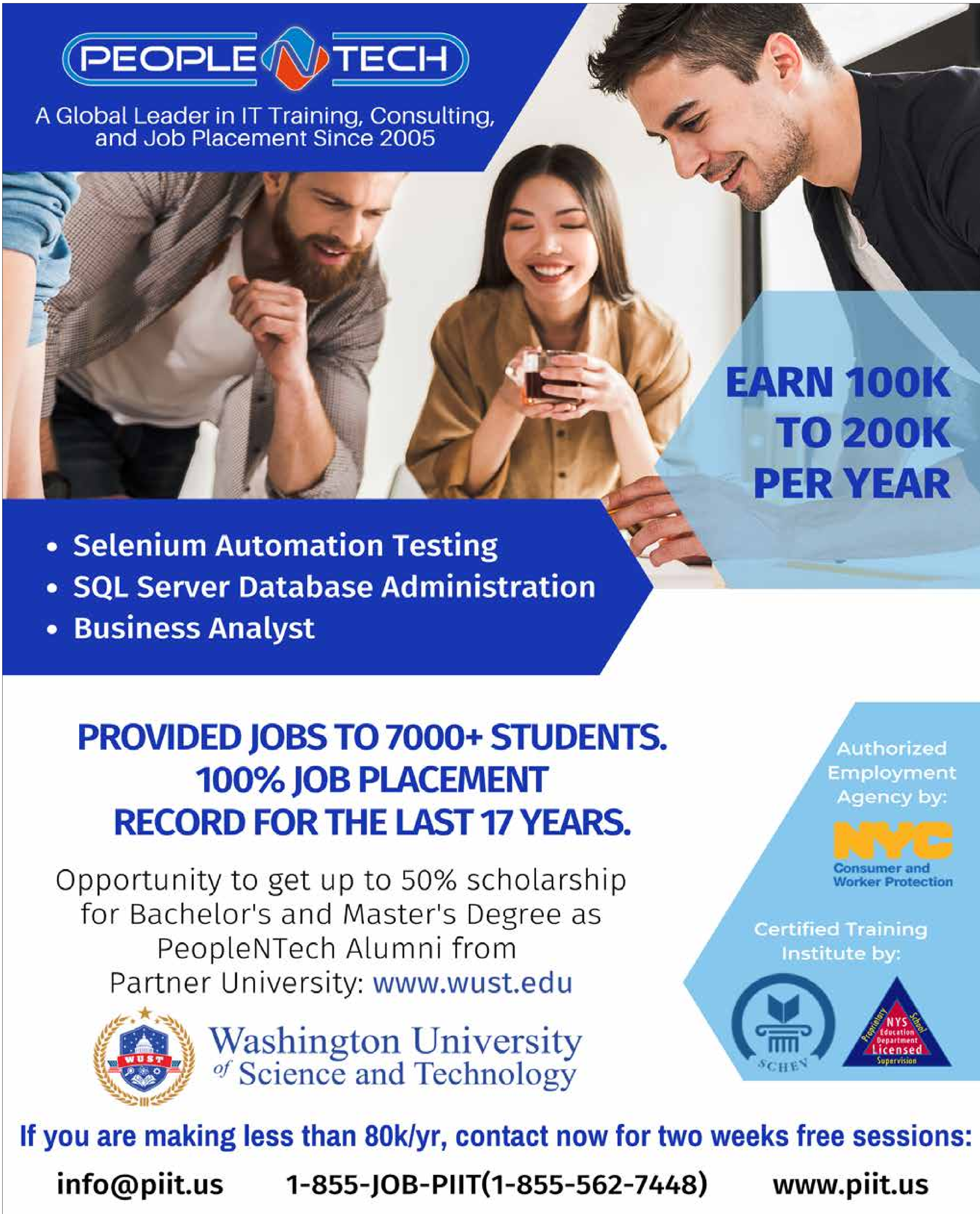
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Proprietary School Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

# কে কি বললেন

● যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে আপনারা সবাই এখন জার্মান ভাষায় কথা বলতেন'ড় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

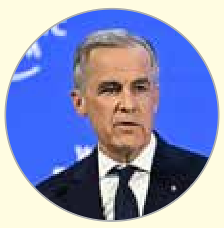

● যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা এখন 'বিরাট ভাঙনের' মুখে - দাভোসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

● নির্বাচনের আগে একটি দল বেহেশত দিবে বলছে। বেহেস্তের মালিক আল্লাহ। তারা এটা দেওয়ার কথা বলে শিরক করেছে। তারা মানুষকে ঠকাচ্ছে। - ধর্মের নামে রাজনীতির সমালোচনা করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● কোনো প্রকার খয়রাতি অনুদান নয়, বরং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে যুবসমাজকে সম্মানের সাথে দেশ গড়ার কাজে যুক্ত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।- রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির 'পরিবার ও কৃষক কার্ড' দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কড়া সমালোচনা করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

● 'শেখ হাসিনা হাজার হাজার নেতাকর্মী-সমর্থককে বিপদে ফেলে পালিয়ে গেছেন। তার রেখে যাওয়া সমর্থকদের জানাতে চাই, আমরা আপনাদের পাশে আছি। যারা কোনো অপরাধ করেননি, যারা নির্দোষ, তাদের আমরা কোনো ক্ষতি হতে দেব না।'- ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● 'এবারে নির্বাচনে যেহেতু আওয়ামী লীগ নেই, তাই এই নির্বাচনটি আমার কাছে একেবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হীন মনে হচ্ছে। অনেক প্রার্থী আছে যাদেরকে কেউ চিনেই না।- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ

● আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি দলই কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। কেউ সরাসরি, কেউ ইনডাইরেক্টলি [পরোক্ষভাবে] - কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার

# চীনের সাথে ‘ড্রপ-অফ’ চুক্তি নিয়ে কানাডাকে ১০০% শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন যে, কানাডা যদি চীনের সাথে কোনো চুক্তি করে, তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত পণ্য ও সামগ্রীর উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।

শনিবার সকালে ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, “গভর্নর কার্নি যদি মনে করেন যে তিনি কানাডাকে চীনের জন্য একটি ‘ড্রপ-অফ পোর্ট’ বানাতে যাচ্ছেন, যেখান থেকে চীন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাবে, তবে তিনি মারাত্মক ভুল করছেন।” “চীন কানাডাকে জীবন্ত গিলে খাবে, সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবে, যার মধ্যে তাদের ব্যবসা, সামাজিক কাঠামো এবং জীবনযাত্রার সাধারণ পদ্ধতির ধ্বংসও অন্তর্ভুক্ত। যদি কানাডা চীনের সাথে কোনো চুক্তি করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা সমস্ত কানাডীয় পণ্য ও সামগ্রীর উপর অবিলম্বে ১০০% শুল্ক আরোপ করা হবে।”

চীন ও কানাডার মধ্যে নতুন ‘কৌশলগত অংশীদারিত্ব’ এই মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ঘোষণা করেন এবং এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও পারস্পরিক বিনিয়োগ সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেয়, যেখানে কৃষি, কৃষি-খাদ্য, শক্তি এবং অর্থায়নের মতো ক্ষেত্রগুলিতে মনোযোগ দেওয়া হবে। দুই নেতার মধ্যে বৈঠকের পর, যা প্রায় এক দশকের মধ্যে কোনো কানাডীয় নেতার *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্র-চীনের কূটনৈতিক লড়াই বাংলাদেশে কিপ্রভাব ফেলবে?

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের একটি মন্তব্য এবং তার জবাবে চীনের তীব্র প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে কূটনৈতিক বক্তব্য মনে হলেও বাস্তবে এটি বাংলাদেশের জন্যও এক ধরনের বার্তা বহন করছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যেকার সামগ্রিক বৈরিতা বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই একটা কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, যার ছাপ দেখা গেলো বাংলাদেশেও।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কী বলেছেন?

ঢাকায় সদ্য নিয়োগ পাওয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন গত বুধবার ২১ জানুয়ারী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বাড়তে থাকা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ চায় যুক্তরাষ্ট্র!

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্ব করতে চায়। দেশটির এক কূটনীতিক কয়েকজন নারী সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানিয়েছেন। তাদের এ কথোপকথনের একটি অডিও পেয়েছে সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

সংবাদমাধ্যমটি বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) জানিয়েছে, তাদের পাওয়া ওই অডিওতে মার্কিন কূটনীতিককে বলতে শোনা গেছে, বাংলাদেশ এখন ইসলামপন্থার দিকে ঝুঁকে গেছে।

এছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আসন পাবে। এমন অবস্থায় তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। যে দল বেশ কয়েকবার- সর্বশেষ স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ঢাকাভিত্তিক ওই কূটনীতিক নারী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা চাই তারা আমাদের বন্ধু হোক। এছাড়া ছাত্রশিবিরের নেতাদের টিভি অনুষ্ঠানে আনবেন কি-না এমন প্রশ্নও করেন মার্কিন কূটনীতিক। সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন, শিবির নেতারা তাদের অনুষ্ঠানে আসবেন কি-না।

এছাড়া জামায়াত নির্বাচিত হতে পারলে বাংলাদেশে শরীয়াহ আইন চাপিয়ে দেকে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ কূটনীতিক জানান, জামায়াত শরীয়াহ আইন চালু করলে এর পরেরদিনই বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

তিনি বলেছেন, তারা শুধু জামায়াত নয়ড় হেফাজতে ইসলাম *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ল বাংলাদেশ, স্থলাভিষিক্ত হলো স্কটল্যান্ড

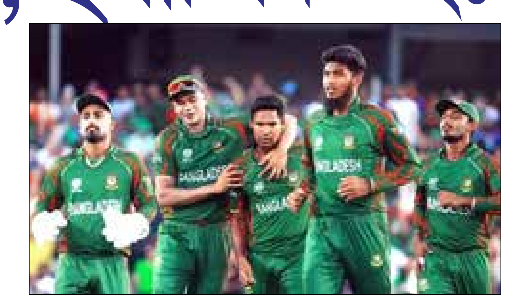

পরিচয় ডেস্ক: ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আর দেখা যাবে না বাংলাদেশকে। টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে বড় ধরনের এই সিদ্ধান্ত নিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ বিষয়টি আজ (২৪ জানুয়ারি) নিশ্চিত করেছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এই আসরে বাংলাদেশের স্থলে খেলবে স্কটল্যান্ড। কয়েকদিন আগে আইসিসি থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর শনিবার (২৪ জানুয়ারি) এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে আইসিসির প্রধান নির্বাহী (সিইও) সঞ্জোগ গুপ্ত আইসিসি বোর্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠির মাধ্যমে জানান যে, বিসিবির পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলো আইসিসির বিদ্যমান নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে স্কটল্যান্ডকে বাংলাদেশের স্থলাভিষিক্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে প্রথম ইনডোরে ইলিশ চাষ করবে প্রাণ-আরএফএল, যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ ৪৩০ কোটি টাকা

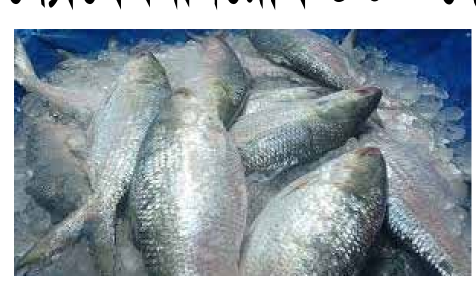

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারেড়এমন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপে প্রথমবারের মতো দেশে বাণিজ্যিকভাবে কৃত্রিম পরিবেশে (ইনডোর) ইলিশ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর এই অ্যাকুয়াকালচার বা মাছ চাষ প্রকল্পের জন্য ডেনমার্কের অ্যাসেন্টোফট অ্যাকুয়া লিমিটেডের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে দেশের শীর্ষস্থানীয় এই শিল্পগোষ্ঠী। প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে ৩ কোটি ইউরো বা প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা। ইলিশের পাশাপাশি এশিয়ান সিবাস (কোরাল) ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছও চাষ করা হবে এই অত্যাধুনিক ইনডোর *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# আমেরিকার পতাকা নিয়ে বরফে হেঁটে চলেছে পেঙ্গুইন, পাশে ট্রাম্প! মিম পোস্ট করে আবার গ্রিনল্যান্ড দখলের বার্তা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: সমাজমাধ্যমে অনেকেই হোয়াইট হাউস এবং ট্রাম্পকে বিদ্রুপ করেছেন। অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উত্তর মেরুতে পেঙ্গুইন থাকে না।

গ্রিনল্যান্ড ‘দখল’ যে এখনও তাঁর পাখির চোখ, আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এ বার সরকারি ভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি হোয়াইট হাউস। বদলে এআই দ্বারা নির্মিত একটি মিমের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি পেঙ্গুইন। পাশে ট্রাম্প। পেঙ্গুইনের হাতে আমেরিকার জাতীয় পতাকা। এর আগে গ্রাফিক পোস্ট করে একই বার্তা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মিমটির জন্ম প্রায় দু’দশক আগে। ২০০৭ সালে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন ওয়ের্নার হারজগড় ‘এনকাউন্টার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’। সেই তথ্যচিত্রই হল মিমটির উৎস। তথ্যচিত্রে এক দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল, একটি পেঙ্গুইন স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা হেঁটে চলেছে আন্টার্কটিকায়। গত কয়েক দশকে সেই পেঙ্গুইনকে কেউ ‘নিঃসঙ্গ’, কেউ

‘ধ্বংসবাদে বিশ্বাসী’ বলে বর্ণনা করেছেন। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বহু মিম।

সেই ছবিকে ব্যবহার করেই এ বার গ্রিনল্যান্ড ‘দখলের’ বার্তা দিলেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে, বরফের উপর দিয়ে আমেরিকার পতাকা হাতে এগিয়ে যাচ্ছে পেঙ্গুইন। পাশে হাঁটছেন ট্রাম্প। সামনে বরফঢাকা পাহাড়। সে দিকেই হেঁটে চলেছেন দু’জন। ক্যাপশনে লেখা, ‘আলিঙ্গন করো পেঙ্গুইন’-কে।

তথ্যচিত্রের দৃশ্যে পেঙ্গুইনটি আদৌ গ্রিনল্যান্ডের দিকে হেঁটে যায়নি। সেটি আন্টার্কটিকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু হোয়াইট হাউসের মিমে স্পষ্ট, পেঙ্গুইনের পাশে ট্রাম্প হেঁটে চলেছেন গ্রিনল্যান্ডের বরফঢাকা পাহাড়ের উদ্দেশে। সেই নিয়ে সমাজমাধ্যমে অনেকেই হোয়াইট হাউস এবং ট্রাম্পকে বিদ্রুপ করেছেন। অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উত্তর মেরুতে পেঙ্গুইন থাকে না। পেঙ্গুইন থাকে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে। সেই তালিকায় রয়েছেন ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর সাংবাদিক পিপা ক্রেরার।

দিন কয়েক আগে ট্রুথ সোশ্যালে প্রায় একই বার্তা বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

# ট্রাম্প কেন হঠাৎ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক পদক্ষেপ থেকে সরে গেলেন?

পরিচয় ডেস্ক: ৭৮ বছরেরে সম্পর্কে ইতি টেনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করল যুক্তরাষ্ট্র।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারী)মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ‘আজ যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সরে দাঁড়ালো। এর ফলে এই সংস্থার সব রকম দায় থেকে যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত হলো।’

ডব্লিউএইচও-এর জন্য সমস্ত মার্কিন তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ভবিষ্যতে, আমেরিকান জনগণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা রক্ষা করার জন্য ডব্লিউএইচও-এর সঙ্গে মার্কিন সম্পৃক্ততা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে।’

মূলত, ২০২৫ সালের (২০ জানুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ করে ডব্লিউএইচও থেকে বের হওয়ার নির্বাহী আদেশে সই করেছিলেন ট্রাম্প। তবে ছাড়ার আগে এক বছরের নোটিস দিতে হয় যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার (২০ জানুয়ারি) সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে।

ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, কোভিড-১৯ মহামারি এবং অন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে ডব্লিউএইচও।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, জাতিসংঘের এই সংস্থাটি কোভিড-১৯ এর উৎপত্তি সম্পর্কে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য চীনের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অন্যায়ভাবে বিপুল অর্থ দাবি করেছে, যা চীনের মতো অন্য বড় অর্থনীতির দেশগুলোর প্রদান করা অর্থের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও ডব্লিউএইচও জোরালোভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ডব্লিউএইচও এর সবচেয়ে বড় আর্থিক অনুদান দাতা। সংস্থাটির সামগ্রিক তহবিলের প্রায় ১৮ শতাংশ অবদান রাখে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি মাসের শুরুতে ডব্লিউএইচও-এর প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস সাংবাদিকদের বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরে যাওয়ায় তহবিলের ঘাটতির সংস্থাটি ইতোমধ্যেই তাদের কার্যক্রম কাটছাঁট করেছে।

# ইউরোপের উপর শুল্ক আরোপের হুমকি প্রত্যাহার, গ্রিনল্যান্ড দখলে শক্তি প্রয়োগ করবেন না জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রচেষ্টার বিরোধিতাকারী ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং ওই অঞ্চলটি দখলে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। এই বিরোধের ফলে গত কয়েক দশকে ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক যে তলানিতে ঠেকেছিল, সেখান থেকে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত একটি বিস্ময়কর মোড় বা আমূল পরিবর্তন।

গত বুধবার ট্রাম্প জানান, তিনি পরিকল্পিত শুল্ক নিয়ে আর এগোবেন না। কারণ, তিনি এবং ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুট গ্রিনল্যান্ড ও আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে একটি ভবিষ্যৎ চুক্তির কাঠামো বা রূপরেখায় তৈরিতে সম্মত হয়েছেন।

সুইজারল্যান্ডের দাভোস-এ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ফাঁকে রুটের সাথে বৈঠকের পর ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে বলেন, এই সমাধানটি যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমস্ত ন্যাটো সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি দুর্দান্ত বিষয় হবে। ট্রাম্প আরও জানান, তার প্রস্তাবিত গোল্ডেন ডোম নামক একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে তার পরিকল্পনাগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে।

তবে ট্রাম্প সেই পোস্টে এই চুক্তির কাঠামো বা রূপরেখা সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। দাভোস-এ সাংবাদিকদের দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এতে নিরাপত্তা, খনিজ সম্পদ এবং বাকি সব বিষয়ের সমাধান করেছে।

বুধবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্ক রুট বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

# যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কি পারবে ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখল থামাতে?

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানায় আনতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপ ইতোমধ্যেই মার্কিন কংগ্রেস বা প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিদেশে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ বাড়ছে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেক আইনপ্রণেতা।

তবে গ্রিনল্যান দখল ঠেকাতে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক রিপাবলিকান যুক্ত হবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। একই সঙ্গে প্রশ্ন রয়ে গেছে কংগ্রেসের চাপের কাছে ট্রাম্প নতি স্বীকার করবেন, নাকি তার দ্বিতীয় মেয়াদে যেমনটি তিনি একাধিকবার বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

# মধ্যপ্রাচ্যের পথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক বহর, এক নজরে রণসজ্জা

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে বিক্ষোভ দমনের জেরে এই সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে পেন্টাগন। পাঠানো হয়েছে হাজার হাজার সৈন্যসহ একটি বিমানবাহী রণতরী বা “এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গ্রুপ”। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরানে চলমান পরিস্থিতির মধ্যে তিনি দেশটিতে হামলার সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, “আমাদের বিশাল এক নৌবহর ওই দিকে যাচ্ছে। হয়তো আমাদের এটি ব্যবহার করতে হবে না” তিনি জানান, মূলত “সতর্কতা” হিসেবেই এগুলো পাঠানো হচ্ছে।

ইরান যদি গণহারে বন্দি বা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে, তবে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে সম্প্রতি তিনি কিছুটা পিছু হটে দাবি করেছেন, ইরান ৮০০ বন্দির ফাঁসি স্থগিত করেছে। যদিও তিনি এই দাবির উৎসের কথা বিস্তারিত বলেননি এবং ইরানের শীর্ষ কৌঁসুলি একে “সম্পূর্ণ মিথ্যা” বলে অভিহিত করেছেন।

তবে ট্রাম্প তার সব পথই খোলা রেখেছেন বলে মনে হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার “এয়ার ফোর্স ওয়ান”-এ তিনি বলেন, ইরান সরকার যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের এবারের সামরিক পদক্ষেপ গত বছরের ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে চালানো হামলাকেও হার মানাবে। তিনি বলেন, এবারের হামলার কাছে গতবারের হামলাকে “খুবই সামান্য” মনে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের পথে বিমানবাহী রণতরী

মার্কিন নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা জানান, “ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন” এবং এর সঙ্গে থাকা তিনটি ডেস্ট্রয়ার দক্ষিণ চীন সাগর ছেড়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা জানান, শুক্রবার এই “লিংকন স্ট্রাইক গ্রুপ”টি ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছিল।

ওই অঞ্চলে পৌঁছানোর পর যুদ্ধজাহাজগুলো বাহরাইন বন্দরে থাকা তিনটি “লিটোরাল কমব্যাট শিপ” এবং পারস্য উপসাগরে থাকা মার্কিন নৌবাহিনীর আরও দুটি ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে যোগ দেবে। এই ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপটি পৌঁছালে ওই অঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার ৭০০ জন বাড়তি সেনা *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

## টেবিলের কোনায় আঘাতেই হাতে কালশিটে দাগ, উচ্চমাত্রার অ্যাসপিরিন সেবনও একটা কারণ বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাম হাতে কালশিটে দাগ দেখা গেছে। এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ট্রাম্প নিজেই জানালেন এর কারণ। তিনি বলেছেন, সুইজারল্যান্ডে থাকার সময় টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাঁর হাতে এই অবস্থা হয়েছে।তিনি আরও জানান, কালশিটে পড়ার পর তিনি হাতে সামান্য ক্রিম লাগিয়েছেন। এর আগে হোয়াইট হাউসের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে আপনারা সবাই এখন জার্মান ভাষায় কথা বলতেন - ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে আপনারা সবাই এখন জার্মান ভাষায় কথা বলতেন— গত ২১ জানুয়ারি বুধবার সুইস আল্পসে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে তিনি হয়তো ভুলে গেছেন, সুইজারল্যান্ডের চারটি সরকারি ভাষার মধ্যে জার্মান ভাষাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে। মূলত ব্রাসেলস থেকে বার্লিন কিংবা প্যারিস— ইউরোপের অনেকের কাছেই ট্রাম্পের এই বক্তব্য অপমানজনক, উদ্ধত এবং তথ্যগতভাবে ভুল বলে মনে হয়েছে। বক্তব্যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ইউরোপ ভুল পথে এগোচ্ছে। ট্রাম্প প্রায়ই এ ধরনের মন্তব্য করে থাকেন। তবে ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে বন্ধু ও মিত্রদের মুখের সামনে এমন কথা বলার প্রভাব ছিল ভিন্ন।

দাভোসের ফোরামে গ্রিনল্যান্ড দখলে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ায় ইউরোপজুড়ে নিঃসন্দেহে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। তবে তিনি যদি কথাটি রাখেনও, তাতেও মূল সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কারণ তিনি এমন এক ভূখণ্ড চাইছেন, যার মালিকরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন— এটি বিক্রির জন্য নয়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের শান্তি পর্ষদে কারা আছে, কারা নেই

পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করল ‘বোর্ড অব পিস’ বা ‘শান্তি পর্ষদে’।

গত ২২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ৫৬তম বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ফাঁকে এই সনদে সই করেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে এতে সই করেছেন ১৯ দেশের নেতা। সংস্থাটির চেয়ারম্যান *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

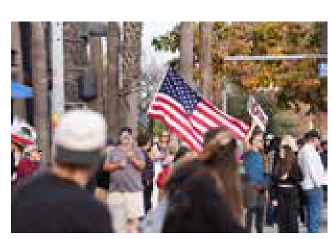

## ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক:প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার রাজপথে নামেন হাজারো শ্রমিক ও শিক্ষার্থী। দেশটির বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশের মাধ্যমে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্প ‘অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত’ ছিলেন, ক্যাপিটল হিলে হামলার মামলার সাক্ষ্যে জ্যাক স্মিথ

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পরিচালিত ফৌজদারি তদন্তের বিষয়ে নিজের প্রথম প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সাবেক বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ

বলেন, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি শত শত দাঙ্গাকারী যখন মার্কিন ক্যাপিটলে হামলা চালায়, সেই সহিংসতার জন্য প্রেসিডেন্ট নিজেই দায়ী ছিলেন। খবর বিবিসির।

স্মিথ কংগ্রেসনাল কমিটিকে বলেন, তার বিশ্বাস— উভয় মামলাতেই ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তার দলের কাছে “যথেষ্ট প্রমাণ” এবং পর্যাপ্ত তথ্য ছিল। একটি মামলা ছিল ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার কথিত চেষ্টা নিয়ে এবং অন্যটি ছিল প্রথমবার ক্ষমতা ছাড়ার পর অবৈধভাবে গোপন নথি নিজের কাছে রাখার অভিযোগ নিয়ে।

উভয় মামলাতেই ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন এবং গত বছর তিনি পুনরায় হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর মামলাগুলো তুলে নেওয়া হয়।

ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন কমিটি স্মিথের দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের ২৫৫ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিল, তবে বৃহস্পতিবারের পাঁচ ঘণ্টার এই শুনানিটি ছিল এই বিষয়ে সরাসরি তার কথা শোনার জন্য *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# কূটনীতিকদের পরিবার ‘ফিরিয়ে নিচ্ছে’ ভারত, ঢাকাকে ‘শান্ত ও বাস্তবসম্মত’ পদক্ষেপের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

পরিচয় ডেস্ক: নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে ভারত তাদের কূটনীতিকদের জন্য বাংলাদেশকে ‘নন-ফ্যামিলি’ পোস্টিং হিসেবে ঘোষণা করেছে। পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, এ পরিস্থিতিতে ঢাকার উচিত শান্ত ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং পাল্টা কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকা।

সরকারি সূত্রের বরাতে ২০ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থানরত কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারত। তবে এ সিদ্ধান্তের ফলে কূটনৈতিক কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়বে না। ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনা—বাংলাদেশে থাকা ভারতের এই পাঁচ কূটনৈতিক মিশনই পূর্ণ জনবল নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

এ বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। বাংলাদেশও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। বাংলাদেশও ভারত থেকে তাদের কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে আনবে কি না—টিবিএসের এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এম মাহবুবুল আলম কোনো মন্তব্য করেননি।

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর টিবিএসকে বলেন, বাংলাদেশের উচিত তাড়াহুড়ো করে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকা। এর বদলে ভারতের এ সিদ্ধান্তের পেছনের কারণগুলো বোঝার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে ভারত কেন এই পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের জায়গাগুলো কী।’

এই কূটনীতিকের মতে, বাংলাদেশ এমন কোনো বিশেষ নিরাপত্তা ঝুঁকি লক্ষ করেনি যার জন্য পাল্টা একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ভারত যদি যৌক্তিক কোনো উদ্বেগের কথা জানায়, তবে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে তার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## ‘আমরা কোনো পক্ষ নিই না’

### বললেন ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি জানতে সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে তার বৈঠকের পর রাষ্ট্রদূত বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও সমৃদ্ধি এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র, এই দুই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, তার দেশ কোনো পক্ষ নেয় না এবং বাংলাদেশের মানুষ কাকে চায় সেটি তাদের একটি ‘সার্বভৌম সিদ্ধান্ত’।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর ইএমকে সেন্টারে সাংবাদিকদের একটি ছোট দলের সাথে তার প্রথম মতবিনিময়ের সময় তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো পক্ষ নিই না।’

মার্কিন এই রাষ্ট্রদূত দুই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়* ব্যক্ত করেন এবং আগামী মাসে বাংলাদেশের ‘ঐতিহাসিক নির্বাচনের’ জন্য প্রতীক্ষায় আছেন বলে জানান।

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি জানতে সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে তার বৈঠকের পর রাষ্ট্রদূত বলেন, *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

## ‘চীনের সঙ্গে যুক্ততার ঝুঁকি’- মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যকে ‘সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন’ বলেছে ঢাকার চীনা দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: চীনের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে যুক্ততার ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মন্তব্যকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন’ হিসেবে অভিহিত করেছে ঢাকায় চীন দূতাবাস। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় ঢাকায় চীন দূতাবাসের মুখপাত্র এ মন্তব্য করেন। মুখপাত্র বলেছেন, এসব মন্তব্যে ‘ভুল-শুদ্ধ গুলিয়ে ফেলা হয়েছে আর এর পেছনে স্পষ্টভাবেই ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ রয়েছে।

এর আগে গত বুধবার ২১ জানুয়ারি বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় মার্কিন সিনেটের শুনানির প্রসঙ্গ টেনে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়।

যার উত্তরে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘শুনানিতে আমি যেমন বলেছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশে আমি সব বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার বা নতুন নির্বাচিত সরকার হোক। এখানে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যুক্ততায় ঝুঁকির যে বিষয়টি রয়েছে, সেটা আমি স্পষ্টভাবে তুলে ধরব।’

এবিষয়ে ঢাকায় চীনের দূতাবাসের কাছে গণমাধ্যমের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য নিয়ে চীনা মুখপাত্র একটি বার্তা পাঠান।

চীন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন ও সম্পূর্ণ ভিত্তহীন। এসব মন্তব্যে শুদ্ধ আর ভুল গুলিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এর পেছনে সুস্পষ্ট অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কূটনৈতিক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পরিচয় ডেস্ক: অ্যাননটেক্স গ্রুপের নামে প্রায় ৫৩১ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজএ পরোয়ানা জারি করেন।

গত মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিটর মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, চার্জশিটের ২৬ আসামির মধ্যে জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। অপর ২৫ আসামি পলাতক রয়েছে। পলাতক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## ভিটেমাটি বেচে ৮০ লাখ টাকা দালালের হাতে, শেষমেশ ট্রাম্পের কড়া নীতিতে ফিরতে হলো ৩৬ বাংলাদেশির

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বসতভিটা ও পরিবার-পরিজনের জমি, গয়না বিক্রি করে কিংবা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জনপ্রতি ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা, এমনকি কেউ কেউ ৬০ থেকে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে তারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন ভেঙে তারা ফিরলেন একেবারে শূন্য হাতে।

যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গত মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) আরও ৩৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দুপুর ১২টায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে এক নারীসহ এই ৩৬ জন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংস্থাটি জানায়, ফেরত পাঠানোদের অধিকাংশই বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে প্রথমে ব্রাজিলে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। আশ্রয়ের আবেদন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে - সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা তুলে ধরেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, "জাতির প্রত্যাশিত অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।"

সেনাসদস্যদের দায়িত্ব পালনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ জন্য দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি।

গত ২২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় এসব দিক নির্দেশনা দেন সেনাপ্রধান। সভার বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ফেইসবুকে পেইজে বিকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের স্টাফ অফিসার ও

সহকারী কমিশনার মো. মঈনুল হাসান সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে চট্টগ্রাম জেলার সার্বিক প্রস্তুতি ও চ্যালেঞ্জ 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে' তুলে ধরেন।

সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ ও পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ নাজির আহমেদ খাঁন উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া সভায় তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ বিভাগীয়, জেলা প্রশাসনের এবং সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

# ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ করবে ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশে ভবিষ্যতের সব নির্বাচনের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ঢাকায় নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সাক্ষাতে উভয় পক্ষ আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, অন্তর্বর্তী সরকারের অনুমোদিত ব্যাপক শ্রম আইন, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক চুক্তি এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ড. ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান পররাষ্ট্রনীতি উদ্যোগগুলো তুলে

ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে- আসিয়ান সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের পরিকল্পনা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সরকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিপুলসংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠাবে এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীরাও নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক পাঠাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. ইউনূস বলেন, এটি হবে একটি উৎসবমুখর নির্বাচন। ভবিষ্যতে ভালো নির্বাচনের মানদণ্ড স্থাপন করবে। আসুন, আমরা আশাবাদী থাকি।

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে যেই জয়ী ॥ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

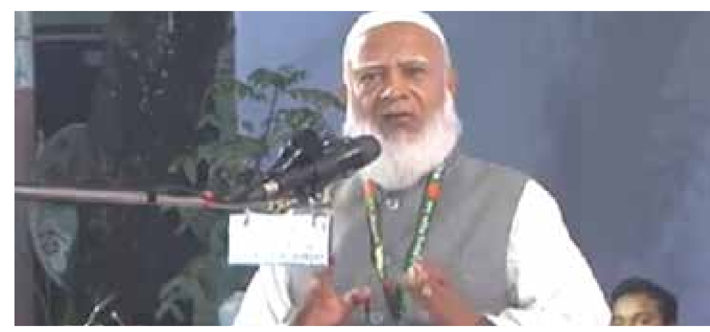

# 'জামায়াত ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ পাকিস্তান-আফগানিস্তান হবে না'

## - জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন,"আমরা বাংলাদেশকে আফগান, ইরান, পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশ বানাতে চাই না, বাংলাদেশকে গর্বের বাংলাদেশ হিসেবে বানাতে চাই"

গত ২৩ জানুয়ারী শুক্রবার রাত ৮টার দিকে রংপুর নগরীর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াতের আমির বলেন, "আমরা বাংলাদেশকে ন্যায়-ইনসাফের বাংলাদেশ করতে চাই। সেই মদিনার মডেল যেখানে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল, এর বাইরে আমাদের কাছে কোনো মডেল নাই"

তিনি আরও বলেন, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# চাঁদাবাজি বন্ধে 'ডিজিটাল পাহারাদার' অ্যাপসহ জামায়াতের ১৩ প্রতিশ্রুতি

পরিচয় ডেস্ক: চাঁদাবাজি নির্মূলে সড়ক ও পরিবহন খাত থেকে শুরু করে ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতে কঠোর এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি জানিয়েছে, সরকার গঠনের সুযোগ পেলে চাঁদাবাজি রুখতে মোট ১৩টি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হবে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# ফ্যাসিস্টরা যেমন ভোটাধিকার হরণ করেছিল, একইরকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছে একটি কুচক্রী মহল সিলেটে তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেট থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) জনসভার জন্য নির্ধারিত নগরের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রস্তুতকৃত মঞ্চে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি বলেন,"ঠিক যেমন ফ্যাসিস্টরা ভোটাধিকার হরণ করেছিল, একইরকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছে একটি কুচক্রী মহল"

এর আগে, জনসভার জন্য আজ ভোর থেকেই সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ আশপাশের জেলাগুলো থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা মাঠে জড়ো হতে থাকেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। নেতাকর্মীদের হাতে দলীয় পতাকার পাশাপাশি ধানের শীষের প্রতিকৃতি এবং তারেক রহমানের ছবিসংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন দেখা গেছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং মহানগর বিএনপির সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী ও সাধারণ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

# তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আসিফ মাহমুদের

পরিচয় ডেস্ক:নির্বাচনি প্রচারণার প্রথম দিনেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন,"নির্বাচনি প্রচারণার প্রথম দিনেই একটি বড়

দল আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সময়সীমার বাইরে গিয়ে রাত চারটার সময় মাইক বাজিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন। পার্টির চেয়ারম্যান এরকম করলে এটা উৎসাহ পাবে"

তিনি আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশনের কোনো তৎপরতা নেই। তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে" শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব

# আর্থিক চাপে পড়বে বাংলাদেশের পরবর্তী সরকার কারণ নতুন পে-স্কেল, রাজস্ব ঘাটতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যে দলই জিতুক দেশ পরিচালনার ক্ষেত্র কারও জন্যই সহজ হবে না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

কেননা অন্তর্বর্তী সরকার চলমান আর্থিক খাতের সংস্কার কার্যক্রম শেষ না করেই বিদায় নিতে যাচ্ছে। অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে হবে নির্বাচিত সরকারকে। আবার এসব আর্থিক খাতের চলমান সংস্কার মাঝপথে থেমে গেলে আরও বেশি সংকট তৈরি করবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে। একই সঙ্গে ভোটের পরই শুরু হবে রমজান মাস।

আসবে ঈদুল ফিতর। সেটাও একটা অতিরিক্ত চাপ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নির্বাচন ঘিরে ব্যবসাবাণিজ্যে চরম মন্দা বিরাজ করছে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

একইভাবে আয়-রোজগার না বাড়লে আরও চাপে পড়বে সাধারণ মানুষ। নতুন করে আসেনি কোনো বিনিয়োগ। বাড়েনি কর্মসংস্থান। গত ১৪ মাসে বন্ধ হয়েছে অনেক কারখানা। বেকার হয়েছেন লাখো মানুষ।

বিদেশগামীর সংখ্যাও কমেছে। আবার বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপও বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ। সবমিলিয়ে নতুন সরকারের ঘাড়ে যে আর্থিক চাপ এখনকার চেয়ে আরও বাড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এদিকে সরকারি চাকুরেদের জন্য নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ৮০ হাজার কোটি টাকা। শুধু তাই নয় এই পে স্কেল পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হবে ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা। এতে করে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ বাড়লেও সরকারি চাকরিজীবীদের বাড়বে ক্রয় ক্ষমতা। যার প্রভাব পড়বে নিত্যপণ্যসহ সব ধরনের বাজারে। এর চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে দেখা দিতে পারে আরও উচ্চ মূল্যস্ফীতি।

এমনিতেই দেশে টাকা কয়েক বছর ধরে মূল্যস্ফীতির চাপ দুই অঙ্কের কাছাকাছি। এদিকে অর্থবছরের অর্ধেক সময়ে বড় ঘাটতির মুখে পড়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় কমেছে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা।

*বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## নীলফামারীতে মৈত্রী হাসপাতাল নিয়ে ঢাকা-বেইজিংয়ের আলোচনা; চিকিৎসা পর্যটনে তৈরি হবে নতুন সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি

*বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## ডলারের মুল্য নিয়ন্ত্রণৈ জানুয়ারির ২০ দিনে ৭৪৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: গত মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৫ মিলিয়ন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম ২০ দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে নিলামের মাধ্যমে ৭৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সাংবাদিকদের এ তথ্য দিয়েছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৫ মিলিয়ন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এনিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিলামের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর থেকে ডলার কিনেছে মোট ৩ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন (৩৮৮ কোটি) ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সোমবার একটি সেমিনারে সাংবাদিকদের বলেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করছে। তাতে মার্কেটে টাকার প্রবাহ বেড়েছে। আর আমানতের প্রবৃদ্ধি বাড়ার প্রধান কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন ডলার প্রবাহ বৃদ্ধি হওয়াকে। তাছাড়া ডলার প্রবাহ বাড়ার কারণে

*বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭,২০৩ টন গম নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে এমভি ক্লিপার ইসাডোরা

পরিচয় ডেস্ক: চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে মোট ২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫৭ হাজার ২০৩ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমভি ক্লিপার ইসাডোরা জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

দুই দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তির অধীনে গমের এই চালান নিয়ে এসেছে জাহাজটি।

গতসোমবার (১৯ জানুয়ারি) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সরকার থেকে

*বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## তিন বছরে সরাসরি ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির সম্ভাবনা দেখছে বাংলাদেশের অ্যাকসেসরিজ খাত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রপ্তানির বাজারে বড় সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য খাতের অ্যাকসেসরিজ শিল্প। গত তিন বছরে এই খাতের সরাসরি রপ্তানি দ্বিগুণ হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতে, বিদ্যমান নীতিগত বাধাগুলো দূর করা গেলে আগামী তিন বছরের মধ্যে এই রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ছিল ৭.৪৫ বিলিয়ন ডলার। এর বড় অংশইওডিমড রপ্তান্হি (স্থানীয় রপ্তানিমুখী শিল্পে সরবরাহ) হলেও সরাসরি রপ্তানির পরিমাণ ১.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আমদানিনির্ভরতা থেকে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দুই দশক আগেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অ্যাকসেসরিজের ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরি আমদানিনির্ভর ছিল। বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে এই খাত স্থানীয় রপ্তানিমুখী শিল্পের চাহিদার প্রায় শতভাগ মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমানে সারা দেশে ২ হাজার সচল কারখানায় ৭ লাখেরও বেশি মানুষ কর্মরত আছেন। বিজিএপিএমইএ-এর সভাপতি মো. শাহরিয়ার টিবিএসকে বলেন,ওকিছু নীতিগত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নেওয়া হলে আগামী তিন

*বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ইস্যুতে রাশিয়ার কোনো উদ্বেগ নেই সাফ জানিয়ে দিলেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা কার তা নিয়ে রাশিয়ার কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের নিজেদের মধ্যেই সমাধান হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি দ্বীপটিতে ডেনমার্কের ঐতিহাসিক আচরণের সমালোচনা করেন। গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগ ইউরোপের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বিভাজন আরও গভীর করছেড়্যা রাশিয়ার জন্য এক ধরনের স্বস্তির বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও গ্রিনল্যান্ড ইস্যুর প্রভাব রাশিয়ার ওপরও পড়তে পারে, কারণ দেশটির আর্কটিক অঞ্চলে শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারীথ দাভোসে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য শুল্ক আরোপের হুমকি থেকে সরে আসেন এবং বলপ্রয়োগের সম্ভাবনাও নাকচ করেন। তিনি জানান, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ডেনিশ এই ভূখণ্ড নিয়ে চলমান বিরোধ মেটাতে একটি সমঝোতার দিকে অগ্রগতি হচ্ছেড়্যে বিরোধ ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করতে

পারতো। এই ইস্যুতে প্রথমবার প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়ে পুতিন ইঙ্গিত দেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাশিয়ার কোনো আপত্তি নেই। তিনি ধারণা দেন, গ্রিনল্যান্ডের মূল্য প্রায় ১০০ কোটি ডলার হতে পারে। রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে পুতিন বলেন, গ্রিনল্যান্ডে কী হচ্ছে, তা আমাদের কোনোভাবেই উদ্বিগ্ন করে না। তিনি আরও বলেন, ডেনমার্ক সবসময় গ্রিনল্যান্ডকে একটি উপনিবেশ হিসেবেই দেখেছে এবং তাদের আচরণ ছিল কঠোরড়্না বললেও নিষ্ঠুর। তবে সেটি ভিন্ন বিষয়, এবং এখন আর তাতে তেমন কারও আগ্রহ নেই। ইউক্রেনকে ডেনমার্কের আর্থিক ও সামরিক সহায়তায় রাশিয়া ক্ষুব্ধ। বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোকে তারা ২০২২ সালে নিজেদের ভূখণ্ড বলে ঘোষণা করে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারী বলেন, বিপুল সম্পদসমৃদ্ধ এই দ্বীপডেনমার্কের স্বাভাবিক অংশ নয়। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

# ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের খনিজ ভাণ্ডার থাকার দাবি সৌদি আরবের

## বিরল ধাতুর দৌড়ে বড় খেলোয়াড় হওয়ার আশা

পরিচয় ডেস্ক: ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ থাকার দাবি জানিয়েছে সৌদি আরব, যা বিরল খনিজের বৈশ্বিক দৌড়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে পরিণত করতে পারে বলে আশা করছে দেশটি।

এই খনিজগুলোর মধ্যে সোনা, দস্তা, তামা ও লিথিয়ামের মতো দামী ধাতুর পাশাপাশি ডিসপ্রোজিয়াম, টারবিয়াম, নিওডিয়ামিয়াম এবং প্রাসিওডিয়ামিয়ামের মতো বিরল খনিজ উপাদান রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটি। বৈদ্যুতিক গাড়ি, উইন্ড টারবাইন এবং দ্রুতগতির কম্পিউটিংড়্সবকিছুতেই এসব ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং উন্নত সামরিক সরঞ্জামের মতো প্রযুক্তির মূলে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্বে তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে

## বললেন এরদোয়ান

পরিচয় ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান বলেছেন, নতুনভাবে পুনর্গঠিত বিশ্বব্যবস্থায় তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে।

তুর্কি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের কনফেডারেশনের সপ্তম বিশেষ সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এরদোয়ান বলেন, সিরিয়ার মতোই আমরা এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে ত্যাগ ও প্রচেষ্টার সুফল আমরা পেতে শুরু করবো।

তিনি বলেন, বিশ্ব ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগোচ্ছে, যা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের ভূমিকা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য 'অপমানজনক ও নিন্দনীয়'

## - ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার

পরিচয় ডেস্ক: আফগানিস্তান যুদ্ধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, যুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্যরা‘সামনের সারিতে ছিল না’। স্টারমার এই মন্তব্যকে‘অপমানজনক এবং স্পষ্টতই নিন্দনীয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং ট্রাম্পের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কখনো প্রয়োজন হলে ন্যাটো পাশে দাঁড়াবে কি না, সে বিষয়ে তিনি‘নিশ্চিত নন’।

তিনি আরও বলেন,‘আমাদের কখনোই তাদের প্রয়োজন হয়নি। তারা বলবে, তারা আফগানিস্তানে কিছু সেনা পাঠিয়েছিল, আর তারা পাঠিয়েছিলও, তবে তারা সামনের সারি থেকে একটু পেছনে, একটু দূরে অবস্থান করেছিল’।

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন সরাসরি এবং কঠোর সমালোচনা বেশ বিরল। শুক্রবার স্টারমার বলেন, ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ন্যাটো মিত্রদের নিয়ে যে কথা বলেছেন, তা মেনে নেওয়া *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

# ভেনেজুয়েলায় মাদুরোকে উৎখাতে বিশ্বাসঘাতকের দলে ছিলেন ডেলসি রদ্রিগেজ!

পরিচয় ডেস্ক: চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপ্রাধন ডেলসি রদ্রিগেজ ও তার ভাই হোর্হে রদ্রিগেজ। তারা গোপনে ট্রাম্প প্রশাসনকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে এ ঘটনায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত চারটি সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য গার্ডিয়ান। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

# চীন-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ কীভাবে শুরু হতে পারে

নিকোলাস ক্রিস্টফ

প্রথম সতর্ক সংকেতটি আসতে পারে নীরব কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমেড় যুদ্ধের সময় যেসব পশ্চিমা দেশ চীনের সম্পদ জব্দ করতে পারে, সেসব দেশ থেকে বেইজিং ধীরে ধীরে আর্থিক সম্পদ সরিয়ে নিতে পারে। দ্বিতীয় একটি ইঙ্গিত হতে পারে চীনে দেশাত্মবোধক প্রচারণা, যেখানে নাগরিকদের রক্তদান করতে আহ্বান জানানো হবে।

এরপর, বিভিন্ন স্থানে সেনা সমাবেশ ঘটানো হবে এবং এসব পদক্ষেপ প্রকৃত হুমকি নাকি কেবল ধোঁকাড়তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই সাইবার হামলায় অচল হয়ে যেতে পারে তাইওয়ানের বিদ্যুৎ গ্রিড ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি বড় অংশ। একই সঙ্গে, তাইওয়ানকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করা সাবমেরিন কেবলগুলোতে নাশকতার কারণে দ্বীপটির ইন্টারনেট সেবা মারাত্মকভাবে ধীর হয়ে পড়তে পারে।

এরপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় লক্ষ্যবস্তু হতে পারে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়, সামরিক ও গোয়েন্দা স্থাপনাগুলো। সামরিক, বেসামরিক নেতৃত্বের 'শিরচ্ছেদ' অভিযানের অংশ হিসেবেই এসব স্থান আক্রান্ত হবে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র যেন দ্রুত তাইপের সহায়তায় এগিয়ে আসতে না পারে, সে জন্য জাপান ও গুয়ামে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতেও আঘাত হানা হতে পারে। চীনা নৌবাহিনী তখন তাইওয়ানকে অবরুদ্ধ করবে, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সহায়তা ঠেকানোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।

এটি চীনের সম্ভাব্য প্রাথমিক হামলার একটি চরম রূপড়্যার লক্ষ্য তাইওয়ান দখল। এমন চিত্রই উঠে এসেছে সামরিক পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইক ফ্রেইম্যানের আসন্ন বই 'ডিফেন্ডিং তাইওয়ান' থেকেও এমন আভাসই মিলেছে।

পেন্টাগনের কৌশলবিদরা এমন আক্রমণ-পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেনড়এটাই তাদের কাজ। তবে তাইওয়ানের কর্মকর্তারা (আমার মতে যথার্থভাবেই) বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন তথাকথিত 'গ্রে জোন' পদক্ষেপগুলোর দিকে, যা সরাসরি যুদ্ধের পর্যায়ে না গিয়েই তাইওয়ানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। চীনের পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন ব্যর্থও হতে পারেড়এই কারণেই আমি সন্দিহান যে এটি আগামী কয়েক বছরে ঘটবে কিনা। কিন্তু গ্রে জোনের  এই চাপ প্রতিদিনের বাস্তবতা, এবং তা আরও বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে। এসব পদক্ষেপও শেষ পর্যন্ত এমন এক উত্তেজনায় রূপ নিতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে নিয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে।

এই গ্রে জোন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে চীন ইতোমধ্যেই সাইবার হামলা চালাচ্ছে, ইন্টারনেট কেবল কেটে দিচ্ছে এবং তাইওয়ানের দিকে যুদ্ধবিমান ও জাহাজ পাঠাচ্ছে। দ্বীপটিকে চীনের তত্ত্বাবধানে কোনো এক ধরনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা সরাসরি গোলাবর্ষণসহ সামরিক মহড়াও চালাচ্ছেড় যার মধ্যে সর্বশেষটি হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। গ্রে জোনের চাপের একটি পরিমাপক হলো: তাইওয়ান সরকারের নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে চীন প্রতিদিন গড়ে ২৬ লাখ সাইবার অনুপ্রবেশ চালিয়েছে তাইওয়ানের অবকাঠামোর বিরুদ্ধে।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যদি যুদ্ধ শুরু না করেই তাইওয়ানকে আরও ক্লান্ত ও দুর্বল করতে চান, তবে তিনি নৌ অবরোধের মতো একটি 'কোয়ারেন্টিন' আরোপ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি জাহাজগুলোকে তাইওয়ানের পথে যাওয়ার আগে শিয়ামেন বা সাংহাইয়ের মতো মূল ভূখণ্ডের বন্দরে সংক্ষিপ্ত 'কাস্টমস চেক'-এর জন্য থামতে বাধ্য করতে পারেন; কিংবা তাইওয়ানগামী তেলবাহী জাহাজে 'পরিবেশগত পরিদর্শন' আরোপ করতে পারেন। তিনি কূটচালাকির সঙ্গে অন্য দেশগুলোকে বলতে পারেন: আমরা তো সবাই এক-চীন নীতিতে একমতড়তাহলে চীনের একটি অংশে যাওয়া পণ্যের ওপর চীনা সরকারের কাস্টমস ও নিরাপত্তা পরীক্ষা নিয়ে আপত্তি কোথায়?

সব জাহাজ যদি এই কোয়ারেন্টিন নাও মেলে চলে, তবুও এতে জাহাজের বীমা ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাবে এবং তাইওয়ানের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই কোয়ারান্টিনের পরের ধাপ হবে পূর্ণাঙ্গ অবরোধড়বিশেষ করে তেল ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার মাধ্যমেড়্যা

*বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

# প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নেই ট্রাম্পের

জ্যাকারি উলফ

ওয়াশিংটনে রিপাবলিকানদের একক ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা এবং জনসমর্থনের ঘাটতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে বারবার বিতর্কিত মন্তব্য করছেন।

যদিও সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা তার নেই, তবে নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের নানা উদ্যোগ নিচ্ছে তার প্রশাসন।

সিএনএনের এসএসআরএস পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, সব ইস্যুতেই ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী। এ অবস্থায় তিনি একাধিকবার প্রকাশ্যে নির্বাচন না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এ সপ্তাহে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প নির্বাচন বাতিলের কথা বলেন।

তিনি দাবি করেন, রিপাবলিকানরা এতটাই সফল যে 'নির্বাচনই করার দরকার নেই'।

তবে পরে হোয়াইট হাউস ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে রসিকতা বলে ব্যাখ্যা দেয়। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিলের বিষয়ে 'মজা করছিলেন' এবং 'ব্যঙ্গ করছিলেন'।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে ইউক্রেনে সামরিক আইন জারির কারণে নির্বাচন না হওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এলে ট্রাম্প বলেন, 'যুদ্ধ চলাকালে নির্বাচন হয় নাড় তাহলে যদি সাড়ে তিন বছর পর আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াই, তাহলে আর নির্বাচন হবে না? এটা তো ভালো।'

ট্রাম্পের এ মন্তব্য উপস্থিতদের হাসির খোরাক হলেও বিতর্ক সৃষ্টি করে। তবে ট্রাম্প প্রায়ই এমন মন্তব্য করেন, যা প্রথমে রসিকতা মনে হলেও পরে আর তেমন থাকে না। যেমন গ্রিনল্যান্ড কেনার প্রসঙ্গটি রসিকতা ছিল না।

ইতিহাস বলছে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকালেও নিয়মিত নির্বাচন আয়োজন করেছে। ইউক্রেনের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকালীন সময়েও নির্বাচন করেছে। ১৮১২ সালে ব্রিটিশ আক্রমণের সময়, ১৮৬৪ সালে গৃহযুদ্ধের মধ্যেও এবং ২০ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন আয়োজন করেছে।

নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে ট্রাম্পের উদ্বেগ স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাস বলছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল সাধারণত আসন হারায়। তাই আসন হারানোর আশঙ্কায় ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুতগতিতে নীতিগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনছে। মাত্র কয়েকটি আসন হারালেই প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে যেতে পারে, ফলে বাজেট ও তদন্তের ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাবে।

সংবিধান অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি নতুন কংগ্রেস শপথ নেবে। নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নেই। কংগ্রেস চাইলে নির্বাচন দিনের তারিখ পরিবর্তন করতে পারে, তবে নির্বাচন বাতিল করতে পারে না। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্যগুলোর। বড় ধরনের দুর্যোগে কোনো রাজ্য নিজস্ব নির্বাচন স্থগিত করতে পারে, তবে তাত্ত্বিকভাবে এমন সুযোগ থাকলেও এর কোনো নজির নেই।

মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি ট্রাম্পের অবিশ্বাসের ইতিহাস পুরনো। ২০২০ সালের নির্বাচনের পর ভোটিং মেশিন জব্দ করতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন না করায় তিনি আফসোস করেছেন বলে সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসকে জানান। এমনকি যেসব নির্বাচন তিনি জিতেছেন, সেগুলোকেও তিনি কারচুপির ফল বলে দাবি করেছেন। তবে ব্যাপক ভোট জালিয়াতির কোনো প্রমাণ আজও মেলেনি।

অন্যদিকে, নির্বাচন কর্মকর্তারা সম্ভাব্য নানা ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছেন।

দ্য আটলান্টিক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অ্যারিজোনার সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যাড্রিয়ান ফন্টেস বলেন, 'আপনি নির্বাচন বাতিল করতে পারেন না। আমরা নানা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, যাতে কেউ কিছু বাতিল করতে বা অবৈধভাবে দখল করতে চাইলে আমরা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারি।'

তবে কী ধরনের পরিস্থিতির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাতে চাননি।

*বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

# এটি কি শান্তিমঞ্চ নাকি ‘সম্রাট’ ট্রাম্পের দরবার

জুলিয়ান বোরগার

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আগে যাঁরা ব্যবসা করতে গেছেন, তাঁদের মতো জাতিসংঘও এখন এক পরিচিত কৌশলের শিকার। সেই কৌশল হলো ‘ঘোড়া দেখিয়ে গাধা ধরিয়ে দেওয়া’। জাতিসংঘ ভেবেছিল, তারা গাজা সংকট ঘিরে একটি শান্তি উদ্যোগে সায় দিচ্ছে। বাস্তবে তাদের সামনে হাজির হয়েছে ট্রাম্পের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থের বিনিময়ে সদস্যপদ দেওয়া একটি ক্লাবড়্যার লক্ষ্য জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে বৈশ্বিক শাসনের নতুন কাঠামো দাঁড় করানো। এককথায়, এটি ট্রাম্পের মার-এ-লাগো দরবারের বৈশ্বিক সংস্করণ।

গত নভেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ২৮০৩ পাস হয় ১৩০ ভোটে; রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গাজায় একটি যুদ্ধবিরতিকে জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া। ১৮ নভেম্বর ভোটের আগে আলোচনা ও প্রস্তাবের ভাষাড় সবই ছিল গাজা সংকটকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু এখন সামনে আসছে ভিন্ন বাস্তবতা। গাজাকে দুই বছরের জন্য একটি ট্রাম্প-নিয়ন্ত্রিত ‘বোর্ড’-এর হাতে তুলে দেওয়ার এই ধারণা জাতিসংঘের মৌলিক নীতির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও উপনিবেশবিরোধিতার মতো নীতির সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। উপরন্তু, আধুনিক ইতিহাসে জাতিসংঘের কোনো শান্তিরক্ষা প্রস্তাব এতটা অস্পষ্ট আগে কখনো ছিল না।

তারপরও আরব বিশ্ব ও ইউরোপীয় দেশগুলো প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। কারণ, ভাষায় অন্তত ভবিষ্যৎ সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ ছিলড় যদিও তা ছিল মূলত প্রতীকী। কূটনীতিকদের যুক্তি ছিল, ট্রাম্পকে গাজা প্রশ্নে যুক্ত রাখার এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায়। কিন্তু মাত্র দুই মাসের মধ্যেই সেই আশার ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

জাতীয় রাজধানীগুলোতে পাঠানো ‘বোর্ড অব পিস’-এর চার্টার বা সনদে গাজার নাম পর্যন্ত নেই। সেখানে বোর্ডকে একটি স্থায়ী বৈশ্বিক কাঠামো হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যার কাজ হবে ‘বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা’। বলা হয়েছে, এটি হবে ‘বাস্তববাদী’, ‘ফলাফলমুখী’ এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ‘ব্যর্থ হয়ে যাওয়া পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান’ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। সনদে কোথাও বলা হয়নি এই ‘ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান’ আসলে কোনগুলো। কিন্তু ইঙ্গিতটি স্পষ্টড়এটি সরাসরি জাতিসংঘের দিকেই ছোড়া।

ট্রাম্পের এই সনদের পুরো নথির বড় অংশজুড়ে আছে ক্লাবের নিয়মকানুন। সেখানে চেয়ারম্যান ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সদস্য নির্বাচন করবেন, তিনিই বরখাস্ত করবেন, তিনিই ঠিক করবেন বোর্ড কখন বসবে ও কী নিয়ে আলোচনা হবে। এমনকি এককভাবে সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব জারি করার ক্ষমতাও তাঁর। নথিতে ‘চেয়ারম্যান’ শব্দটি এসেছে ৩৫ বার। এটাই ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রকৃত চিত্র।

অন্য সদস্যদের অবস্থান অনিশ্চিতড়যদি না তারা এক বিলিয়ন ডলার নগদ দিয়ে আজীবন সদস্যপদ কিনে নেয়। তাতেও ট্রাম্প চাইলে কাউকে বাদ দিতে পারবেন নাড়এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বৈষম্যমূলক কাঠামো দীর্ঘদিন ধরে সমালোচিত। বিশেষ করে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার পরিষদকে কার্যত অচল করে রেখেছে। কিন্তু ‘বোর্ড অব পিস’ এই বৈষম্য দূর তো করেই না, বরং আরও নগ্ন এক ব্যবস্থা দাঁড় করায়ড়যেখানে সদস্যপদের স্থায়িত্ব কিনতে হয় অর্থ দিয়ে, আর ট্রাম্প একাই সর্বময় ভেটোর অধিকারী।

চার্টারে গাজার উল্লেখ না থাকলেও বোর্ডের অধীনে থাকবে একটি সাধারণ নির্বাহী বোর্ড, একটি গাজা নির্বাহী বোর্ড এবং ‘গাজার প্রশাসনের জন্য জাতীয় কমিটি’। এই কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরেই কেবল ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি থাকবে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ), যার তত্ত্বাবধানে থাকবেন একজন মার্কিন মেজর জেনারেল।

তাত্ত্বিকভাবে এই কাঠামো যুদ্ধবিরতি কার্যকর ও পুনর্গঠনের সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এর লক্ষ্য জাতিসংঘের ঐতিহ্যগত সংস্থাগুলোকে সরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী অঞ্চলগুলোতে লাভভিত্তিক *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিকত্ব সমস্যা, ক্ষমতার বেলায় নয়?

মোহাম্মদ গোলাম নবী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়টি আবারও রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। জাতীয় সংসদের প্রার্থী হিসেবে বৈধ-অবৈধ বিতর্কে ‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এই বিতর্ক নিছক আইনি জটিলতায় সীমাবদ্ধ নেই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার মতো মৌলিক প্রশ্নগুলোও সামনে এনেছে। মূল প্রশ্নটি যদিও খুব সরল; যিনি আইন প্রণয়ন করবেন; রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে অংশ নেবেন, তিনি কি এককভাবে বাংলাদেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন নাকি অন্য কোনো রাষ্ট্রের আনুগত্য পোষণ করবেন?

আইনের দৃষ্টিতে কোনো প্রার্থী যোগ্য কিনা, সেটি নির্বাচন কমিশন ও আদালতের এখতিয়ার। এ কথাও সত্যি, রাজনীতি শুধু নিয়মকানুনে চলে না। এখানে বিশ্বাসের গুরুত্ব অনেক। কারণ জনগণ যাঁকে সংসদে পাঠাবে তাঁর কাছে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রশাসনিক দক্ষতা নয়; নিশ্চয়তাও খোঁজে। জনগণ নিশ্চিত হতে চায় সংকটে পড়লে নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে থাকবেন। বিপদের সময় নেতা জনগণকে একা রেখে পালিয়ে যাবেন না সেই নিশ্চয়তা জনগণ পেতে চায়। এখানেই দ্বৈত নাগরিকত্ব সমস্যার জন্ম দেয়।

তা ছাড়া দ্বৈত নাগরিকত্ব মানে শুধু দুটি পাসপোর্ট নয়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্য একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ, আইনি দায়বদ্ধতা এবং প্রয়োজনে সেই রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার বাধ্যবাধকতা। ফলে প্রশ্ন ওঠে, যিনি আইন প্রণয়ন করবেন; রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে অংশ নেবেন; এমনকি জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অবস্থান নেবেন, তিনি দ্বৈত নাগরিক হলে এককভাবে বাংলাদেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা সম্ভব হবে কিনা? প্রশ্নটি এখন আরও তীব্র হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম দেখে। উপদেষ্টা পরিষদ এবং বিভিন্ন সংস্কার কমিশনে দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি দেশে দ্বৈত মানদণ্ড তৈরি করেছে, যা ইচ্ছা করলে সহজেই এড়ানো যেত। আমরা কী দেখছি? একদিকে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্বকে অযোগ্যতার প্রশ্নে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কারের মতো গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবসম্পন্ন প্রক্রিয়ায় দ্বৈত নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রাখা হয়েছে।

এর পক্ষের যুক্তি হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যক্তিরা নির্বাচিত নন; তারা কেবল উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ। বাস্তবতা হলো, উপদেষ্টা পরিষদ ও সংস্কার কমিশন কেবল পরামর্শ দিচ্ছে না; তারা দেশের ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণ করছে। সংবিধান সংশোধন, প্রশাসনিক কাঠামো, নির্বাচন ব্যবস্থা, ক্ষমতার ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয়ে গণভোট এলে তাদের সুপারিশকেই পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলোর জন্য পালনীয়। সে ক্ষেত্রে তাদের বেলায়ও কি দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্নটি এড়ানো যায়? যারা রাষ্ট্রের নিয়ম লিখছেন, তাদের আনুগত্যের প্রশ্ন কি গৌণ?

এই বিতর্ক কোনো প্রবাসীবিদ্বেষ নয়, বরং প্রবাসীদের মধ্যেই স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরে। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ নানা দেশে কর্মরত লাখ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক নাগরিকত্ব বদলায়নি। তাদের পরিবার, ভবিষ্যৎ ও শিকড় বাংলাদেশেই। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময় এসব মানুষের পাঠানো রেমিট্যান্সই দেশকে বড় ধরনের পতন থেকে রক্ষা করেছে। তারা বিদেশে শ্রম দিলেও আনুগত্য বদলায় না। তাদের কোনো দ্বিতীয় ঠিকানা নেই।

অন্যদিকে একটি শ্রেণি বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেও দেশে ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রভাব ধরে রাখে। তাদের পরিবার, সন্তান, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশে সুরক্ষিত। ফলে ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় ভুল হলে বা জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হলে দেশ ছেড়ে যাওয়ার বাস্তব সুযোগ খোলা থাকে। এই প্রবণতা বা সম্ভাবনা শাসন ব্যবস্থার ভেতরে স্থায়ী দুর্বলতা তৈরি করে।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা দরকার, রাষ্ট্র পরিচালনা কোনো করপোরেট প্রজেক্ট নয়, যেখানে বাইরে থেকে ‘গ্লোবাল ট্যালেন্ট’ এনে বসালেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। রাষ্ট্র চলে জবাবদিহি, রাজনৈতিক ঝুঁকি এবং পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার সক্ষমতার ওপর। সে কারণেই একজন সংসদ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

### Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**NYS Department of Health LHCSAs**

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

**Jamaica Office:**
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

**Jamaica Office:**
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

**Sutphin Branch**
**Mohammad Khair**(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

**Ozone Park Office**
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

**Ozone Park Office**
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

**Fulton Office:**
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

**Bronx Office**
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

**Buffalo Office:**
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

**Albany Office**
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061



SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S TUTORIAL
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
Northeastern University
Northwestern University
RIT
Penn
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

স্বাস্থ্য

# ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে প্রতিদিনের যে অভ্যাস

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান সময়ের অনিয়মিত জীবনযাপন এবং অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার ফলে ডায়াবেটিস ও হজমজনিত সমস্যা ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। তবে এই জটিল সমস্যা নিয়ন্ত্রণে কোনো কঠিন ডায়েট বা দামী ওষুধ নয়, বরং প্রতিদিনের একটি ছোট্ট অভ্যাস জাদুর মতো কাজ করতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবেলা খাবারের পর মাত্র ১০ মিনিট হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অত্যন্ত কার্যকর।

স্পোর্টস মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত ২০২২ সালের একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, খাবারের পর মাত্র ২ থেকে ৫ মিনিট হাঁটলে রক্তে শর্করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। হাঁটার ফলে শরীর ইনসুলিনকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে গ্লুকোজ দ্রুত কোষে প্রবেশ করে এবং রক্তে জমে থাকার সুযোগ পায় না। এটি বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য জীবন রক্ষাকারী অভ্যাস হতে পারে।

হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডা. সৌরভ শেঠির মতে, খাওয়ার পর প্রায় ১ হাজার পদক্ষেপ বা ১০ মিনিট হাঁটলে পাচনতন্ত্র সক্রিয় হয়। এতে খাবার দীর্ঘক্ষণ পাকস্থলীতে আটকে থাকে না, ফলে গ্যাস, পেটফাঁপা ও বুকজ্বালার মতো সমস্যা কমে। 'জার্নাল অব গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল লিভার ডিজিজ' জানিয়েছে, এই অভ্যাসটি অন্ত্রের ওপর চাপ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদে 'ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম'- এর ঝুঁকিও কমায়।

অনেকেই খাওয়ার পর ঝিমুনি বা অলসতা অনুভব করেন। হালকা হাঁটা শরীর থেকে এই জড়তা দূর করে এবং শরীরে হালকা বোধ তৈরি করে। এছাড়া ধীরে হাঁটার ফলে মানসিক চাপ কমে এবং দিনের বাকি সময় কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভ্যাসের জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। খাবার শেষ করার ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে হাঁটা শুরু করুন। খুব দ্রুত হাঁটার প্রয়োজন নেই; স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময়

# কাশির জন্য সিরাপ না লেবু-মধু কোনটি বেশি ভালো?

পরিচয় ডেস্ক:কাশি হলেই আমরা সাধারণত ওষুধের দোকানের দিকে ছুটি। কাশির সিরাপ খুঁজি। কিন্তু এই সিরাপ কি আসলেই কাজ করে? নাকি ঘরে তৈরি লেবু-মধুর মিশ্রণই এর চেয়ে ভালো? ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বাসতন্ত্রের রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জ্যাকি স্মিথ রেডিও ফোর-এর 'স্লাইসড ব্রেড' অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন আসল সত্যটা।

শীতের এই সময়ে ভাইরাস জ্বর ঘরে ঘরে। অফিস, বাসা কিংবা গণপরিবহনড় সবখানেই এখন খুকখুক কাশির শব্দ।

দামি ব্র্যান্ডের দরকার নেই

বেশিরভাগ কাশিই হয় সাধারণ সর্দি বা কোল্ড ভাইরাস থেকে। এই ভাইরাসগুলো সাধারণত আপনা-আপনিই শরীর থেকে বিদায় নেয়। কাশির সিরাপ কিন্তু এই ভাইরাস মারতে পারে না। এটি শুধু গলাকে একটু আরাম দেয় এবং কাশি হওয়ার ভাবটা কমায়।

যদি খুশখুসে বা শুকনো কাশি হয়, তবে গ্লিসারলযুক্ত সিরাপ গলাকে ভিজিয়ে রাখে। এটি গলার ভেতরের শুষ্ক ভাব কমায়। অধ্যাপক স্মিথ বলেন, এর জন্য বেশি দাম দিয়ে নামী ব্র্যান্ডের ওষুধ কেনার কোনো মানে হয় না। কম দামি সাধারণ ব্র্যান্ডের ওষুধও ঠিক একই কাজ করে। তবে লেবেলে চিনির পরিমাণটা দেখে নেওয়া জরুরি। মিষ্টি সিরাপে প্রচুর চিনি থাকে। তাই চিন্তার কারণ থাকলে সুগার-ফ্রি বা চিনিমুক্ত ওষুধ বেছে নেওয়াই ভালো।

কাশির ওষুধে অনেক সময়ড়অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টড় বা বিশেষ উপাদানের কথা বলা থাকে। যেমন ডেক্সট্রোমেথরফানের কথা লেখা থাকে। দাবি করা হয়, এটি কাশি থামিয়ে রাখে। কিন্তু অধ্যাপক স্মিথ বলছেন, এর প্রভাব আসলে খুবই কম। ওষুধের মাত্রা বা ডোজের দিকে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। বিশেষ করে ডেক্সট্রোমেথরফানের ক্ষেত্রে, কারণ এর প্রতি আসক্তি তৈরির ভয় থাকে। তাই বোতলের গায়ে লেখা নির্দেশনার বেশি খাওয়া একদমই উচিত নয়।

আবার কিছু সিরাপে লেভোমেনথল থাকে। এটি গলার ভেতর ঠান্ডা অনুভূতি দেয়। এতে গলার জ্বালাপোড়া ভাবটা কমে এবং কাশির বেগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পানি পান করুন, অপেক্ষা করুন

যাদের বুকে কফ জমে থাকে, তাদের কষ্টটা অন্যরকম। মনে হয় যেন বুকের ভেতর কফের সাগর জমে আছে। ব্রঙ্কাইটিস বা সাইনাসের কারণে এমনটা হতে পারে।

# মাত্রাতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণে শরীরে যা ঘটতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: প্রফেসর ড. মিশেল কার্ডেল জানান, সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এটি সরাসরি ক্ষতিকর নাও হতে পারে। তবে, শরীরের চাহিদা পূরণ হলে অতিরিক্ত প্রোটিন বাড়তি কোনো উপকার করে না। বরং দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সুস্থতার জন্য প্রোটিনের সঙ্গে ফাইবারের সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি শোনা যায় সেটি হলো প্রোটিন। এর অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে, আমাদের সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে প্রোটিন একটি অপরিহার্য উপাদান। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পাশাপাশি প্রোটিন হলো আমাদের খাদ্যের প্রধান ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোর একটি। তবে প্রোটিনই একমাত্র উপাদান যা শরীরকে অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে। খাবারের প্রোটিন হজম হলে তা অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে যায়, যা শরীরের নানা প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। যেমন, পেশি গঠন ও সংরক্ষণ, হরমোন তৈরি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, এমনকি চুল, ত্বক ও নখের স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি।

তবে প্রোটিন নিয়ে কিছু পুষ্টিবিদেরা সতর্ক করেছেন। তারা জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রেন্ডের কারণে অনেকেই প্রোটিন বেশি গ্রহণ করে ফেলছেন।

ওয়েটওয়াচার্সের চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার প্রফেসর ড. মিশেল কার্ডেলের মতে, শরীরের প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন খেলে সেটি সঞ্চিত হয় না। শরীর অতিরিক্ত প্রোটিন প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয় অথবা তা শক্তি বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি আরও জানান, সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এটি সরাসরি ক্ষতিকর নাও হতে পারে।

# দ্রুতগতিতে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটলেই বাড়বে আয়ু বলছে গবেষণা

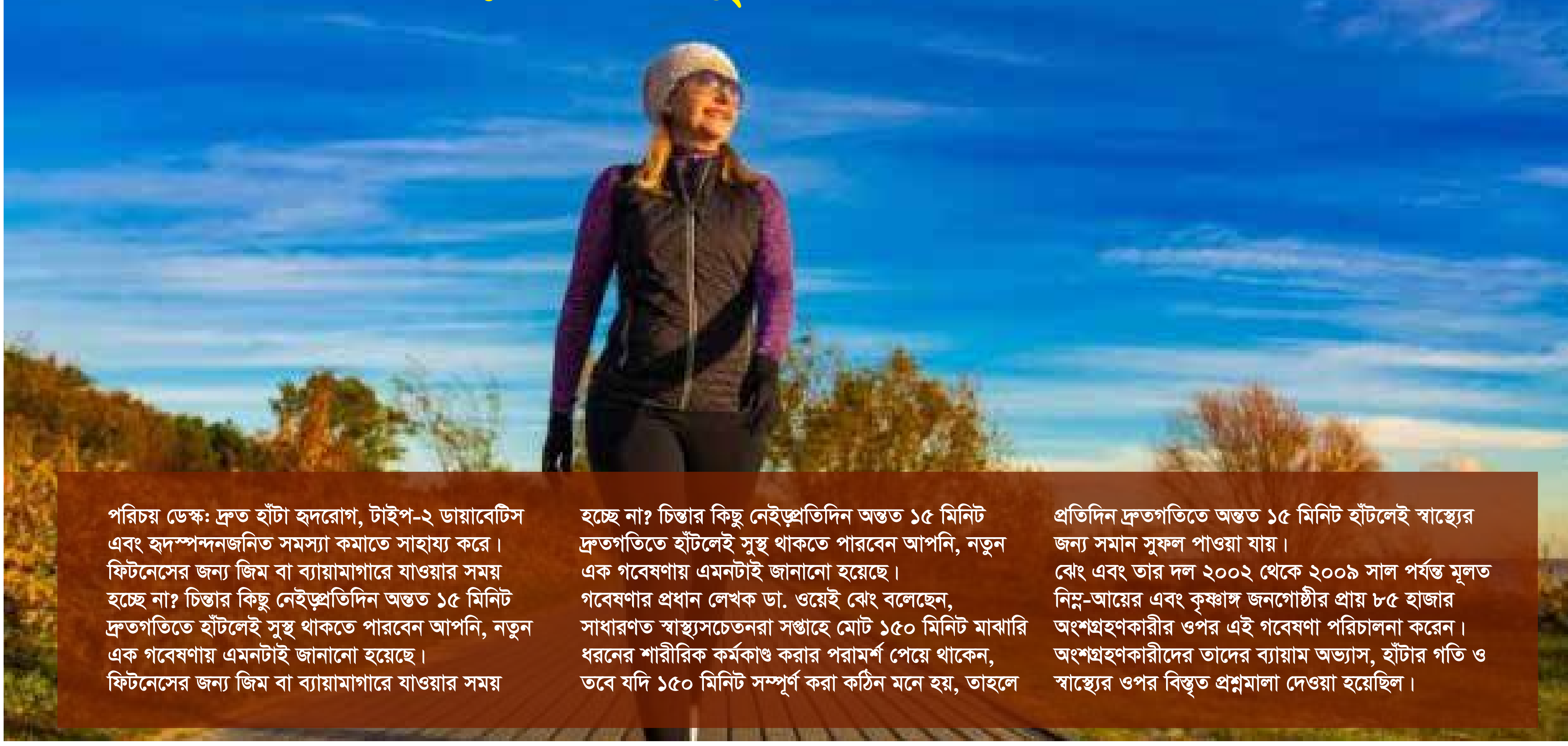

পরিচয় ডেস্ক: দ্রুত হাঁটা হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং হৃদস্পন্দনজনিত সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।
ফিটনেসের জন্য জিম বা ব্যায়ামাগারে যাওয়ার সময় হচ্ছে না? চিন্তার কিছু নেইঙ্রপ্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট দ্রুতগতিতে হাঁটলেই সুস্থ থাকতে পারবেন আপনি, নতুন এক গবেষণায় এমনটাই জানানো হয়েছে।
ফিটনেসের জন্য জিম বা ব্যায়ামাগারে যাওয়ার সময় হচ্ছে না? চিন্তার কিছু নেইঙ্রপ্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট দ্রুতগতিতে হাঁটলেই সুস্থ থাকতে পারবেন আপনি, নতুন এক গবেষণায় এমনটাই জানানো হয়েছে।
গবেষণার প্রধান লেখক ডা. ওয়েই ঝেং বলেছেন, সাধারণত স্বাস্থ্যসচেতনরা সপ্তাহে মোট ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরনের শারীরিক কর্মকাণ্ড করার পরামর্শ পেয়ে থাকেন, তবে যদি ১৫০ মিনিট সম্পূর্ণ করা কঠিন মনে হয়, তাহলে প্রতিদিন দ্রুতগতিতে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেই স্বাস্থ্যের জন্য সমান সুফল পাওয়া যায়।
ঝেং এবং তার দল ২০০২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মূলত নিম্ন-আয়ের এবং কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৫ হাজার অংশগ্রহণকারীর ওপর এই গবেষণা পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের তাদের ব্যায়াম অভ্যাস, হাঁটার গতি ও স্বাস্থ্যের ওপর বিস্তৃত প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছিল।

# জাপানিজ’ ইন্টারভ্যাল ওয়াকিং হতে পারে ফিট থাকার সহজ সমাধান, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

পরিচয় ডেস্ক: জাপানিজ ওয়াকিং’ এমন এক ব্যায়াম, যা বেশিক্ষণ করতে হয় না, সহজেই করা যায় এবং এর জন্য কোনো জিমে ভর্তি বা বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। আপনাকে শুধু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল ফিটনেসের যে নতুন ট্রেন্ডটি ঝড় তুলেছে, তার নাম জাপানিজ ওয়াকিং। এটি ৩০ মিনিটের একটি হাঁটার কৌশল, যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক গতিতে কিছুক্ষণ হাঁটেন। এরপর আবার কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে হাঁটেন। এভাবে গতির মাঝে বিরতি দিয়ে হাঁটাকেই বলা হচ্ছে ইন্টারভাল ওয়াকিং। এর জনপ্রিয়তার কারণটাও বেশ স্পষ্ট।
জাপানিজ ওয়াকিং এমন এক ব্যায়াম, যা বেশিক্ষণ করতে হয় না, সহজেই করা যায় এবং এর জন্য কোনো জিমে ভর্তি বা বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তিকে শুধু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হবে।
হাউস্টনের স্পোর্টস মেডিসিন চিকিৎসক ড. আরভিন সুলাপাস বলেন, “জাপানিজ ওয়াকিং-এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো, যে কেউ এটি করতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য খুব কঠিন ব্যায়াম করে শরীর ব্যথা করার বা ক্লান্ত হয়ে পড়ার কোনো দরকার নেই।চ

# এক গ্লাস কমলার রসে কী কী রোগ সারে জানেন?

পরিচয় ডেস্ক: সকালে নাস্তার টেবিলে এক গ্লাস টাটকা কমলার রস যেন পুরো দিনের সজীবতার যোগান দেয়। কেবল স্বাদ বা সুগন্ধের জন্য নয়, নিয়মিত এক গ্লাস কমলার রস পানের রয়েছে বহুমুখী স্বাস্থ্যগুণ।
পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে ত্বকের উজ্জ্বলতা- সবকিছুতেই কমলার রস একাই একশ।
কমলার রসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। এটি ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি ও সাধারণ ফ্লু থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
এতে রয়েছে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েডের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এগুলো শরীরের ক্ষতিকর ‘ফ্রি র্যাডিক্যাল’ দূর করে এবং ক্যানসার বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
নিয়মিত কমলার রস পান করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটি শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এতে থাকা পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। ত্বকের কোলাজেন গঠনে ভিটামিন সি অত্যন্ত জরুরি। এক গ্লাস কমলার রস ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখে এবং বলিরেখা দূর করে তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।

# মজাদার হাঁসের মাংস

পরিচয় ডেস্ক: হাঁসের মাংস আমাদের দেশের জনপ্রিয় একটি খাবার। শীতের সময় এলে হাঁস বেশি খাওয়া হয়। শীত তো এসেই গেল চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক হাঁসের মাংস ভুনার সবচেয়ে সহজ রেসিপি:

উপকরণ:হাঁসের মাংস- ২ কেজি (বড় একটি হাঁস), পেঁয়াজ কুচি- ২ কাপ, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ

আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা- ২টি, এলাচ- ৫টি, লবঙ্গ- ৪টি, দারুচিনি- ২টিআস্ত গোলমরিচ- ১০টি, শাহী গরম মসলা গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া- দেড় চা চামচ, জিরা গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ ভাজা জিরা- গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, শুকনো মরিচ বাটা- দেড় টেবিল চামচ সরিষার তেল- পরিমাণমতো, সয়াবিন তেল- পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ ও শুকনা মরিচ - ৪-৫টি, গরম পানি- ২ কাপ, লবণ- স্বাদমতো

প্রণালি:হাঁস চামড়াসহ টুকরা করে নেবেন। এরপর ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে আস্ত গরম মসলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া আর শাহী গরম মসলা বাদে অন্য সব মসলা দিয়ে কষাতে হবে। মসলা কষানো হলে তাতে হাঁসের মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মিনিট পনেরো এভাবে কষান। এরপর গরম পানি আর লবণ দিয়ে দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ভুনা ভুনা হয়ে এলে শাহী গরম মসলা গুঁড়া আর ভাজা জিরা গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

গরম ভাত, চালের আটার রুটি, পরোটা, পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে খেতে বেশি ভালো লাগবে।

# নারিকেলি হাঁস

পরিচয় ডেস্ক: শীতের দুপুর মানেই একটু রোদ, একটু অলসতা আর পাতে জমিয়ে খাওয়ার প্রত্যাশা। এই সময়ের খাবারে চাই উষ্ণতা, ঘ্রাণ আর স্বাদের গভীরতা যা শরীরকে যেমন আরাম দেয়, মনকেও তেমনি তৃপ্ত করে। ঠিক এমনই এক রাজকীয় স্বাদের নাম নারিকেলি হাঁস। নরম মাংস, ঘন ঝোল আর নারিকেলের মোলায়েম স্বাদে শীতের দুপুরে এই পদ যেন পুরো খাবার টেবিলকেই উৎসবমুখর করে তোলে। ভাতের সঙ্গে নারিকেলি হাঁস মানেই বাঙালি রসনার এক চেনা কিন্তু চিরনতুন আনন্দ।

উপকরণ: হাঁস ১টি, নারিকেল কুচি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ৩টি, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া পরিমাণমতো, হলুদ, মরিচ, লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ১০/১২টি, সরিষা বাটা অল্প, বাদাম বাটা সামান্য, তেল পরিমাণমতো

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ছাড়ুন। পেঁয়াজ হালকা নরম হয়ে এলে এতে আদা-রসুন বাটা, লবণ ও সরিষা দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার মসলা একটু ভাজা ভাজা হলে একে একে হলুদ, মরিচ, জিরা ও গরম মসলা যোগ করে কষাতে থাকুন। এরপর সামান্য পানি দিয়ে হাঁসের মাংস ছোট টুকরো করে কড়াইয়ে দিন।

মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ও নারিকেল কুচি মেশান। কড়াই ঢেকে আঁচ কমিয়ে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। সবশেষে এক টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ পানিতে গুলে কড়াইয়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার নারিকেলি হাঁস। এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু নারিকেলি হাঁস।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# মসলা ছাড়া পেশোয়ারি গোশত

পরিচয় ডেস্ক: ঝাল-মসলার ঝাঁজে অভ্যস্ত আমাদের রান্নাঘরে হঠাৎ করে প্রশ্ন জাগে মসলা ছাড়াও কি সত্যিই গোশত সুস্বাদু হতে পারে? উত্তরটা লুকিয়ে আছে পেশোয়ারি রান্নার দর্শনে। এখানে স্বাদের ভার দেওয়া হয় না দীর্ঘ মসলার তালিকার ওপর; বরং ভালো মানের মাংস, সঠিক সময় আর ধীর আঁচই হয়ে ওঠে আসল নায়ক।

মসলা ছাড়াই রান্না হওয়া পেশোয়ারি গোশত তাই ঝাল নয়, কিন্তু গভীর; ভারী নয়, কিন্তু তৃপ্তিকর। এই রেসিপি শুধু একটি রান্নার পদ্ধতি নয়, বরং মাংসের নিজস্ব স্বাদকে সম্মান জানানোর এক অনন্য শিল্প। আজ জানব সেই নীরব অথচ বিস্ময়কর স্বাদের গোপন রহস্য।

উপকরণ:গরু বা খাসির মাংস ১ কেজি, ঘি ১ চামচ, লবণ পরিমাণমতো, আস্ত আলু কয়েকটি, কাঁচা মরিচ ২টি, ধনিয়া পাতা পরিমাণমতো, আদা কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো ২টি, গোলমরিচ গুঁড়া পরিমাণমতো, পানি প্রয়োজনমতো

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমেই মোটা তল বিশিষ্ট একটি হাঁড়ি নিন। এরপর তাতে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজনে অল্প পানি দিন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে আবার ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার পেশোয়ারি গোশত। এবার পরিবেশন করুন রুটি, পরোটা, পোলাও, খিচুড়ির সঙ্গে।

# ফুলকপি দিয়ে কই মাছ

পরিচয় ডেস্ক: শীত আসতেই বাজারে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে ফুলকপি। ভাজি থেকে শুরু করে ফুলকপির কোরমা, পাকোড়াসহ নানা পদ নিশ্চয়ই খেয়েছেন। ফুলকপির তরকারি কমবেশি সবাই খান।

চাইলে ছুটির দিনে ঘরে তৈরি করতে পারেন মজাদার ফুলকপির এক পদ। আপনি যদি কই মাছ পছন্দ করেন, তাহলে তৈরি করুন ফুলকপি ও কই মাছের ঝোল।

উপকরণ: কই মাছ ৫টি, পেঁয়াজ কুঁচি একটি, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, ফুলকপি ১টি টুকরো করে কাটা, ফোড়নের জন্য এক টেবিল-চামচ পাঁচফোড়ন শুকনো মরিট ২-৩টি, তেজপাতা ২-৩টি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা চামচ, টমেটো ২টি টুকরো করে কাটা, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ কাপ, মটরশুঁটি ১ কাপ ও ধনেপাতা কুঁচি ১ কাপ।

পদ্ধতি:প্যানে সরিষার তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রেখে দিন। এবার টুকরো করে কাটা ফুলকপি সামান্য ভেজে তুলে রাখতে হবে। এরপর প্যানে আরেকটু তেল দিয়ে তেজপাতা, শুকনো মরিচ, পাঁচ ফোড়ন সামান্য ভেজে নিন। তারপর পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মটরশুঁটি ও সব গুঁড়া মসলা, হালকা চিনি মিশিয়ে দিন। মসলা থেকে তেল ছেড়ে দিলে সামান্য গরম পানি দিয়ে দিন।

এরপর একে একে মাছ, ফুলকপি দিয়ে দিন একে একে। ঢেকে কষিয়ে নিন তরকারি। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে মাছ উল্টে-পাল্টে আবারো ঢাকনা দিয়ে দিন।

এরপর ঢাকনা খুলে উপরে সামান্য গরম মসলার গুঁড়া ও ধনেপাতা কুঁচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ফুলকপি দিয়ে কই মাছের তরকারি।

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

## কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

# তিন বছরে সরাসরি ৫ বিলিয়ন

১০ পৃষ্ঠার পর

বছরে পোশাক ছাড়াও ওষুধ, কৃষি, পাদুকা ও অন্যান্য খাত মিলিয়ে সরাসরি ৫ বিলিয়ন ডলারের অ্যাকসেরিজ রপ্তানি করা সম্ভব হবে”

২০২৩ সালে বৈশ্বিক ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজ বাজারের মূল্য ছিল ৭২০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩৩ সালের মধ্যে ১ হাজার ৫০২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চীন থেকে উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে অন্য দেশে সরে যাওয়ায় বাংলাদেশ এই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

চীন গত কয়েক বছর ধরেই উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন পণ্য তৈরিতে মনোযোগ বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বেসিক আইটেম থেকে বেরিয়ে আসছে। ফলে তৈরি পোশাকের মতো বাংলাদেশের সামনে অ্যাকসেসরিজ পণ্য রপ্তানির ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন বাংলাদেশের দিকে ঝুঁকছে।

গত দুই বছরেই বায়দা ইন্ডাস্ট্রিয়াল, জিজিন বাংলাদেশ ও তিয়ানহুই বাটনের মতো অন্তত আটটি চীনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে (ইপিজেড) বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে বা কার্যক্রম শুরু করেছে।

বিজিএপিএমইএর প্রাক্কলন অনুসারে, গত তিন বছরে প্রায় ৩০০টি নতুন অ্যাকসেসরিজ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করেছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও দ্রুত ব্যবসার প্রসার ঘটাচ্ছে। যেমন, আরএসএস থ্রেড অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড গত তিন বছরে তাদের উৎপাদন দ্বিগুণ করেছে; বর্তমানে তারা ৩৫ ধরনের অ্যাকসেসরিজ তৈরি করছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে স্প্যানিশ রিটেইল জায়ান্ট ইনডিটেক্স গ্রুপের তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে।

প্রযুক্তির বিবর্তন

আন্তর্জাতিক মান ও কমপ্লায়েন্স বজায় রাখতে এই খাত এখন ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং ও ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের জন্য শতাধিক কারখানা এখন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত।

এমনকি ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্টের (ডিপিপি) মতো উদ্ভাবনী পণ্যও এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। আরএসএস থ্রেড অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ লেবেলের জন্য বিশেষ ধরনের চিপ তৈরি করছে, যেখানে পুরো সাপ্লাই চেইনের তথ্য সংরক্ষিত থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন নিয়ম অনুযায়ী এটি এখন বাধ্যতামূলক।

আরএসএস থ্রেডের গ্রুপ ডিরেক্টর শেখ জুলফিকার আলী বলেন,“এই চিপের মাধ্যমে ক্রেতারা পণ্যের উৎস এবং উপকরণের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। এছাড়া জালিয়াতি রোধে আমরা ডাটা-মেট্রিক্স সিস্টেম ও ইনভিজিবল কোডিং ব্যবস্থা চালু করেছি”

নীতিগত চ্যালেঞ্জ

এই খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা বলছেন, তারা বৈষম্যমূলক রপ্তানি প্রণোদনা ও কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চ শুল্কের মতো বড় কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। মো. শাহরিয়ার জানান, সরকার অন্যান্য রপ্তানি খাতকে নগদ প্রণোদনা দিলেও অ্যাকসেসরিজ খাতের রপ্তানিতে কখনোই এই সুবিধা দেওয়া হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ৩০০ জিএসএমের নিচে কাগজ আনতে হলে ৫৮ শতাংশ থেকে ৮২ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক দিতে হয়। ফলে এই শুল্ক পরিশোধ করে কাঁচামাল আমদানি করে প্রতিযোগিতামূলক দরে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া কাস্টমসের ক্ষেত্রেও তারা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন বলে জানান তিনি।

বিজিএপিএমইএর সাবেক সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, অ্যাকসেসরিজ খাত সরকারের বিভিন্ন নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সরকারি সহায়তা না পেলে প্যাকেজিং ও অ্যাকসেসরিজ পণ্যের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাহিদা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হতে পারে বাংলাদেশ।

খান অ্যাকসেসরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএপিএমইএর আরেক সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের খান বলেন, গত এক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগের গতি কিছুটা কমেছে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের পর স্থিতিশীলতা ফিরলে বিনিয়োগের গতি আবার বাড়বে।

# নীলফামারীতে মৈত্রী হাসপাতাল

১০ পৃষ্ঠার পর

উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে গত রোববার, ১৮ জানুয়ারী বাংলাদেশ ও চীন প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী জেনারেল হাসপাতাল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। বৈঠকে চিকিৎসা পর্যটন সম্প্রসারণ এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার বাড়ানোর সম্ভাবনার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হাসপাতাল প্রকল্পে, যা একটি প্রধান স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত এবং উত্তর বাংলাদেশের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি চালু হলে চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশে বা বড় শহরে যেতে হবে না এবং একই সঙ্গে আঞ্চলিক চিকিৎসা পর্যটনের সুযোগ তৈরি হবে। চীনের রাষ্ট্রদূত বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলোর প্রতি অব্যাহত সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষই প্রকল্পটি সময়মতো সম্পন্ন করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং একে দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।

এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক এই হাসপাতালটি নীলফামারীতে নির্মিত হবে, যেখানে উন্নত ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলার রোগীদের সেবাও দেবে, ফলে ঢাকা ও রংপুরের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী চিকিৎসাসেবার প্রাপ্যতা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো থেকেও রোগীদের আকৃষ্ট করতে পারে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি মাস্টারপ্ল্যান ও বিস্তারিত ব্যয় নিরূপণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছে। গত বছরের ৩০ অক্টোবর স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে একটি “জরুরি” নোটিশ দিয়ে প্রস্তুতিমূলক কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ৪৮০ কোটি টাকা, যা সম্পূর্ণভাবে অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে।

হাসপাতালটি নীলফামারী সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নে সৈয়দপুর নীলফামারী সড়কের পাশে দারওয়ানি টেক্সটাইল মিল সংলগ্ন ২৫ একর জমিতে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈঠকে তিস্তা নদী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। রাষ্ট্রদূত ইয়াও জানান, তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের পরিকল্পনা করছেন এবং চলমান কারিগরি মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে চীনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বাংলাদেশের চলমান গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রতি বেইজিংয়ের সমর্থনও পুনরায় তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শুভকামনা জানান।

# যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭,২০৩ টন গম নিয়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

সরকার (জি-টু-জি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করেছে। ক্রয় চুক্তির আওতায়, মোট ২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে। এমভি ক্লিপার যার দ্বিতীয় চালান বহন করছে।

এর আগে প্রথম চালানে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬ হাজার ৮৯০ মেট্রিক টন গম দেশে আসে। দ্বিতীয় চালানের ৫৭ হাজার ২০৩ মেট্রিক টন গমের মধ্যে ৩৪ হাজার ৩২০ মেট্রিক টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২২ হাজার ৪৪৩ মেট্রিক টন মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে মোট ২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি হয়েছে। জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরমধ্যেই শুরু হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কি পারবে

৬ পৃষ্ঠার পর

করেছেন, তেমনি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন?

গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে আলোচনাটি এখন আরও বিস্তৃত হয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের একতরফা সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। ভেনেজুয়েলা, ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রভাব বিস্তারেড়কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় মেয়াদেট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে রিপাবলিকানরা মূলত তার পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। তবে এখন রিপাবলিকানদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা এবং ন্যাটো জোটের মিত্রদের সঙ্গে ঐকমত্য হচ্ছেন, যারা বলছেনড়গ্রিনল্যান্ড দখল যুক্তরাষ্ট্রের ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কিছু রিপাবলিকান নেতা বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড কেনা বা সামরিক শক্তি দিয়ে দখল করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের তেমন স্বার্থ নেই। একই সঙ্গে কিছু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ট্রাম্পের নতুন এক পরিকল্পনার বিরোধিতায় ডেমোক্র্যাটদের পাশে দাঁড়িয়েছেনড়যে পরিকল্পনায় গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণে সমর্থন না দেওয়া ইউরোপের মিত্র দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের প্রস্তাব রয়েছে। গ্রিনল্যান্ড স্বশাসিত হলেও এটি ইউরোপীয় মিত্র ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণাধীন।

নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের সিনেটর থম টিলিস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, প্রস্তাবিত এই শুল্ক ব্যবস্থা হবে ‘‘আমেরিকার জন্য খারাপ, মার্কিন ব্যবসার জন্য খারাপ এবং আমেরিকার মিত্রদের জন্যও ক্ষতিকর।চ তিনি আরও বলেন, এতে চীন ও রাশিয়া লাভবান হবে। ‘‘এটা পুতিন, শি এবং ন্যাটোকে বিভক্ত দেখতে চাওয়া অন্যান্য প্রতিপক্ষদের জন্য দারুণ খবর।চ

অন্য রিপাবলিকানরা বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার ট্রাম্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন এক সময়ে ন্যাটো জোটকে দুর্বল করার ঝুঁকি তৈরি করছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কড়উভয়ই ন্যাটোর সদস্য।

মার্কিন সিনেটের আর্কটিক ককাসের সহসভাপতি সিনেটর লিসা মারকাউস্কি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘‘গ্রিনল্যান্ডের জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রশ্নাতীত হওয়া উচিত।চ

কিন্তু, ট্রাম্পের যুক্তিড়আর্কটিক অঞ্চলে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা প্রয়োজন। তিনি দ্বীপটি ‘‘যেভাবেই হোকচ নেওয়ার অঙ্গীকারও করেছেন।

মঙ্গলবার বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড নিয়ে চলমান উত্তেজনায় ন্যাটোর ক্ষতি হচ্ছে কি নাড়এমন উদ্বেগকে খাটো করে দেখান। গ্রিনল্যান্ড প্রশ্নে তার প্রচেষ্টার কারণে কয়েক দশকের পুরোনো ন্যাটো জোট ভেঙে পড়লেও তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত কি নাড়এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আবারও পুনর্ব্যক্ত করেন যে, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ‘‘জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্যও আমাদের [গ্রিনল্যান্ড] প্রয়োজন।চ

তবে গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের অনড় অবস্থান ক্যাপিটল হিলে ক্রমেই অজনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

যদি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চান, তাহলে ট্রাম্পকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কংগ্রেসের হাতে কিছু বিকল্প রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে। তাত্ত্বিকভাবে গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদন দিতে হবে কংগ্রেসকেই। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডড়উভয়ই স্পষ্ট করে বলেছে, দ্বীপটি বিক্রির জন্য নয়।

আমেরিকান গভর্ন্যান্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ও কংগ্রেসীয় প্রক্রিয়া বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল শুমান বলেন, ‘‘ট্রাম্প যদি গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান, তাহলে সে জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে কংগ্রেসের আইন প্রয়োজন হবে।চ তিনি যোগ করেন, বিদ্যমান তহবিল অন্য খাতে দিয়ে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কংগ্রেসের পক্ষে সহজ হবে না।

তবে অভিবাসন ও শুল্ক নীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রাম্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নে ট্রাম্প প্রশাসন প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতার ব্যবহার বাড়িয়েছে। শুমানের মতে, কংগ্রেসের বাধা অতিক্রম করতে গ্রিনল্যান্ড দখলের ক্ষেত্রেও ট্রাম্প প্রশাসন নতুন কোনো কর্তৃত্ব দাবি করার চেষ্টা করতে পারে।

গ্রিনল্যান্ডে সামরিক অভিযান নিয়ে উদ্বিগ্ন আইনপ্রণেতারা কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোনো মার্কিন পদক্ষেপ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এসব প্রস্তাব পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই পাস করার মতো পর্যাপ্ত রিপাবলিকান সমর্থন পাবে কি না, তা অনিশ্চিত।

এই মাসের শুরুতে পাঁচজন রিপাবলিকান সিনেটর ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলে এমন একটি বিল এগিয়ে নেন, যা ডিসেম্বরের হামলার পর ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান বাড়ানো থেকে প্রশাসনকে বিরত রাখবে। ওই হামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হন।

ভেনেজুয়েলা বিষয়ক যুদ্ধক্ষমতা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত সিনেটে পাস হয়নি। ২০২৪ সালে নির্বাচনি প্রচারণায় ট্রাম্প বিদেশের মাটিতে কোনো সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এরপরেও ক্ষমতায় এসে তার সামরিক শক্তি প্রয়োগ নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় পক্ষের মধ্যেই বাড়তে থাকা অসন্তোষের ইঙ্গিত দেয় এ প্রস্তাব। এরমধ্যেই গত সপ্তাহে একটি দ্বিদলীয় কংগ্রেসীয় প্রতিনিধি দল প্রতীকীভাবে গ্রিনল্যান্ডের প্রতি সমর্থন জানাতে ডেনমার্ক সফর করেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের মধ্যে যদি গ্রিনল্যান্ডের পুরোটা বা অংশবিশেষ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে কোনো সমঝোতা হয়, সে ক্ষেত্রে চুক্তি অনুমোদনের দায়িত্বে থাকা মার্কিন সিনেট কী অবস্থান নেবে, তা-ও স্পষ্ট নয়।

১৯৫১ সালে ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিদ্যমান চুক্তি রয়েছে, যা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর সুযোগ দেয়। মারকাউস্কি ও অন্য রিপাবলিকানদের মতে, এই চুক্তির সুবাদে ওই অঞ্চলে জাতীয় নিরাপত্তার চাহিদা মেটাতে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রয়োজন নেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের মধ্যে কোনো চুক্তি হলে সিনেট সেটির বিরোধিতা করে ট্রাম্পের উদ্যোগ আটকে দিতে পারে। চুক্তি অনুমোদনের জন্য সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন, যা বর্তমানে রিপাবলিকানদের নেই।

কিছু রিপাবলিকান ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড প্রশ্নে তারা ট্রাম্পের বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারেন। কেন্টাকির সিনেটর মিচ ম্যাককনেলড়সিনেটের সাবেক সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাড়সাংবাদিকদের বলেন, গ্রিনল্যান্ড দখল করলে তা ‘‘মিত্রদের আস্থাকে চূর্ণ করবে।চ

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে রিপাবলিকানদের উদ্বেগ বাড়তে থাকায় ট্রাম্প এমন কোনো সমঝোতার পথে যেতে পারেন, যা আনুষ্ঠানিক চুক্তির পর্যায়ে যাবে না এবং সিনেটের অনুমোদনও লাগবে না। তবে বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেসের মতামত ছাড়াই প্রেসিডেন্টদের এ ধরনের চুক্তি করার ক্ষমতা আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক জশ চাফেটজ বলেন, ‘‘অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তিই আনুষ্ঠানিক চুক্তির বাইরে ভিন্ন রূপে সম্পন্ন হয়। তবে এত বড় পরিসরের বিষয় কেবল নির্বাহী সমঝোতা হিসেবে সম্পন্ন করা সম্ভবড়এ নিয়ে আমি সন্দিহান।চ

মঙ্গলবারের সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেননি, গ্রিনল্যান্ড দখলের পথে তিনি কোনো আইনি বা রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতায় বাঁধা আছেন কি না। তিনি কত দূর যেতে প্রস্তুতড়এই প্রশ্নে সাংবাদিকদের তিনি অপেক্ষা করতে বলেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘‘আমি মনে করি এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যা সবার জন্যই খুব ভালো হবে।চ

# ইউরোপের উপর শুল্ক আরোপের

৬ পৃষ্ঠার পর

এই চুক্তির কাঠামো সম্পর্কে খুব কম সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছেন এবং গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিকানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করবে কি নাড়এমন প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেছেন।

রুট বলেন,ঃআমরা মূলত আলোচনা করেছি যে, কীভাবে গ্রিনল্যান্ড এবং শুধু গ্রিনল্যান্ডই নয়, বরং পুরো আর্কটিক অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার বিষয়ে প্রেসিডেন্টের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা যায়ব্ধ

ফক্স নিউজের ব্রেট বায়ার যখন রুটকে জিজ্ঞাসা করেন, এই কাঠামোর অধীনে ডেনমার্ক কি গ্রিনল্যান্ডের ওপর তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে কিনাড়তখন রুট বলেন,ঃএই বিষয়টি আলোচনায় আসেনিব্ধ

ন্যাটোর মুখপাত্র অ্যালিসন হার্ট ট্রাম্প এবং রুটের বৈঠককেড়ফলপ্রসূব্ধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই কাঠামোটি আর্কটিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে মিত্রদেরড়সম্মিলিত প্রচেষ্টাব্ধ ওপর আলোকপাত করবে। হার্ট বলেন, ঃডেনমার্ক, গ্রিনল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে যাতে রাশিয়া ও চীন কখনোই গ্রিনল্যান্ডে অর্থনৈতিক বা সামরিকভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে না পারেব্ধ

ডেনমার্কের একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ট্রাম্প গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হুমকি দিয়ে আসছিলেন, যা ন্যাটো সামরিক জোটের ভবিষ্যৎ এবং প্রায় ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের ট্রান্স-আটলান্টিক বাণিজ্যের ওপর সংশয় তৈরি করেছিল।

দ্বীপটি কেনার বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারলে, ট্রাম্প ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্ক এবং আরও সাতটি ইউরোপীয় দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন, যা ১ জুন থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির করার কথা ছিল।

ট্রাম্প বারবার ডেনমার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন যে তারা আর্কটিক অঞ্চলে গ্রিনল্যান্ডের আঞ্চলিক জলসীমা সুরক্ষিত করতে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, ওই অঞ্চলে চীন ও রাশিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে দ্বীপটি ওয়াশিংটনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে প্রত্যুত্তরে ডেনমার্ক বলেছে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। তারা আরও জানিয়েছে, দ্বীপটি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টায় যেকোনো পদক্ষেপ ৩২ সদস্যের ট্রান্স-আটলান্টিক জোট ন্যাটোর সমাপ্তি ঘটাবে, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্ক উভয় দেশই রয়েছে।

ঃযৌক্তিক সমালোচনাব্ধ

গ্রিনল্যান্ডকে সুরক্ষিত করার ক্ষমতা কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই আছেড়এমন দাবি বজায় রেখেও ট্রাম্প যখন দাভোস-এ সমবেত বিশ্ব নেতাদের জানালেন যে তিনি দ্বীপটি দখল করতে শক্তি প্রয়োগ করবেন না, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে আসেন।

ট্রাম্প বলেন,ঃমানুষ ভেবেছিল আমি শক্তি প্রয়োগ করব। আমার শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আমি শক্তি প্রয়োগ করতে চাই না। আমি শক্তি প্রয়োগ করবও নাব্ধ তবে তিনি বলেন, তিনি গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের বিষয়ে পুনরায় আলোচনার জন্য অবিলম্বে আলোচনার পথ খুঁজছেন।

ট্রাম্প বলেন,ঃকৌশলগত জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের এটি প্রয়োজন। এই বিশাল, অসুরক্ষিত দ্বীপটি আসলে উত্তর আমেরিকার অংশ। এটি আমাদের ভূখণ্ডব্ধ

ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন ট্রাম্পের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাসমুসেন বলেন,ঃদিনটি যেভাবে শুরু হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে শেষ হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে জোরপূর্বক গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়টি নাকচ করেছেন এবং বাণিজ্য যুদ্ধ স্থগিত করেছেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাইব্ধ

তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাসমুসেন পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ওপর ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব একটিড়রেড লাইনব্ধ (চরম সীমা)। ডেনমার্কের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ডিআর-কে রাসমুসেন বলেন,ঃআমি তার (ট্রাম্পের) সামনে সরাসরি এটি বলতে পারলে খুশি হতাম। আমি আগেও তার সামনে অন্য অনেক বিষয়ে কথা বলেছি। আমি মনে করি আমি এটি সামলাতে পারবব্ধ

তিনি আরও বলেন,ঃযুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডের মালিক হবেড়এমনটি কখনোই ঘটবে নাব্ধ অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারাও শুল্ক আরোপের হুমকি প্রত্যাহারে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ডাচ প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফ বলেন,ঃএটি ইতিবাচক যে আমরা এখন উত্তেজনা প্রশমনের পথে রয়েছি এবং ১০ শতাংশ আমদানি শুল্কের বিষয়টি এখন আর আলোচনার টেবিলে নেই। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের আর্কটিক অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং রাশিয়া ও চীনের হুমকি মোকাবিলায় ন্যাটোর অধীনে একত্রে কাজ চালিয়ে যাওয়াব্ধ

সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিয়া মালমার স্টেনারগার্ড বলেন, ট্রাম্পের দাবিগুলো ঃযথাযথ সমালোচনারব্ধ মুখে পড়েছে।

স্টেনারগার্ড আরও বলেন,ঃএ কারণেই আমরা বারবার বলেছি যে আমরা হুমকি সহ্য করব না। মনে হচ্ছে মিত্রদের সাথে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি প্রভাব পড়েছেব্ধ

# আমেরিকার পতাকা নিয়ে বরফে

৬ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর পোস্ট করা এআই নির্মিত ছবিতে দেখা গিয়েছিল, গ্রিনল্যান্ডে আমেরিকার পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। পাশে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। সামনে রয়েছে একটি কাঠের বোর্ড, যেখানে লেখা, ‘গ্রিনল্যান্ড আমেরিকার ভূখণ্ড, প্রতিষ্ঠা ২০২৬’।

ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি করে আসছে যে, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তাদের গ্রিনল্যান্ডের দখল নেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে মেরু অঞ্চলও সুরক্ষিত থাকবে বলে দাবি হোয়াইট হাউসের। সেই দাবির কথা স্মরণ করে দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, কোনও দেশ যদি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকার দাবি না-মানে তবে তাদের উপর শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। গ্রিনল্যান্ড ‘দখল’ নিয়ে তাঁর মতের শরিক না-হওয়ায় ইতিমধ্যেই ইউরোপের আটটি দেশের পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়টি মানতেই চাইছে না ইউরোপের দেশগুলি। ট্রাম্পের বক্তব্য, গ্রিনল্যান্ডকে সুরক্ষিত রাখতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাই।

ইউরোপের দেশগুলির আশঙ্কা, আমেরিকার ফৌজ গ্রিনল্যান্ড দখল করতে পারে। কিন্তু বুধবার ইউরোপের দেশ সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এ সেই সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘‘মানুষ ভেবেছিলেন আমি বলপ্রয়োগ করব! কিন্তু আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে না। আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি বলপ্রয়োগ করব না।’’ কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর সতর্কবার্তাড় ‘‘আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও দেশ ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত ওই ভূখণ্ড (গ্রিনল্যান্ড) সুরক্ষিত রাখতে পারবে না।’’ এ বার আবার সেই গ্রিনল্যান্ড নিয়েই পোস্ট দিলেন ট্রাম্প।

# মধ্যপ্রাচ্যের পথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্ত হবে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি ঘাঁটি রয়েছে। এর মধ্যে কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটি অন্যতম, যেখানে হাজার হাজার মার্কিন সেনা থাকে এবং এটি ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের ফরোয়ার্ড হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর চাপ বাড়াতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে কিছু সম্পদ সরিয়ে ক্যারিবীয় সাগরে নিয়েছিল। এখন আবার বিমানবাহী রণতরী মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হচ্ছে। গত অক্টোবরে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী ঃইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড-কে ভূমধ্যসাগর থেকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে সময় বেশ কিছু ডেস্ট্রয়ারও সাথে ছিল। এ ছাড়াঃইউএসএস নিমিৎজব্ধ, যা জুনে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে হামলায় সহায়তা করেছিল, সেটিও অক্টোবরে ওই অঞ্চল ছেড়েছিল।

আরও যুদ্ধবিমান পাঠানো হচ্ছে

সেন্ট্রাল কমান্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, বিমানবাহিনীর এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমান এখন মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন আছে। তারা উল্লেখ করে, এই যুদ্ধবিমানঃযুদ্ধের প্রস্তুতি বাড়ায় এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেব্ধ। একইভাবে, যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) জানিয়েছে যে, তারা কাতারে তাদের টাইফুন যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে, যাঃপ্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতাব্ধ হিসেবে কাজ করবে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ডজনখানেক সামরিক কার্গো বিমানও ওই অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে।

এই তৎপরতা গত বছরের মতোই। তখন তিনটি প্রধান পরমাণু কেন্দ্রে বোমা হামলার পর ইরানের পাল্টা হামলার আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেমসহ আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পাঠিয়েছিল। হামলার কয়েক দিন পরই ইরান আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে ডজনখানেক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল।

ইরানে কী ঘটছে

ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে ইরানজুড়ে বিক্ষোভ ও আন্দোলন চলছে। দেশটির রুগ্ন অর্থনীতির কারণেই এই বিক্ষোভের সূত্রপাত। এই আন্দোলন ইরান পরিচালনাকারী ধর্মতাত্ত্বিক সরকারের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। জবাবে সরকার কঠোর হাতে দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে।

কর্মীরা বলছেন, দমন-পীড়নে নিহতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৫ হাজার ৩২ জনে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপক ধরপাকড় অভিযানে ২৭ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। তবে ইরানের সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা অনেক কমড়মাত্র ৩ হাজার ১১৭ জন।

ইরানি কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বিক্ষোভে আটক সন্দেহভাজনদের দ্রুত বিচার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল হস্তক্ষেপ করলেঃচূড়ান্ত জবাবব্ধ দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন তারা।

## ডলারের মুল্য নিয়ন্ত্রণে জানুয়ারির ২০ দিনে

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টে আর্থিক হিসাব উদ্বৃত্তে দাঁড়িয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ যত বাড়বে, দেশে আমানতের প্রবৃদ্ধি তত বাড়বে বলে জানান তিনি। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপের কৌশলের অংশ হিসেবে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থার আওতায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ভারসাম্য বজায় রাখাড়্সরবরাহ চাহিদার চেয়ে বেশি হলে ডলারের দাম কমতে দেওয়া এবং চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ার সুযোগ রাখা। ব্যাংকাররা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের চাহিদা কমে যাওয়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। সরকারের বড় অঙ্কের বৈদেশিক পরিশোধ দায় কমে আসায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে স্থবিরতা ও বিনিয়োগ দুর্বল থাকায়ড়্মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে, যা ডলারের ওপর চাপ আরও কমিয়েছে।

## আর্থিক চাপে পড়বে বাংলাদেশের পরবর্তী সরকার

১০ পৃষ্ঠার পর

এ ঘাটতি বছর শেষে লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে ডুবন্ত ব্যাংক খাতে গ্রাহকদের আস্থা ফেরানো সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরও। বরং খেলাপি ঋণ বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। কৃষি খাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় মোটামুটি ভারসাম্য থাকলেও শিল্প খাতের অবস্থা খুবই নাজুক। নতুন কোনো বিনিয়োগও নেই। বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ প্রতিনিয়তই বাড়ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এখন থেকে মাত্র ২০ বা ২২ দিন পরই দায়িত্ব নেবে নতুন সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় ও তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে রমজানের বাজার নিয়ন্ত্রণ।

তবে এই রমজান বাজার কেবল একটি মৌসুমি চাপ নয়- এটি মূলত উচ্চ মূল্যস্ফীতি, দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থা, কম বিনিয়োগ, রাজস্ব ঘাটতি, ব্যাংক খাতের ঝুঁকি এবং বাড়তে থাকা সরকারি ব্যয়ের একটি অতিরিক্ত চাপ।

বহুমাত্রিক এসব সংকট একসঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে নতুন সরকারকে একদিকে কঠিন আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অপরদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপও সামলাতে হবে। ভোটে জয়ী হয়ে যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন সেই সরকারের কাছে জনপ্রত্যাশা থাকবে আকাশচুম্বী।

ফলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সরকারকে দেশ পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে। এ ছাড়া নির্বাচনের পর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই ঘরে বসে থাকবে না। দলটি তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করলে আবার অশান্ত হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক পরিবেশ।

এতে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই আবারও প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক ঢাকার সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সরকারি পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জনপ্রশাসনে সাধারণ ও ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি, বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং একাধিক কমিটি ও উদ্যোগের ফলে ব্যয়ের চাপ বাড়ছে।

একই সঙ্গে ইতোমধ্যেই নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের চাপ শুরু হয়ে গেছে যা ভবিষ্যতে ব্যয় আরও বাড়াতে পারে। উন্নয়ন ব্যয়েও দেখা দিয়েছে চরম স্থবিরতা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে বরাদ্দের মাত্র ৬৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ যা দেড় দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

এর প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থান, অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। জুলাই আন্দোলনের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোও চালু করা সম্ভব হয়নি। এতে নতুন করে বেকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

অন্যদিকে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলছে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না, মানুষের প্রকৃত আয় বাড়বে না এবং বৈষম্য আরও গভীর হবে।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কর ব্যবস্থার চাপ, উচ্চ সুদহার, চুক্তি বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং জ্বালানি সংকট বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে। এসব সমস্যাকে সঙ্গী করেই যাত্রা শুরু করতে হবে নতুন সরকারকে। ফলে এই যাত্রা মোটেও সহজ হবে না বলে তিনি মনে করেন।

## এটি কি শান্তিমঞ্চ নাকি 'সম্রাট' ট্রাম্পের দরবার

১৬ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি উদ্যোগ বসানো বলেই মনে হচ্ছে। গাজায় বোর্ডের প্রস্তাবিত 'হাই রিপ্রেজেনটেটিভ' নিকোলাই ম্লাদেনভ একজন অভিজ্ঞ জাতিসংঘ কূটনীতিক। কিন্তু স্টিভ উইটকফ, জ্যারেড কুশনারসহ বিভিন্ন বিলিয়নিয়ার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাপে তাঁর পক্ষে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ধরে রাখা কঠিন হবে।

বাস্তবে গাজার বোর্ডের কাঠামো শিগগির কার্যকর হবে বলেও মনে হয় না। কারণ, ইসরায়েল সরকার যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপের যেকোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেড়্যে ধাপে ফিলিস্তিনি শাসন গাজায় ফিরতে পারে বা অন্য কোনো দেশ ভূমিকা পেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আইএসএফে তুরস্ক বা কাতারের অংশগ্রহণও তারা নাকচ করতে চায়। এই ঝুলে থাকা অবস্থা ইসরায়েলের জন্য সুবিধাজনক। তারা জিম্মিদের ফিরিয়ে এনেছে, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো গাজা থেকে সরানো হচ্ছে, অথচ পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের খরচ ছাড়াই তারা যেকোনো সময় হামলার সুযোগ রাখছে। কিন্তু ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির জন্য এটি এক অসহনীয় নরকযন্ত্রণা। তাঁদের সামনে এখনো অবিরাম বোমাবর্ষণের আশঙ্কা এবং খোলা আকাশের নিচে বা অস্থায়ী তাঁবুতে জীবন।

ভ্লাদিমির পুতিনের মতো নেতাকে সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা কোনো 'বোর্ড অব পিস' ইউক্রেনে রক্তপাত থামাতে পারবেড়্এমন আশা করাও অবাস্তব। এই বোর্ডের সবচেয়ে সম্ভাব্য পরিণতি হলো, এটি ট্রাম্পের আত্মপ্রচারমূলক এক প্রকল্প হয়ে থাকবে। জুলিয়ান বোরগার দ্য গার্ডিয়ান-এর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও বিশ্লেষক দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ সারফুদ্দিন আহমেদ

## প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন

১৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন বাতিলের কল্পনা করলেও বাস্তবে ট্রাম্প নির্বাচন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের পথে এগোচ্ছেন। এর কিছু প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। ট্রাম্পের শুরু করা পুনর্নির্ধারণ বা রিডিস্ট্রিক্টিং যুদ্ধ এখনও চলমান। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে নির্বাচনি আসন পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে রিপাবলিকানরা নিজেদের পক্ষে আরও নয়টি অনুকূল আসন তৈরি করেছে। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে ছয়টি আসন, যার বেশিরভাগই ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে।

রিপাবলিকানরা মনে করছে, ফ্লোরিডায় তাদের জন্য আরও আসন নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার সুযোগ আছে। আর ডেমোক্র্যাটরা আগামী এপ্রিলে ভার্জিনিয়ায় নির্বাচনি আসন পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে একটি ব্যালট উদ্যোগ (ভোটারদের সরাসরি সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব) নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

সুপ্রিম কোর্ট যদি ভোটাধিকার আইন আরও দুর্বল করে, তবে রিপাবলিকানরা আরও অনেক রাজ্যে মানচিত্র পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে। এর ফলে ভবিষ্যতে প্রতিনিধি পরিষদের চিত্র বদলে যেতে পারে। জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা না থাকলে বহু রাজ্যে সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব কমে যেতে পারে। টেক্সাসে ডেমোক্র্যাট এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় রিপাবলিকান আসন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে, যদিও উভয় রাজ্যেই দুই দলের লাখো সমর্থক রয়েছে।

ট্রাম্প চান রাজ্যগুলো কীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়াতে। আদালতের বাধায় আপাতত অনেক উদ্যোগ থেমে গেলেও এটাই তার লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার একটি ফেডারেল আদালত ক্যালিফোর্নিয়ার পক্ষে রায় দিয়ে প্রশাসনের দাবি খারিজ করে দেন।

প্রশাসন রাজ্যের ২ কোটি ৩০ লাখ ভোটারের তথ্য হস্তান্তরের নির্দেশ চেয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্ট এখন ডাকযোগে পাঠানো ব্যালট যদি নির্বাচনের দিনের আগে পোস্টমার্ক করা হলেও পরে পৌঁছায়, সেগুলো গণনায় ধরা হবে কি না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এই সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া মেইল-ইন ভোটিং ব্যবস্থার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ট্রাম্প নিজে ডাকযোগে ভোট দিলেও, তিনি এই পদ্ধতির কড়া সমালোচক। তার নির্বাহী আদেশ রাজ্যগুলোর ভোটিং মেশিন ব্যবহারের প্রক্রিয়াও এলোমেলো করে দিতে পারে, যা ভোট গণনা মারাত্মকভাবে ধীর করে দিতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাচন তদারকিও ধীরে ধীরে দুর্বল করেছে। শুরুতেই সাইবারসিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির কার্যক্রম কমানো হয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সচিব ক্রিস্টি নোম রাজ্যগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি নেটওয়ার্কের তহবিল বাতিল করেন, যা সমন্বিত সাইবার হামলা প্রতিরোধে সহায়ক ছিল।

বিচার মন্ত্রণালয়ের সিভিল রাইটস ডিভিশনের কার্যক্রমও মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে তাদের একটি কাজ হলো ভোটার তালিকা 'পরিষ্কার' করতে রাজ্যগুলোকে সহায়তা করা, যদিও এক বিচারক সম্প্রতি এটিকে সিভিল রাইটস আইনের অপব্যবহার বলে রায় দিয়েছেন।

নভেম্বর পর্যন্ত এখনও অনেক সময় বাকি। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আরও নানা কৌশল নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর ট্রাম্প যে মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে ইতোমধ্যেই গভীরভাবে ভাবছেন, তা স্পষ্ট। - সিএনএন


Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পেরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

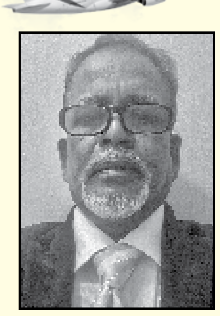

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

# VOTE FOR MARY

## FEBRUARY 3rd

### EARLY VOTING JAN 24 - FEB 01

PAID FOR BY MARY JOBAIDA FOR ASSEMBLY

DEMOCRAT RUNNING AS AN
INDEPENDENT ON THE PEOPLE FIRST PARTY

**AFFORDABLE INCLUSIVE NEW YORK**

PLEASE SUPPORT

SCAN HERE TO DONATE

LONG ISLAND CITY | ASTORIA

MARY★JOBAIDA FOR

NYS ASSEMBLY DISTRICT-36

WWW.MARYFORASSEMBLY.COM

# ট্রাম্প ‘অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত’

৭ পৃষ্ঠার পর

জনসাধারণের প্রথম সুযোগ। আইনপ্রণেতাদের প্রশ্নোত্তরে নতুন কোনো তথ্য খুব একটা উঠে আসেনি; রিপাবলিকানরা বারবার অভিযোগ করেছেন, এই মামলাগুলো ছিল ট্রাম্পের ওপর রাজনৈতিক হামলা এবং স্মিথ নির্দিষ্ট কিছু রিপাবলিকান নেতার ফোনের রেকর্ড তলব করে তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটরা ৬ জানুয়ারির দাঙ্গায় ট্রাম্পের কথিত অপরাধের দিকে নজর দেন এবং স্মিথ ও তার তদন্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই শুনানির চারটি মূল সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো।

১. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন নিয়ে স্মিথের কোনো অনুশোচনা নেই : স্মিথ আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, উভয় ফৌজদারি মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্তে তিনি অনুতপ্ত নন।

তিনি বলেন, ‘যদি আজ একই তথ্যের ভিত্তিতে একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বলা হয়, তবে সেই প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান নাকি ডেমোক্র্যাট, তা বিবেচনা না করেই আমি মামলা করতাম। আমাদের দেশে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং আইন অনুযায়ী তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন ছিল। তাই আমি যা করার, তা-ই করেছি’।

সাবেক এই বিশেষ কৌঁসুলি বলেন, তার দল এমন ‘অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ’ সংগ্রহ করেছিল যা উভয় মামলাতেই সাজা নিশ্চিত করতে পারত।

নির্বাচন হস্তক্ষেপের মামলা প্রসঙ্গে স্মিথ বলেন, ‘এখানকার তথ্য-প্রমাণ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় অপরাধী এবং সবচেয়ে বেশি দায়ী ব্যক্তি’।

স্মিথ যুক্তি দিয়ে বলেন, ৬ জানুয়ারি সংঘটিত অপরাধগুলো ট্রাম্পের স্বার্থেই করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘এই মামলার অংশ হিসেবে ক্যাপিটলে যে হামলা হয়েছিল, তা তাকে (ট্রাম্প) ছাড়া ঘটা সম্ভব ছিল না। অন্যান্য সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা তার সুবিধার জন্যই এসব করেছিল’।

২. স্মিথ মনে করেন ট্রাম্প তাকে টার্গেট করেই চলবেন : একজন আইনপ্রণেতা স্মিথকে জিজ্ঞেস করেন, তার করা তদন্তগুলোর কারণে বিচার বিভাগ কর্তৃক তিনি নিজে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন কি না। বর্তমানে প্যাম বন্ডি এই বিভাগের নেতৃত্বে রয়েছেন, যার সাথে ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বাইডেন প্রশাসনের সময় সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড কর্তৃক নিযুক্ত স্মিথ বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি তারা (বিচার বিভাগ) আমাকে অভিযুক্ত করার জন্য তাদের সাধ্যমতো সবকিছুই করবে, কারণ প্রেসিডেন্ট তাদের সেই আদেশ দিয়েছেন’।

স্মিথ আরও বলেন, তাকে এবং তার করা তদন্ত নিয়ে ট্রাম্পের বারবার দেওয়া বক্তব্যগুলো মূলত ‘আমাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে’।

তিনি বলেন, ‘আমি ভয় পাব না। আমি মনে করি এই বক্তব্যগুলো অন্যদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবেও দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ যদি তার (ট্রাম্প) বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে তাদের পরিণতি কী হবে’।

গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা স্মিথের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত শুরু করেন। ঠিক কোন বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে তা অস্পষ্ট, তবে ‘অফিস অব দ্য স্পেশাল কাউন্সিল’ (ওএসসি), যারা এই তদন্ত শুরু করেছে, তাদের স্মিথকে ফৌজদারিভাবে অভিযুক্ত করার ক্ষমতা নেই। তারা কেবল বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে পারে অথবা তাদের তদন্তের ফলাফল বিচার বিভাগের কাছে পাঠাতে পারে।

শুনানির পর ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে বলেন, ‘আজকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিকারগ্রস্ত জ্যাক স্মিথকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারের আওতায় আনা উচিত’।

৩. ৬ই জানুয়ারির ঘটনা নিয়ে আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত : শুনানিতে জ্যাক স্মিথের পেছনের সারিতে বসা ক্যাপিটল পুলিশের চারজন সাবেক কর্মকর্তা প্রায়ই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন যখন আইনপ্রণেতারা তাদের কথা উল্লেখ করছিলেন।

এই চারজন কর্মকর্তা, যারা ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা যেভাবে সেই দিনটির বর্ণনা দিচ্ছেন তা নিয়ে তাদের হতাশার কথা বারবার প্রকাশ্যে বলেছেন।

অনেক রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ শুরুতে এই হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন, তারা এখন বলছেন, ট্রাম্প দাঙ্গাকারীদের উসকে দেননি এবং বিক্ষোভকারীরা কোনো অন্যায় করেনি।

শুনানি চলাকালীন টেক্সাসের রিপাবলিকান প্রতিনিধি ট্রয় নেহলস বিশেষভাবে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, দাঙ্গার দায় ইউএস ক্যাপিটল পুলিশের ওপর বর্তায়, ট্রাম্পের ওপর নয়।

নেহলস বলেন, ‘আপনারা সবাই সেই দিনটি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং এটি ঘটেছিল কারণ আপনাদের নেতৃত্ব আপনাদের সাথে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি তাদের ভুল ছিল, এটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভুল না’।

এই মন্তব্যের পর শুনানিতে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে অনেকে আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ করে চিৎকার শুরু করেন, যা শুনানির পরিবেশকে কয়েকবার উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার প্রথম দিনেই দাঙ্গার সাথে জড়িত বা অভিযুক্তে এক হাজারের বেশি মানুষকে ট্রাম্পের দেওয়া গণ-ক্ষমা সম্পর্কেও স্মিথকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর হামলা বা আইন প্রয়োগকারী কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ছিল।

সাবেক এই বিশেষ কৌঁসুলি বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন না কেন ট্রাম্প তাদের ক্ষমা করেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের মধ্যে যারা যুক্তিবাদী, তারা সবাই জানি যে এই মানুষগুলো ভবিষ্যতে আরও অপরাধ করতে যাচ্ছে’।

তিনি বলেন, ‘যারা পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর হামলা করেছে, তাদের কেন আপনি গণ-ক্ষমা করবেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি এটি বুঝিনি এবং কোনোদিন বুঝবও না’।

সাক্ষ্যদান শেষ হওয়ার পর স্মিথ উপস্থিত চারজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার প্রত্যেকের সাথে হাত মেলান।

৪. ট্রাম্প এখনো স্মিথের ওপর কড়া নজর রাখছেন :স্মিথ যখন আইনপ্রণেতাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সুইজারল্যান্ডের দাভোস-এ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সফর থেকে ফেরার পথে এই শুনানি নিয়ে মন্তব্য পোস্ট করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে বলেন, ‘বিকারগ্রস্ত জ্যাক স্মিথ কংগ্রেসের সামনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছেন। যখন তারা তার অতীতের ব্যর্থতা এবং অন্যায় বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল, তখনই সব শেষ হয়ে গেছে’।

ট্রাম্প স্মিথের বিরুদ্ধে ‘বৈধতার ছদ্মবেশে অনেক জীবন ধ্বংস’ করার অভিযোগ আনেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, ‘জ্যাক স্মিথ একজন বিকারগ্রস্ত পশু, যাকে আইন পেশা চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি যদি একজন রিপাবলিকান হতেন, তবে তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হতো এবং তার চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটত’।

ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি আশা করছেন ‘অ্যাটর্নি জেনারেল স্মিথের কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দিচ্ছেন’। তিনি ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশ করে বলেন, ‘আমাদের দেশকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তার জন্য তাদের বড় মূল্য দিতে হবে’।

# যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে আপনারা সবাই

৭ পৃষ্ঠার পর

এসবের পরও ফোরাম শেষে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, আর্কটিক অঞ্চলে তার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেওয়া আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর যে শুল্ক আরোপের হুমকি তিনি দিয়েছিলেন, তা তিনি তুলে নিচ্ছেন।

তিনি দাবি করেন, ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুত্তের সঙ্গে বৈঠকের পর গ্রিনল্যান্ড ও আর্কটিক ইস্যুতে তিনি ‘একটি চুক্তির কাঠামো’ তৈরি করেছেন।

তবে গ্রিনল্যান্ডের পূর্ণ মালিকানা পাওয়ার যে ইচ্ছা ট্রাম্প পোষণ করেন, প্রস্তাবিত এই কাঠামোতে তা কীভাবে পূরণ হবে, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্টতা নেই।

প্রস্তাবিত এই ১০ শতাংশ শুল্ক ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

ট্রাম্প তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ঘোষণা দেওয়ার আগেই কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘তার বক্তব্যের পর একটি বিষয় পরিষ্কার, প্রেসিডেন্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনো অটুট আছে’।

তিনি বলেন, সামরিক শক্তি ব্যবহার না করার বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যটি ‘আলাদাভাবে দেখলে ইতিবাচক’।

দাভোস থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুকে সরকারি কর্মকর্তারা একটি ‘নির্দেশিকা’ প্রকাশ করেছেন। এতে ভূখণ্ডটিতে কোনো ‘সংকট’ দেখা দিলে বাসিন্দাদের কী করতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বনির্ভরতা বিষয়ক মন্ত্রী পিটার বর্গ বলেন, এই নথিটি অনেকটা ‘বীমা পলিসি বা আগাম সতর্কতার’ মতো। তবে তিনি জানান, গ্রিনল্যান্ড সরকার আশা করছে, এটি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না।

ইউরোপে আশা করা হচ্ছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আটলান্টিকপারের এই সংকট কিছুটা হলেও প্রশমিত করবেন। তবে গ্রিনল্যান্ড দখলের পক্ষে তার অনড় যুক্তিগুলো তুলে ধরতে শুরু করায় সেই আশা দ্রুতই ভেঙে পড়ে।

গ্রিনল্যান্ড যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সার্বভৌম ভূখণ্ড, ইউরোপের এই জোরালো দাবিকে তিনি পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। বরং দখল প্রক্রিয়াটিকে তিনি একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক লেনদেন হিসেবে উপস্থাপন করেন। তার ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দশক ধরে যে সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে, তার প্রেক্ষাপটে গ্রিনল্যান্ড দাবি করা ন্যায্য।

ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রিনল্যান্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর তা ‘ফেরত দিয়ে’ যুক্তরাষ্ট্র ভুল করেছিল।

যদিও বাস্তবতা হলো, গ্রিনল্যান্ড কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল না।

এ সময় ট্রাম্প তার পুরোনো অভিযোগও আবার তুলে ধরেন। তার দাবি, ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্য দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিছুই করেনি।

বিশেষ করে ডেনমার্ককে তাচ্ছিল্য করে কথা বলেন তিনি। ১৯৪০ সালের প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, ‘মাত্র ছয় ঘণ্টার লড়াইয়ে তারা জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং নিজেদের কিংবা গ্রিনল্যান্ড, কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি’।

১ ঘণ্টা ১২ মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতার শুরুতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গর্ব করে বলেন, দেশের ‘মানুষ আমার ওপর খুব খুশি’।

তবে ট্রাম্পের গণতন্ত্রের এই সর্বশেষ চিত্র দেখার পর ইউরোপে এমন মনোভাব খুঁজে পাওয়া কঠিন। অথচ প্রেসিডেন্টের দাবি, তিনি ইউরোপকে ‘খুব ভালোবাসেন’। খবর বিবিসির।

# ট্রাম্পের শান্তি পর্ষদে কারা আছে,

৭ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ট্রাম্প নিজেই।

‘শান্তি পর্ষদে’যোগ দিয়েছে যেসব দেশ:

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সনদ সইয়ের মঞ্চে ট্রাম্পের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ১৯ দেশের প্রতিনিধি। এর মধ্যে রয়েছেন ট্রাম্পের দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে। তুরস্ক, মিসর, সৌদি আরব ও কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তি এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশও যোগ দিয়েছে এ পর্ষদে। এ নিয়ে ট্রাম্প মজা করে বলেন, তাদের বেশিরভাগই খুব জনপ্রিয় নেতা, কেউ কেউ আবার ততটা জনপ্রিয় নন। জীবন এমনই।

যে ১৯ দেশের নেতারা সাক্ষর করেছেন তারা হলেন- আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলি, আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, বাহরাইনের আমির শেখ ইসা বিন সালমান আল খলিফা, বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী রোজেন ঝেলিয়াজকভ, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, জর্ডানের উপ-প্রধানমন্ত্রী আয়মান সাফাদি, কাজাখাস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভ, কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভজোসা ওসমানী, মঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গম্বোজাভিন জানদানশাতার, মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাসের বুরিতা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা, কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল-সৌদ, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের নির্বাহী বিষয়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান খালদুন আল মুবারক ও উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরোমোনোভিচ মিরজিওয়েভ। শান্তি পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ট্রাম্পের মতে, ৫০টি দেশ এই পর্ষদে যোগ দিতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ পর্যন্ত আরও ৩৫টি দেশ এই পর্ষদে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অনেকে যোগ দেওয়ার কথা বললেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাদের দেখা যায়নি। এর মধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি।

মিশর জানায়, প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তবে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

ট্রাম্প বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পর্ষদে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। যদিও পুতিন জানিয়েছেন, তিনি আমন্ত্রণটি এখনও পর্যালোচনা করছেন।

কারা এখনও যোগ দেয়নি:

যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মিত্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের এ পর্ষদে যোগ দেওয়া নিয়ে অনীহা স্পষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) কেউ এখনো শান্তি পর্ষদে যোগ দেয়নি।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ মার্কিন ঘনিষ্ঠ মিত্ররা এই উদ্যোগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

ফ্রান্স যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যুক্তরাজ্য বলেছে, আপাতত তারা যুক্ত হচ্ছে না।

চীন এ বিষয়ে এখনো অবস্থান জানায়নি।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আমন্ত্রণ পর্যালোচনা করছেন উল্লেখ করে বলেন, ‘ফিলিস্তিনি জনগণকে সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে জব্দ থাকা রুশ সম্পদ থেকে একশ কোটি ডলার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে’।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, পুতিনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়টি তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

গাজা শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন পেয়েছে ‘বোর্ড অব পিস’।

তবে সংস্থাটির মুখপাত্র রোলান্ডো গোমেজ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, কেবলমাত্র ওই প্রেক্ষাপটেই পর্ষদের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা সীমাবদ্ধ থাকবে।

# টেবিলের কোনায় আঘাতেই

৭ পৃষ্ঠার পর

পক্ষ থেকেও একই কথা বলা হয়েছিল। প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এক বিবৃতিতে জানান, দাভোসে ‘বোর্ড অব পিস’ অনুষ্ঠানে নথিপত্রে সই করার সময় টেবিলে আঘাত পান প্রেসিডেন্ট। তাতেই হাতে কালশিটে পড়ে যায়। তবে সামান্য আঘাতেই এমন দাগ কেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান, হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে তিনি নিয়মিত উচ্চমাত্রার অ্যাসপিরিন নেন। আর বেশি পাওয়ারের অ্যাসপিরিন খেলে শরীরে সহজেই কালশিটে পড়ে যায়।

ট্রাম্প বলেন, ‘হার্ট ভালো রাখতে চাইলে অ্যাসপিরিন খেতেই হবে। কিন্তু অ্যাসপিরিন খেলে আবার কালশিটে পড়ার ঝুঁকি থাকে। আমি বেশি পাওয়ারের ওষুধ খাই। ডাক্তার বলেছিলেন, ‘স্যার, আপনি যথেষ্ট সুস্থ, ওষুধ না খেলেও চলবে’ কিন্তু আমি বলেছি, আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না’।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা সিএনএনকে ছবি দেখিয়ে দাবি করেন, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সকালেও প্রেসিডেন্টের হাতে কোনো দাগ ছিল না। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, অনুষ্ঠানে ঢোকার সময় তাঁর হাত ঠিকই ছিল। কিন্তু টেবিলে বসে নথিপত্রে সই করার ১০ মিনিট পরই ওই দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর আগেও ট্রাম্পের ডান হাতে দীর্ঘ দিন ধরে কালশিটে দাগ দেখা গেছে। সিএনএন জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসে ফেরার আগে থেকেই তাঁর এই সমস্যা ছিল। বিভিন্ন সময় তিনি মেকআপ বা ব্যান্ডেজ দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা করতেন। তবে গত বছরের শেষের দিকে বাম হাতে কালশিটে দাগ দেখা যাওয়ার পর তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে।

চলতি মাসের শুরুতে সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, চিকিৎসকের পরামর্শের চেয়ে বেশি মাত্রায় অ্যাসপিরিন সেবন করেন তিনি। তাঁর যুক্তি, ‘রক্ত পাতলা রাখতে অ্যাসপিরিন ভালো কাজ করে’।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের চিকিৎসক শন বারবাবেলা ওই সংবাদমাধ্যমকে জানান, ট্রাম্প দিনে ৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন নেন। মূলত উচ্চমাত্রার এই ওষুধ সেবনের কারণেই তাঁর শরীরে সহজে কালশিটে পড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র মায়ো ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, হৃদ্রোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে সাধারণত স্বল্প মাত্রার অ্যাসপিরিন সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়, যার পরিমাণ ৭৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম। চিকিৎসকেরা সাধারণত ৮১ মিলিগ্রাম সেবনের কথা বলে থাকেন। তবে প্রতিষ্ঠানটি আরও বলছে, অ্যাসপিরিন থেরাপির ক্ষেত্রে দৈনিক মাত্রা সাধারণত ৭৫ থেকে ৩২৫ মিলিগ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে।

## দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ২৬ জানুয়ারি রবিবারের পরিবর্তে ০১ ফেব্রুয়ারী রবিবার অনুষ্ঠিত হবে

## ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে

৭ পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটন ডিসিসহ নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাশভিলের মতো ছোট শহরগুলোতেও শত শত বিক্ষোভকারী সমবেত হন। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরাওনো আইস, নো কেকেকে , নো ফ্যাসিস্ট ইউএসএত্ব স্লোগান দিচ্ছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট রয়েছে তাদের কাছে। তবে সাম্প্রতিক জনমত জরিপ বলছে, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই অভিবাসন ও শুল্ক বিভাগ (আইস) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার বলপ্রয়োগের বিষয়টি পছন্দ করছেন না।

ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাওঘৃণা নয়, ভয় নয়,অভিবাসীদের স্বাগতত্ব স্লোগান দেন। অন্যদিকে নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে-তে স্কুল শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে রাজ্য আইনসভার সামনেওআইস-এর সন্ত্রাস বন্ধ করত্ব দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দেয়।

বামপন্থি সংগঠনওইনডিভিজিবল্ব ওও৫০৫০১-এর পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলো এই বিক্ষোভের ডাক দেয়। মূলত টেক্সাসের এল পাসোর মতো অভিবাসী আটক কেন্দ্রগুলোর বিরোধিতা করছে তারা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওই কেন্দ্রে গত ছয় সপ্তাহে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিক্ষোভের এই ঢেউ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সান ফ্রান্সিসকো এবং সিয়াটলের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে বিকেল ও সন্ধ্যায় বড় সমাবেশের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

## যুক্তরাষ্ট্র-চীনের কূটনৈতিক লড়াই

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রভাবের প্রসঙ্গ আসে। এনিয়ে গত অক্টোবরে মার্কিন সিনেটে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের শুনানিতে কথা বলেছিলেন ক্রিস্টেনসেন।

আবারও তিনি সে একই বিষয় মনে করিয়ে তিনি বলেন, 'শুনানিতে আমি যেমনটা বলেছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, 'আমি শুনানিতে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, সরকারে যারা থাকবেন, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার হোক বা নতুন নির্বাচিত সরকার। যদি বাংলাদেশ সরকার সেই পথে যেতে চায়, তাহলে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকিগুলো আমি স্পষ্টভাবে তুলে ধরব।'

এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারী বাংলাদেশে চীনের দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব বক্তব্য সঠিক ও ভুলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং এগুলো সম্পূর্ণভাবে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং এতে মার্কিন পক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোর সুযোগ নেই। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বানও জানানো হয়।

সামরিক কেনাকাটা ও উন্নয়ন খাত

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন সেদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন, যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রতিরক্ষা বিষয়ে অংশীদারিত্ব।

যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই অনেক দিক দিয়ে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং সহযোগিতা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অংশীদার দেশগুলোর সামরিক সক্ষমতার চাহিদা পূরণে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে এবং যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য মিত্র দেশগুলো থেকে উপযুক্ত বিকল্প চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি বাংলাদেশি বাহিনীর প্রয়োজনের সঙ্গে আরও মানানসই বা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হতে পারে।

এই বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. এ এস এম আলী আশরাফ। কারণ বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই অস্ত্রের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে সামরিক কেনাকাটায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খুব কম উল্লেখ করে অধ্যাপক আলী আশরাফ বলছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আরও বেশি সমরাস্ত্র কিংবা সামরিক প্রযুক্তি বিক্রি করতে চায়'।

অধ্যাপক আশরাফের মতে, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কানেক্টিভিটি বা সংযোগ বিবেচনায় যে দেশ চীনের সাথে বাণিজ্য এবং সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যও ঝুঁকি বলে আমেরিকা বিবেচনা করে।

তিনি আরও বলেন, যেখানে চীনকে মোকাবেলা করা যুক্তরাষ্ট্রের একটি এজেন্ডা, সেখানে আমেরিকা চাইবে চীনের উপর নির্ভরশীলতা কমে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংযোগ বাড়ুক। চীনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে চীনের সহযোগিতা। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ হিসেবে অথবা সার্বিক বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন অনেক বেশি বিনিয়োগ করছে।

অধ্যাপক আশরাফ বলেন, 'সেসব বড় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন, এদিক দিয়ে চীনের কম্পেটিটর কোনো দেশ খুব একটা নেই। চীনের বিশাল অঙ্কের বাড়তি অর্থ রয়েছে, যেটা চীন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং সক্ষম।'

তিনি মনে করেন, এদিক দিয়ে চীনের বিকল্প খুব একটা নেই এবং একারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এসব বিষয়ে ভারসাম্য রাখতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন কৌশলের দিকে যেতে হবে।

একদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বড় রপ্তানি বাজার, উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রভাবশালী শক্তি। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের বড় অবকাঠামোয় বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন অংশীদার। ফলে কাউকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার সুযোগ বাংলাদেশের নেই।

চাপের কৌশল?

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যা বলেছেন তা খুব একটা নতুন বিষয় নয়। সেখানে কোনো কঠিনভাবে বার্তা দেয়ার মতো ভাষাও ছিল না। তবে এর স্পষ্ট কৌশলগত বার্তা রয়েছে। কিন্তু সে হিসেবে চীনের প্রতিক্রিয়া বেশ কঠিন ছিল বলা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির বলেছেন, 'আমরা তো জানিই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পরস্পরকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করে" এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থান থেকে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে।'

এক্ষেত্রে যে দেশের সাথে যেভাবে প্রয়োজন তেমনভাবে ভারসাম্য রেখেই বাংলাদেশের অবস্থান তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

তবে বাংলাদেশ কোনো চাপে পড়তে পারে কিনা- সে প্রশ্নে হুমায়ুন কবির বলেন, 'খানিকটা চাপ তো পড়তেই পারে। এবং সেজায়গায়ই তো আমার কূটনীতির প্রয়োজনটা, তাদের অবস্থানগুলো বুঝার কাজটা'। সেটা যথার্থ পেশাদারিত্বের সঙ্গে করতে পারলে দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে যার সাথে কাজ করা প্রয়োজন সেটা করা সম্ভব।

অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যেভাবে বলেছেন, সেটিকে ভালোভাবে দেখছেন না চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ।

তিনি বলেন, 'অন্য আরেকটা দেশকে তো টেনে আনার এভাবে কোনো দরকার নাই। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, সহযোগিতা বাড়ানো, এগুলোর কথা বলতে পারে। কিন্তু অন্য দেশের সাথে সম্পর্কতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হতে পারে বা বাংলাদেশকে সতর্ক করা। এগুলো তাদের অত্যন্ত হঠকারী এবং অর্বাচিন এক ধরনের আচরণ।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভেনেজুয়েলা অভিযান, ট্যারিফ, গ্রিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে মুন্সী ফয়েজ আহমদ আরও বলছেন, 'এসবে পুরো বিশ্ব ও আমেরিকার মানুষও এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে। ওরা বললো এই কথা আর বাংলাদেশ আর চীনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল, এটা মনে করার কোনো কারণ নাই'।

চীনের প্রতিক্রিয়াকেও মুন্সী ফয়েজ আহমদ যথার্থ হিসেবে দেখছেন যেহেতু তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেনি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বলেছেন।

আবার বাংলাদেশে যেখানে সামনে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেদিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা নির্বাচিত সরকারের জন্যও হতে পারে বলে ধারণা করছেন এ এস এম আলী আশরাফ।

তিনি বলেন, 'এটা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সে দলগুলোর জন্য এবং যারা সম্ভাব্য ক্ষমতায় আসবে তাদের জন্য একটা বার্তা যে ক্ষমতায় আসার পরে তারা কি চীনের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চালিয়ে যাবে, নাকি মার্কিন চাপের কারণে কিছুটা পুনর্মুল্যায়ন করবে।'

অবশ্য এমন পাল্টাপাল্টি বক্তব্য নতুন কিছু নয় বলে মনে করছেন সব বিশ্লেষকই। তারা বলছেন, এটি আগে থেকেই চলে আসা বৈরিতার একটি অবস্থান। আর চীনের সাথে যত ধরনের নির্ভরশীলতার জায়গা রয়েছে, তা থেকে সরে যাওয়ারও সুযোগ নেই। বরং এখন যেভাবে ভারসাম্য রাখতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনাকাটা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সেভাবেই ভারসাম্য বজায় রাখা চলবে বলে মনে করেন অনেকে।

তবে যদি ট্রাম্প চীনের সঙ্গে সংযোগে নতুন কোনো শুল্ক আরোপ করেন, সেটা গোটা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশেও ধাক্কা তৈরি করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বৈরিতা যেমনটা দেখা গেল সেভাবে অন্তত আগামী তিন বছর চলতে থাকবে বলে মনে করেন মুন্সী ফয়েজ আহমদ। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে যেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মেয়াদের পরে একই পরিস্থিতি থাকবে বলে ধারণা করেন তিনি। এছাড়া যেসব বক্তব্য এসেছে দুই দিক থেকে তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে বলেও তিনি মনে করেন না।

তবে বাংলাদেশকে সব দিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে কূটনৈতিক পর্যায়ে যথেষ্ট বিচক্ষণতা দেখাতে হবে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। - বিবিসি বাংলা

## জামায়াতের সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' চায়

৫ পৃষ্ঠার পর

এবং ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গেও হয়ত যোগাযোগ করবেন।

তিনি বলেন, আমরা চাই তারা আমাদের বন্ধু হোক। কারণ আমরা চাই আমাদের কাছে এমন সুযোগ থাকবে আমরা ফোন দিয়ে বলব 'আমরা কিন্তু যা বলেছি সেভাবে ব্যবস্থা নেব।ড় তিনি মূলত শরীয়াহ আইন নিয়ে সাংবাদিকের উদ্বেগ নিয়ে এ কথা জানান।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র শরীয়াহ আইন কার্যকর হতে দেবে না জানিয়ে ওই কূটনীতিক বলেন, বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতি, যুক্তরাষ্ট্রে ২০ শতাংশ রপ্তানিড় নির্ভর করে পোশাক শিল্পের ওপর।

যদি বাংলাদেশ নারীদের বলে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবেন না, তাদের বের করে দেয় এবং শরীয়াহ আইন চালু করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের আর কোনো অর্ডার নেওয়া হবে না। আর অর্ডার না থাকার মানে হলো বাংলাদেশের অর্থনীতিও থাকবে না।

কিন্তু জামায়াত শরীয়াহ আইন চালু করবে না জানিয়ে তিনি বলেন, জামায়াত এটি করবে না। কারণ দেশটিতে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এবং উচ্চশিক্ষিত অনেক লোক রয়েছে। আমরা তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেব শরীয়াহ আইন করলে কি হবে।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র মোনিকা শিই-র কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, এই আলোচনাটি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। এটি নিয়মিত বৈঠকের অংশ ছিল।

যেখানে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা কথাবার্তা বলেন। তবে এসব কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ করা হয় না। এছাড়া ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এটি কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেও জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতের মুখপাত্র মোহাম্মদ রহমান এ ব্যাপারে ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, ব্যক্তিগত কূটনৈতিক বৈঠকের ব্যাপারে আমরা কোনো কথা বলি না।

তবে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর ওয়াশিংটনে জামায়াত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের চারবার বৈঠক হয়েছে। অপরদিকে ঢাকায় বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। এছাড়া গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জ্যামিসন গ্রেয়ারের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক হয় জামায়াতের।

আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের এমনিতেই খারাপ সম্পর্ক। এরমধ্যে তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। যা দুই দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ করে দিতে পারে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভারতের দীর্ঘ সময় ধরে সবচেয়ে বড় ভয় হলো জামায়াত। ভারত জামায়াতকে পাকিস্তানের মিত্র এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে দেখে।

## টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ

৫ পৃষ্ঠার পর

বোর্ড সদস্যদের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে সঞ্জোগ গুপ্ত উল্লেখ করেন, বিসিবি আইসিসি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই টুর্নামেন্টের মর্যাদা রক্ষার্থে স্কটল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই চিঠির অনুলিপি বিসিবি সভাপতি ও আইসিসি বোর্ড সদস্য আমিনুল ইসলামকেও পাঠানো হয়েছে।

একইসঙ্গে আইসিসি থেকে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে স্কটল্যান্ডের সিইও ট্রুডি লিন্ডব্লেডের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আইসিসির ইভেন্টগুলোতে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং বর্তমান র‍্যাংকিং (১৪তম) বিবেচনায় স্কটল্যান্ডকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড গ্রুপ 'বি'-তে ইংল্যান্ডের সমান পয়েন্ট পেলেও নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় বিদায় নিয়েছিল। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে তারা গ্রুপ পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল। এমনকি ২০২১ সালের বিশ্বকাপে এই বাংলাদেশকেই গ্রুপ পর্বে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠেছিল স্কটল্যান্ড।

এই রদবদলের ফলে স্কটল্যান্ড এখন প্রাথমিক পর্বের 'সি' গ্রুপে খেলবে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে তারা। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে নেপালের মুখোমুখি হবে স্কটিশরা।

ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বিসিবির আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর আগে সঞ্জোগ গুপ্ত বিসিবি সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করেন। তবে কোনো নির্দিষ্ট সদস্য দেশের দাবির মুখে বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তন করে কোনো বিপজ্জনক নজির তৈরি করতে চায়নি আইসিসি।

গত বুধবার (২১ জানুয়ারি ) আইসিসি জানায়, টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতে গিয়েই খেলতে হবে। এরপর সরকারের সঙ্গে কথা বলতে আইসিসির কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল বিসিবি। তবে এ সময়েও সরকারের সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। আইসিসি ভেন্যু না বদলালে ভারতে নিরাপত্তা আশঙ্কার কারণে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে না বলে জানায় বাংলাদেশের।

ভারতের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে গত ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে টিটুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল এবং সমর্থকুসাংবাদিকদের নিরাপত্তা ভারত কীভাবে দেবেড় এমন প্রশ্ন তুলে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচ স্থানান্তরের দাবি জানায় বিসিবি।

আবারও বাংলাদেশের জাতীয় দলে ডাক পেতে পারেন সাকিব আল হাসান, ঘোষণা বিসিবির

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের খবরের মধ্যেই এক নাটকীয় মোড়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়েছে, সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আবারও জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার যোগ্য।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) গভীর রাতে শেষ হওয়া দীর্ঘ আট ঘণ্টার বোর্ড সভার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন নিশ্চিত করেছেন, বোর্ড এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পথ পরিষ্কার করেছে। তবে শর্ত হলো, তাকে ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে এবং খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাংবাদিকদের আমজাদ হোসেন বলেন, 'সাকিব যদি অ্যাভেইলেবল (পাওয়া যায়) থাকেন, ফিট থাকেন এবং শারীরিকভাবে খেলার মাঠে পৌঁছাতে পারেন, তবে বোর্ড এবং নির্বাচক প্যানেল অবশ্যই তাকে বিবেচনা করবে।'

তবে সাকিবের বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে বড় ধরনের জটিলতা এখনো রয়েই গেছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব ২০২৪ সালের আগস্টে সরকারের পতনের পর আর দেশে ফেরেননি।

শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন সাকিব। ওই নির্বাচন নিয়ে অনিয়ম ও বিরোধীদের বর্জনের অভিযোগ ছিল। জাতীয় দলের জার্সিতে তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে। জনরোষ ও নিরাপত্তা হুমকির কারণে মিরপুরে তার পরিকল্পিত বিদায়ী টেস্টটিও খেলা হয়নি।

তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকায় তিনি কীভাবে দেশে ফিরবেনড়এমন প্রশ্নের জবাবে বোর্ড আইনি বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। এ বিষয়ে আমজাদ হোসেন বলেন, 'তিনি অপরাধী কি না বা তার বিচার হওয়া দরকার কি না, সেটা সরকারের বিষয়, বিসিবির নয়।'

বোর্ডের আরেক পরিচালক আসিফ আকবর বলেন, 'তিনি পতিত স্বৈরাচার নাকি সাবেক এমপি, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

# চীনের সাথে ‘ড্রপ-অফ’ চুক্তি নিয়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

চীনে প্রথম সফর ছিল, কার্নি ঘোষণা করেন যে কানাডা আশা করে চীন ১ মার্চের মধ্যে ক্যানোলা শুল্ক ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে। এর বিনিময়ে অটোয়া ৪৯,০০০ চীনা বৈদ্যুতিক গাড়িকে কানাডীয় বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেবে।

ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে বলেছিলেন যে এই চুক্তিটিই কার্নির “করা উচিত এবং তার জন্য একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করা একটি ভালো কাজ”, কিন্তু শনিবার তিনি তার মত পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ট্রাম্প এবং কার্নি উভয়ের মন্তব্যের পরপরই এই ঘটনাটি ঘটল।

নিজের মন্তব্যে কার্নি “মহা শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি যুগ” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে এবং “তা আর ফিরে আসছে না।”

কার্নি বলেন, “যদি মহা শক্তিগুলো তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থের অবাধ সাধনার জন্য নিয়ম ও মূল্যবোধের ভানটুকুও পরিত্যাগ করে, তবে লেনদেনভিত্তিক সম্পর্ক থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো পুনরাবৃত্তি করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।”

ট্রাম্প-কার্নির কথার লড়াই, ফের যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন। ট্রাম্প ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বলেছিলেনড় কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই টিকে আছে।

কার্নি কুইবেক সিটিতে নতুন আইনসভা অধিবেশনের আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের কারণে বেঁচে নেই। কানাডা উন্নতি করছে, কারণ আমরা কানাডিয়ান।

বে একই সঙ্গে তিনি দুই দেশের মধ্যে থাকা অসাধারণ অংশীদারত্বের কথাও স্বীকার করেন।

এরপর বৃহস্পতিবারই (২২ জানুয়ারী) ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি কানাডাকে তার প্রস্তাবিত ‘বোর্ড অব পিস’ এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন।

এক সরকারি সূত্র সোমবার এএফপিকে জানিয়েছে, কানাডা ওই বোর্ডে থাকতে কোনো অর্থ প্রদান করবে না। যদিও কার্নি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি আমন্ত্রণ পেলে তা গ্রহণ করতে পারেন।

দুই নেতার এই কথার লড়াই মিত্র দেশ দুটির মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনাকেই তুলে ধরে।

বৃহস্পতিবারের এই বক্তব্যের আগে কার্নি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রনেতৃত্বাধীন নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি ফাটল তৈরি হয়েছে মন্তব্য করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান এবং করতালি পান।

মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী দেওয়া ওই বক্তব্যটি বিশ্বজুড়ে শিরোনাম হয়। অনেকেই এটিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ট্রাম্পের অস্থির প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন, যদিও সেখানে ট্রাম্পের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

দাভোসে কার্নি বলেন, আমেরিকান আধিপত্যের যুগে সমৃদ্ধ হওয়া কানাডার মতো মধ্যম শক্তির দেশগুলোর বুঝতে হবেড়একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। এতে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হন এবং পরদিন নিজের বক্তব্যে কার্নিকে কটাক্ষ করেন।

# বাংলাদেশে প্রথম ইনডোরে ইলিশ

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থায়। বৃহস্পতিবার প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ও অ্যাসেনটোফট অ্যাকুয়ার মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই হয়।

প্রকল্পটি চট্টগ্রামের মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হবে। আগামী দুই বছরে দুই থেকে তিন ধাপে পুরো বিনিয়োগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর আবেগ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আন্তর্জাতিক বাজারেও এর কদর অনেক, দামও চড়া। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে ইলিশের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা, নদী ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং মৌসুমি নিষেধাজ্ঞার কারণে ইলিশ রপ্তানি সীমিত। দেশের বাজারেও চড়া দামেও অনেক সময় ইলিশ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়লেও রপ্তানিযোগ্য মানসম্মত ইলিশের ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ইলিশ চাষ সফল হলে তা এ খাতে বড় ধরনের সাফল্য বয়ে আনবে।

প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, ‘সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছের ক্রমবর্ধমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে অত্যাধুনিক আরএএস পদ্ধতিতে এসব মাছ চাষ করতে চায় প্রাণ গ্রুপ। অ্যাসেনটোফ্‌ট অ্যাকুয়া উন্নত দেশগুলোতে ইতোমধ্যে স্বল্প জায়গায় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিল্প পর্যায়ে মাছ চাষ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো শিল্প পর্যায়ে সিবাস উৎপাদন শুরু হবে।’

আরএএস প্রযুক্তিতে কীভাবে হবে ইলিশ চাষ

আরএএস বা রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম হলো একটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ইনডোর মাছ চাষ পদ্ধতি, যেখানে পানির গুণগত মান, তাপমাত্রা, অক্সিজেন, লবণাক্ততা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একই পানি পরিশোধন করে বারবার ব্যবহার করা হয় বলে পানির ব্যবহার কমে যায় এবং রোগের ঝুঁকিও তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

এই প্রকল্পে ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারি ও নার্সারি সুবিধাসহ পুরো উৎপাদন চেইন স্থাপন করা হবে। প্রতিটি মাছের লক্ষ্যমাত্রা ওজন ধরা হয়েছে ১,২০০ থেকে ১,৫০০ গ্রাম। প্রকল্পটি পূর্ণ বাস্তবায়নের পর বছরে প্রায় ২ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার একটি বড় অংশ রপ্তানি করা হবে।

ইলিশ মাছ চাষ কি আদৌ সম্ভব?

ইলিশ মূলত অভিবাসী (মাইগ্রেটরি) মাছ হওয়ায় দীর্ঘদিন এটি চাষের বাইরে ছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ইলিশ পালনের গবেষণা চলছে। বাণিজ্যিক পর্যায়ে বড় আকারের উৎপাদন এখনও বিরল, যা প্রাণ-আরএফএল ও অ্যাসেনটোফট অ্যাকুয়ার এই উদ্যোগকে বৈশ্বিকভাবে ব্যতিক্রমী করে তুলছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) একজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. আমিরুল ইসলাম দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ‘ইলিশ চাষ বৈজ্ঞানিকভাবে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইলিশের জীবনচক্র ও প্রজনন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। এই মাছ চাষের এখনো পর্যন্ত সফল রেকর্ডও নেই।’

তবে তিনি যোগ করেন, যদি এই প্রকল্প সফল হয়, তবে তা প্রাকৃতিকভাবে নদীর ওপর চাপ কমাবে এবং রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

ডেনিশ দক্ষতা ও স্থানীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ডেনমার্কভিত্তিক অ্যাসেনটোফট অ্যাকুয়া লিমিটেড আরএএস প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মারিস্কো এপিএস ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে মাছ চাষ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি হ্যাচারি ডিজাইন, ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা ও পূর্ণাঙ্গ আরএএস সল্যুশন সরবরাহ করে থাকে।

অ্যাসেনটোফট অ্যাকুয়ার ড. জেন্স ওলে ওলেসেন বলেন, ডেনিশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি আরএএস-ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব নিয়ে আমরা আশাবাদী।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ দেশের অন্যতম বৃহৎ এগ্রো ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। খাদ্য, কৃষি, ডেইরি, পানীয় ও রপ্তানিমুখী পণ্যে তাদের শক্ত অবস্থান রয়েছে। নতুন এই মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রুপটি উচ্চমূল্যের সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা।

# ‘আমরা কোনো পক্ষ নিই না’

৮ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও সমৃদ্ধি এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী এবং বিচার বিভাগ নিয়ে তার পরিকল্পনা এবং উভয় দেশের নিরাপত্তা জোরদার করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে তিনি বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেন এবং ইঙ্গিত দেন বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা হবে সম্পর্কের অগ্রাধিকার। রাষ্ট্রদূত বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে।

এর আগে ১৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের পর এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন,“আজ আমি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের কাছে আমার রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ করার সম্মান পেয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বন্ধু হিসেবে ডাকতে পেরে গর্বিত”

৫০ বছরেরও বেশি সময়ের অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান, তারা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, উভয় দেশের সুবিধাজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মহান জাতিগুলোর সার্বভৌমত্ব প্রচারে একসাথে কাজ করেছেন। তিনি বলেন“আমি এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং মার্কিন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য উন্মুখ”

বাংলাদেশে ১৯তম মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করাকে সম্মানের বলে উল্লেখ করেন ক্রিস্টেনসেন। তিনি তার স্ত্রী ডিন ডাওসহ গত ১২ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছান। পৌঁছানোর পরপরই এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তিনি জানান, তারা এমন একটি দেশে ফিরে আসতে পেরে রোমাঞ্চবোধ করছেন যেখানে তাদের অনেক মধুর স্মৃতি রয়েছে।

নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন জানান, তিনি ঢাকা দূতাবাসে একটি দুর্দান্ত দলের নেতৃত্ব দিতে পেরে উৎসাহিতড়যেখানে আমেরিকান এবং স্থানীয় কর্মী উভয়েই রয়েছেন। তিনি বলেন,“এর লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন-বাংলাদেশ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়া এবং আমেরিকাকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করা”

ইউএস অ্যাম্বাসি ঢাকায় ক্রিস্টেনসেন তার প্রথম সপ্তাহটি চমৎকারভাবে কাটিয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন,“পরিশ্রমী মার্কিন দূতাবাস দলে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অগ্রাধিকারগুলোকে এগিয়ে নিতে এবং মার্কিন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে উন্মুখ”

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মার্কিন সিনেট কর্তৃক রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিশ্চিত হন। তিনি সম্প্রতি জানুয়ারি-অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেটের দায়িত্ব পালনকারী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। এই ভূমিকায় তিনি নিরাপত্তা সহযোগিতা, নিরাপত্তা সহায়তা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মাদক বিরোধী এবং নিরস্ত্রীকরণে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বৈশ্বিক প্রচেষ্টার তদারকি করেছেন।

সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের একজন ক্যারিয়ার মেম্বার হিসেবে রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন এর আগে মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডের কমান্ডারের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশের ঢাকা দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ফিলিপাইন, এল সালভাদর এবং ভিয়েতনামে মার্কিন মিশনে কাজ করেছেন।

তার অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে রয়েছে রিজিওনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড আর্মস ট্রান্সফার অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর, উত্তর কোরিয়া নীতি বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধির বিশেষ সহকারী, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস কমিটি অন ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ফেলো এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোতে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসার। ক্রিস্টেনসেন মার্কিন ফেডারেল লেবার রিলেশনস অথরিটির অংশ ফরেন সার্ভিস ইমপাসেস ডিসপিউটস প্যানেলের দুজন ক্যারিয়ার ফরেন সার্ভিস মেম্বারের একজন হিসেবেও কাজ করেছেন।

ন্যাশনাল ওয়ার কলেজের একজন কৃতি স্নাতক ক্রিস্টেনসেন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে মাস্টার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পাশাপাশি তিনি টেক্সাস এঅ্যান্ডএম ইউনিভার্সিটি থেকে পরিসংখ্যানে মাস্টার অব সায়েন্স এবং রাইস ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা স্টাডিজে ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্প্যানিশ, জার্মান এবং ভিয়েতনামী ভাষায় কথা বলেন এবং ফরাসি, জাপানি ও পর্তুগিজ ভাষা অধ্যয়ন করেছেন। ২০০২ সালে ফরেন সার্ভিসে যোগদানের আগে তিনি হিউস্টন এবং নিউইয়র্ক সিটিতে ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

# ফ্যাসিস্টরা যেমন ভোটাধিকার হরণ

৯ পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক এমদাদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে তারেক রহমান, বিএনপির বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বক্তব্য রাখেন সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা।

সমাবেশে সিলেটের ভাষায়“আপনারা বালা আছইন নি” [আপনারা ভালো আছেন?] বলে বক্তব্য শুরু করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “যারা একবছর আগে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তারা মানুষের টুটি চেপে ধরেছিলো। বাকস্বাধীনতা হরণ করেছে। বিএনপি নেতাকর্মীদের গুম খুন করেছে। তারা উন্নয়নের নামে দেশের সম্পদ লুট করেছে। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই।চ

তিনি আরও বলেন, “গত ১৫ বছরে নিশি রাতের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো।চ

তারেক রহমান বলেন, “৭১ সালে মানুষ যেভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলো, ২০২৪ সালে মানুষ রাস্তায় নেমে স্বাধীনতা রক্ষা করেছে।চ

কৃষকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমরা দেশের কৃষক ভাইদের পাশে দাঁড়াতে চাই। ধানের শীষকে বিজয়ী করলে কৃশকদের পাশে দাঁড়াতে পারবো। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে খাল খনন শুরু করেছিলেন। আমরা বিজয়ী হলে আবার খাল খনন শুরু করবো।চ

পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বক্তব্যে তিনি বলেন, “গত ১৫/১৬ বছর এই দেশকে অন্য দেশের কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছিলো। সেজন্য আমি বলেছি“দিল্লি নয় পিন্ডি নয়, সবার আগে বাংলাদেশ”চ

নারী ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, “আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আমরা তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সকল পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে চাই। এই ফ্যামিলি কার্ডকে বাস্তবায়ন করতে, কৃষি কার্ড বাস্তবায়ন করতে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে।চ

তিনি বলেন, “শিক্ষিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চাই। বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে চাই। আমরা কাউকে বেকার রাখতে চাই।চ

প্রবাসসংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “সিলেটের বিদেশগামী তরুণদের ট্রেনিং ও ভাষা শিক্ষা দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। দক্ষ মানুষদের আমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাই।চ

নির্বাচন প্রসঙ্গে সতর্কবার্তা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, “কয়েকদিন ধরে খেয়াল করছি, দেশের ভেতরের কিছু কিছু মহল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ঠিক যেমন ফ্যাসিস্টরা ভোটাধিকার হরণ করেছিল, একই রকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছে একটি কুচক্রী মহল। কিছু ২০২৪ সালে প্রমাণ হয়েছে, দেশের মানুষ রাস্তায় নামলে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না।চ

ধর্মের নামে রাজনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, “নির্বাচনের আগে একটি দল বেহেশত দিবে বলছে। বেহেস্তের মালিক আল্লাহ। তারা এটা দেওয়ার কথা বলে শিরক করেছে। তারা মানুষকে ঠকাচ্ছে।চ

ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকা রয়েছে, তাদের কারণে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে। তাদের তো মানুষ দেখেই ফেলেছে। সে জন্যই বলি“দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়”চ

বক্তব্যের শেষ দিকে তারেক রহমান বলেন, “আমরা ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছি। এখন ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। এজন্যই আরেকটা কথা বলি, “করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ”চ

তিনি আরও বলেন, “ইনশাল্লাহ, বিএনপি বিজয়ী হলে আমরা নবী করিম (স.) এর ন্যায়পরায়ানতার ভিত্তিতে দেশ গড়ে তুলবো।চ

সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, “দীর্ঘ ১৫ বছর মানুষ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে। গুম হয়েছে, খুন হয়েছে। কিন্তু মাথা নত করেনি।চ

তিনি আরও বলেন, “জিয়াউর রহমানের দর্শন ছিলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন।চ

আজকে সিলেট থেকে বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার যাত্রা শুরু হলো বলেও উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, “একটি দল আছে, যারা আমাদের দল, আমাদের নেতার বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটনা করছে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সেই দল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সেই দল কে কি আপনারা চেনেন? তারা কি ভোট পাবে?চ

সমাবেশে সিলেট ও সুনামগঞ্জের ১১টি আসনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তারেক রহমান।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
SMG FUNDING
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

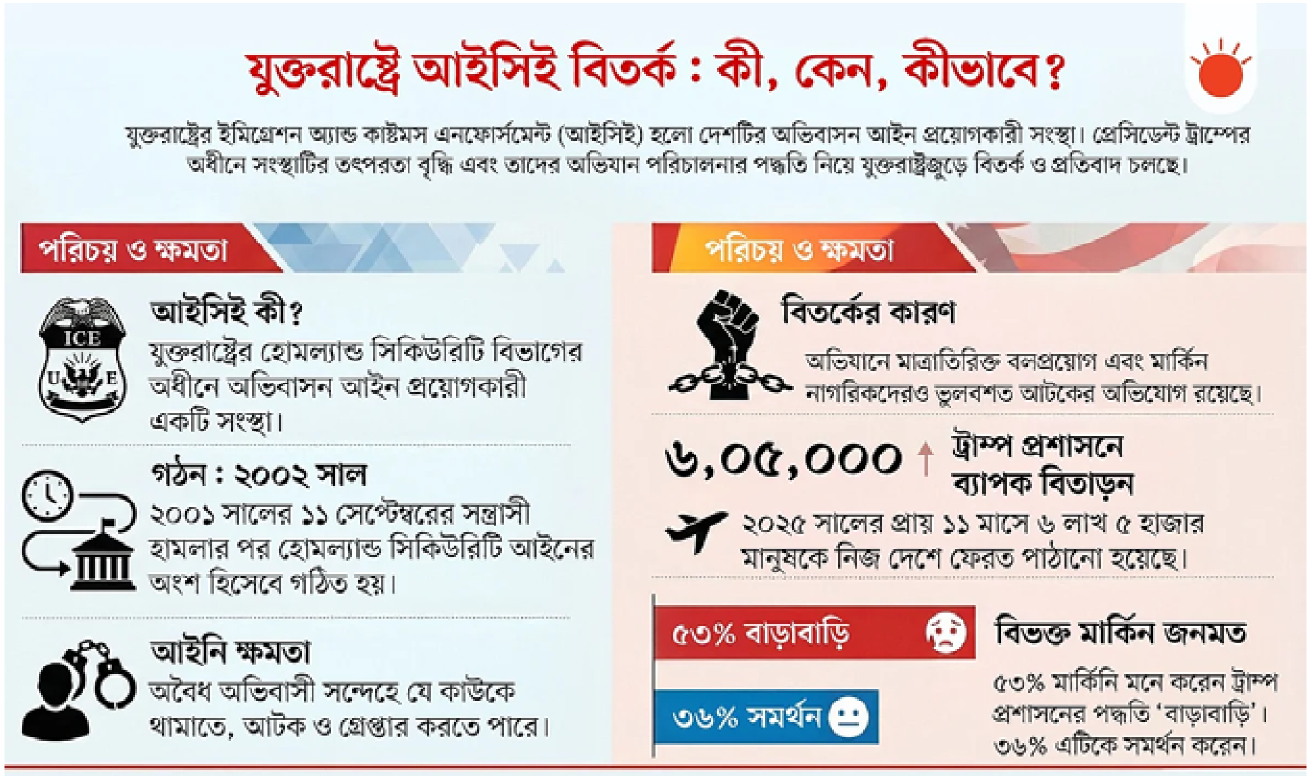


# আইসিই কী, যুক্তরাষ্ট্রে কেন তাদের অভিযান নিয়ে এত বিতর্ক

৫০ পৃষ্ঠার পর

আইসিই কী এবং কখন গঠিত হয়েছিল

অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাপকহারে বহিষ্কার করা ট্রাম্পের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে আইস।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আইসিইর বাজেট ও কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংস্থাটি অভিবাসন আইন প্রয়োগ করে এবং অবৈধ অভিবাসনসম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনা করে। অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারেও ভূমিকা রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আইনের অংশ হিসেবে ২০০২ সালে আইসিই গঠিত হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরটি (ডিএইচএস) চালু করা হয়। আইসিই এ বিভাগের অধীন পরিচালিত একটি সংস্থা।

আইসিই সদস্যদের কি গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আছে

আইসিই নিজের কাজকে জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তাড়উভয় দিক থেকে দেখে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সাধারণ পুলিশ বিভাগ ও আইসিইর ক্ষমতার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বাসিন্দাকে অবৈধ বলে সন্দেহ হলে আইসিই তাঁকে থ ামাতে, আটক ও গ্রেপ্তার করতে পারে। তবে কোনো বাড়ি বা ব্যক্তিগত পরিসরে (স্পেস) প্রবেশের জন্য তাদের পরোয়ানার দরকার হয়।

কোনো মার্কিন নাগরিক যদি গ্রেপ্তারে বাধা দেন বা কোনো কর্মকর্তার ওপর আক্রমণ করেন, আইসিই সদস্যরা তাঁদেরও আটক করতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা প্রোপাবলিকার তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম ৯ মাসে ১৭০টির বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে আইসের সদস্যরা (ফেডারেল এজেন্ট) মার্কিন নাগরিকদের তাঁদের কোনো প্রমাণিত কারণ ছাড়াই আটকে করেছিলেন। এসব ঘটনার মধ্যে এমন কিছু মার্কিন নাগরিকও ছিলেন, যাঁদের অবৈধ অভিবাসী সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সাধারণ মার্কিন নাগরিক।

আইসিইর কি বলপ্রয়োগের ক্ষমতা আছে

আইসিইর বল প্রয়োগের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, আইন ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের নিজস্ব নীতি-নির্দেশনার সমন্বয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিল শহরের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়বিচার কর্মসূচির পরিচালক ক্রিস স্লোবোগিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা 'কেবল তখনই প্রাণঘাতী বল প্রয়োগ করতে পারে, যদি ব্যক্তি তাদের বা অন্য মানুষের জন্য গুরুতর বিপদের কারণ হয়। অথবা ওই ব্যক্তি যদি সহিংস কোনো অপরাধ করে'। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিকভাবে এমন নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, যেখানে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্মকর্তাদের অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হয়।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ২০২৩ সালের একটি নির্দেশিকায় বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা কেবল তখনই প্রাণঘাতী বল ব্যবহার করতে পারবেন, যখন যুক্তিসংগত কারণে মনে হয়, কেউ তাঁদের বা অন্য কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে মারাত্মক আঘাত করতে বা মৃত্যু ঘটাতে পারে।

চলতি মাসের শুরুতে মিনিয়াপোলিসে রিনি গুড যখন এক আইসিই সদস্যের গুলিতে নিহত হন, তখন তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ওই আইসিই সদস্য আত্মরক্ষায় গুলি চালিয়েছেন। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলছেন, রিনি গুড ওই আইস সদস্যের জন্য কোনো বিপদ সৃষ্টি করেননি।

রিনি গুডের মৃত্যুকে ঘিরে কেন্দ্রের সঙ্গে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। এ ঘটনায় রাজ্য সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে। আইসিই সদস্যদের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে মোতায়েন বন্ধ করতে এ মামলা করা হয়েছে।

আইসিই সাধারণত কোথায় কাজ করে

আইসিই সদস্যরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে কাজ করেন। তবে সংস্থাটির কিছু কর্মী বিদেশেও থাকেন। এর সহযোগী সংস্থা ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে পরিচিত।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে সদস্যদের এনে অভিবাসন আইন প্রয়োগের কাজে যুক্ত করেছে। ফলে কোন বাহিনীর কোন সদস্য কখন কোন কাজ করছেন, তা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সীমান্তরক্ষীর কর্মকর্তারা বর্তমানে সীমান্ত এলাকার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বেশি করে কাজ করছেন এবং আইসিইর সদস্যদের সঙ্গে অভিযানে অংশ নিচ্ছেন।

আইসিই ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য সংস্থা লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো ও মিনিয়াপোলিসের মতো শহরে শত শত কর্মকর্তা মোতায়েন করেছে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে মিলে তাঁরা নানা অভিযানে অংশ নিচ্ছেন।

মিনিয়াপোলিসে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আইসিই ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রায় দুই হাজার সদস্য মোতায়েন ছিলেন। একই সময়ে সেখানে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের অতিরিক্ত ৮০০ সদস্যও ছিলেন।

আইসিই যাঁদের আটক করে, তাঁদের কী হয়

ট্রাম্প প্রশাসন চলতি মেয়াদে অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করেছে। এক বছর আগে ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রশাসন অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য বড় ধরনের প্রচার চালিয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৬ লাখ ৫ হাজার মানুষকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। একই সময়ে প্রায় ১৯ লাখ অভিবাসী 'স্বেচ্ছায় নিজ দেশ ফিরে গেছেন'।

কোনো অভিবাসী যদি আইসিইর হাতে ধরা পড়েন, তাহলে তিনি নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।

কখনো কখনো কোনো অভিবাসীকে সাময়িকভাবে আটক করা হতে পারে। এরপর জেরা করে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। কখনো কখনো কোনো অভিবাসীকে দীর্ঘ সময় আটক রাখা হতে পারে। তাঁকে আইসিইর বড় কোনো আটককেন্দ্রে রাখা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আইসিইর বড় বড় আটককেন্দ্র রয়েছে। আটক অবস্থা থেকে অনেক অভিবাসী আইনি লড়াইয়ের সুযোগ পান। কিন্তু এতে ব্যর্থ হলে তাঁদের ফেরত পাঠানো হতে পারে। ট্র্যানজেকশনাল রেকর্ডস অ্যাকসেস ক্লিয়ারিং হাউসের (ট্র্যাক) তথ্যমতে, ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার মানুষ আইসিইর আটককেন্দ্রে ছিলেন। অনেক অভিবাসন আইনজীবী বিবিসিকে বলেন, কেউ আইসিইর হাতে একবার আটক হলে তিনি কোথায় আছেন, তা তাঁর পরিবার বা আইনজীবীরা জানতে অনেক দিন লেগে যেতে পারে।

আইসিইর বিরুদ্ধে বিরোধিতা কেমন

আইসিই ও ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের অভিযানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এখন আইসিই সদস্যদের গ্রেপ্তার অভিযান ভিডিও করা স্থানীয় মানুষের জন্য সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কখনো কখনো আইসিই সদস্য ও স্থানীয় মানুষেদের মধ্যে ভয়াবহ রকমের সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে আইসিইর অভিযান নিয়ে সংবাদমাধ্যমের একটি জোট ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ, এসব বাহিনীর সদস্যরা সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছেন।

একজন কেন্দ্রীয় বিচারক সংবাদমাধ্যমের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে একটি আপিল আদালত সেই রায় বাতিল করে দেন।

মার্কিন নাগরিকদের মত

বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, ট্রাম্পের অভিবাসন আইন নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সরল নয়।

গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের গত অক্টোবরের এক জরিপ ফলে দেখা যায়, অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি মার্কিন নাগরিক মনে করেন, কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোটা প্রয়োজনীয়। এর আগে গত মার্চে রিসার্চের আরেকটি জরিপে প্রায় সমসংখ্যক মানুষ একই ধরনের মত দিয়েছিলেন।

তবে পিউ রিসার্চ সেন্টারের একই জরিপে বলা হয়, মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে ট্রাম্পের অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে ভিন্ন চিন্তাভাবনা আছে। এতে দেখা যায়, ৫৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক মনে করেন, অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর পদ্ধতি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন 'বাড়াবাড়ি' করছে। তবে প্রায় ৩৬ শতাংশ মার্কিন নাগরিক এ পদ্ধতিকে সমর্থন করেন।

- সংবাদসুত্র বিবিসি

# গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ইস্যুতে রাশিয়ার কোনো উদ্বেগ নেই সাফ জানিয়ে দিলেন পুতিন

১২ পৃষ্ঠার পর

পুতিন আরও স্মরণ করিয়ে দেন, ১৮৬৭ সালে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৭২ লাখ ডলারে আলাস্কা বিক্রি করেছিল। একইভাবে ১৯১৭ সালে ডেনমার্ক ওয়াশিংটনের কাছে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ বিক্রি করেছিলড়যা এ ধরনের ভূখণ্ড হস্তান্তরের নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায়। পুতিন বলেন, আমি মনে করি তারা নিজেদের মধ্যেই বিষয়টি মীমাংসা করে নেবে।

## নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিকত্ব সমস্যা, ক্ষমতার বেলায় নয়?

১৬ পৃষ্ঠার পর

সদস্য বা নীতিনির্ধারকের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা শুধু দক্ষতায় সীমিত থাকে না।

বিশ্বের বহু দেশ বাস্তব উপলব্ধি থেকে নাগরিকত্ব নীতিতে কড়াকড়ি করেছে। জাপান ও সিঙ্গাপুর দ্বৈত নাগরিকত্ব স্বীকার করে না। ভারত বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল করে। ইউরোপের অনেক দেশে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকলে নাগরিকত্ব পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। কারণ দ্বিতীয় দেশের নাগরিকত্ব কোনো সুবিধার কাগজ নয় বরং এটি দ্বিতীয় দেশের প্রতি বাংলাদেশির দায়িত্ব, শপথ এবং আনুগত্যের সম্পর্ক, যা বাংলাদেশকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এখন স্পষ্ট নীতিগত ও আইনি অবস্থান জরুরি হয়ে পড়েছে। যা এখন আইনে আছে তার পরিধি বাড়িয়ে সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগসহ নীতিনির্ধারণ ও রাষ্ট্রের ভেতরের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সকল ক্ষেত্রে একক নাগরিকত্ব ও পূর্ণ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা দরকার। অন্তর্বর্তী সরকার দ্বৈত নাগরিকদের সরকার ও সংস্কার কমিশনে রেখে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সঠিক হয়নি। এতে জনগণের কাছে বিভ্রান্তিকর বার্তা গেছে নির্বাচনের বেলায় দ্বৈত নাগরিকত্ব সমস্যা, কিন্তু ক্ষমতার বেলায় নয়।

এই বিভ্রান্তি দীর্ঘ মেয়াদে রাজনীতির ওপর মানুষের আস্থা আরও দুর্বল করবে। কারণ মানুষ এখন আর শুধু উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বা সংস্কারের ভাষণ শুনতে চায় না। তারা জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার জায়গাগুলো সুস্পষ্ট দেখতে চায়। এ কারণেই সংসদে এমন মানুষদের যাওয়া দরকার যাদের ভবিষ্যৎ এই দেশেই বাঁধা। কারণ বাংলাদেশ যাদের একমাত্র ঠিকানা, রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তারাই। মোহাম্মদ গোলাম নবী: কলাম লেখক; প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, রাইট টার্ন। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

## ‘চীনের সঙ্গে যুক্ততার ঝুঁকি’- মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যকে

৮ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর গত ৫০ বছরে চীন ও বাংলাদেশ সব সময় একে অপরকে সমর্থন করেছে, সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতায় যুক্ত হয়েছে। চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের জন্য বাস্তব সুফল বয়ে এনেছে এবং ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছে। এই সহযোগিতা আঞ্চলিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক। তিনি আরও বলেন,ওচীন ও বাংলাদেশের সহযোগিতা দুই দেশ ও তাদের জনগণের বিষয়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কিংবা আঙুল তোলার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই এবং বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার পক্ষে সহায়ক এমন কর্মকাণ্ডে বেশি মনোযোগ দেওয়ার তাগিদ দিতে চাইঽ

## ‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ পাকিস্তান-

৯ পৃষ্ঠার পর

ওআমরা এটা দেবো, ওটা দেবোড়এ ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইবো না। তবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাংলাদেশ থেকে বেকারত্ব দূর করবো। কোনো পরিবারে বেকারত্বের অভিশাপ থাকবে নাঽ

শফিকুর রহমান বলেন,ওদেশ ও সমাজ থেকে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও সব ধরনের অন্যায় দূর করা হবে। সকল ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবেঽ রংপুর অঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ও৫৪ বছরেও রংপুরের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নিড়এটা বিস্ময়কর। অথচ উত্তরাঞ্চল দেশের শস্যভাণ্ডার। কিন্তু শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নিঽ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন,ওজামায়াত ক্ষমতায় গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রংপুর অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন করা হবে। কৃষক যেন তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, সে জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবেঽ তিনি আরও বলেন,ওজামায়াত ক্ষমতায় গেলে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। তিস্তাকে বাঁচাতে পারলে উত্তরাঞ্চল বেঁচে উঠবে।


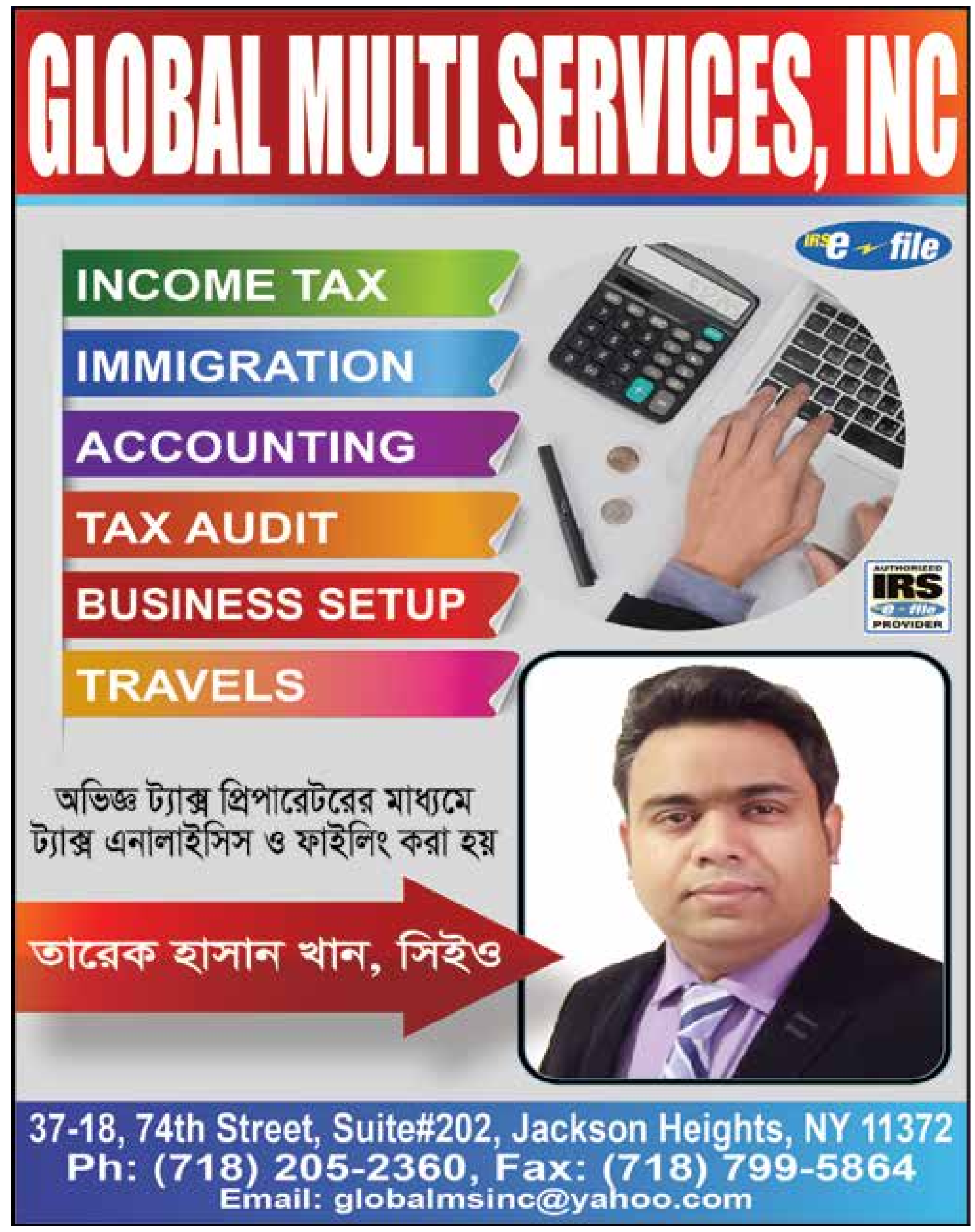

## যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে

৫০ পৃষ্ঠার পর

লড়াই চলছে। বাইটড্যান্স জানিয়েছে, ‘টিকটক ইউএসডিএস জয়েন্ট ভেঞ্চার এলএলসি’ নামের এই প্রতিষ্ঠানটি ডেটা প্রাইভেসি এবং সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের তথ্য, অ্যাপ এবং অ্যালগরিদমের সুরক্ষা দেবে।

চুক্তি অনুযায়ী, এই নতুন উদ্যোগে আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের হাতে থাকবে ৮০ দশমিক ১ শতাংশ মালিকানা। অন্যদিকে বাইটড্যান্সের হাতে থাকবে ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ।

টিকটক ইউএসডিএস জেভি-এর তিনজন ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগকারী হিসেবে থাকছে ক্লাউড কম্পিউটিং জায়ান্ট ওরাকল, প্রাইভেট ইকুইটি গ্রুপ সিলভার লেক এবং আবুধাবি-ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এমজিএক্স। প্রত্যেকের হাতে থাকবে ১৫ শতাংশ করে শেয়ার।

এছাড়া ডেল টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ডেলের বিনিয়োগ সংস্থা ডেল ফ্যামিলি অফিসসহ ভাস্টমেয়ার স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্টস, আলফা ওয়েভ পার্টনারস, রেভোলিউশন, মেরিট ওয়ে, ভিয়া নোভা, ভার্গো এলআই এবং এনজেজে ক্যাপিটালও এই উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছে।

চুক্তির প্রশংসা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, ‘টিকটক এখন একদল মহান আমেরিকান দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারীদের মালিকানায় থাকবে।’

তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত চুক্তি অনুমোদন করার জন্য তাকে ধন্যবাদ। তিনি অন্য পথে হাঁটতে পারতেন, কিন্তু হাঁটেননি। তার এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছি।’

টিকটক ইউএসডিএসের সাবেক কর্মকর্তা অ্যাডাম প্রেসার এবং উইল ফারেলকে যথাক্রমে সিইও এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। টিকটকের বর্তমান সিইও শাউ চ্যু, যিনি টিকটকের গ্লোবাল বিজনেস ও স্ট্র্যাটেজি দেখেন, তাকেও এই নতুন উদ্যোগের বোর্ডে রাখা হয়েছে।

টিকটক জানিয়েছে, এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে টিকটকের কনটেন্ট রিকমেন্ডেশন বা সুপারিশের অ্যালগরিদমকে নতুন করে প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও আপডেট করবে। এই অ্যালগরিদম ওরাকলের ইউএস ক্লাউডে সুরক্ষিত থাকবে।

২০২৪ সালের এপ্রিলে পাস হওয়া একটি আইনে বাইটড্যান্সকে পরবর্তী জানুয়ারির মধ্যে তাদের মার্কিন সম্পদ বিক্রি করতে বলা হয়েছিল, অন্যথায় নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ার কথা ছিল। সুপ্রিম কোর্টও এই আইন বহাল রেখেছিল। তবে ট্রাম্প পরে আইনটি কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নেন।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সরকার উভয়েই এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। তবে ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

সেপ্টেম্বরে রয়টার্স জানিয়েছিল, বাইটড্যান্স টিকটকের মার্কিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মালিকানা ধরে রাখলেও অ্যাপের ডেটা, কনটেন্ট ও অ্যালগরিদমের নিয়ন্ত্রণ এই নতুন উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেবে। সূত্রমতে, ই-কমার্স ও বিজ্ঞাপনের মতো আয়বর্ধক খাতগুলো বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন একটি পৃথক বিভাগের অধীনে থাকবে। আর নতুন জয়েন্ট ভেঞ্চারটি প্রযুক্তি ও ডেটা সেবার বিনিময়ে আয়ের একটি অংশ পাবে।

## চীন-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ কীভাবে শুরু

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রায় নিশ্চিতভাবেই সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ নেবে। তাইওয়ানের অর্থনীতি আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল, এবং দেশটির হাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত রয়েছে মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের। তখন তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করতে পারেড়প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি মার্কিন নৌবাহিনীকে অবরোধ ভাঙতে জ্বালানি বহনকারী জাহাজ পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিতে রাজি হবেন কি না, তার ওপর।

আমি যাদের চীন-বিষয়ক বিশ্লেষণে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত মত হলোড়আগামী এক দশকে যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। কিন্তু তারা ভুলও হতে পারেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাইওয়ান স্ট্রেইট রিস্ক রিপোর্ট ধারণা করছে, আগামী পাঁচ বছরে চীনের আগ্রাসনের ঝুঁকি ৩০ শতাংশ হলেও, দ্বীপটির ওপর আকাশ ও নৌ অবরোধ আরোপের ঝুঁকি ৬০ শতাংশ।

যুদ্ধ হবে ভয়াবহ ব্যয়বহুল, এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রায় নিশ্চিতভাবেই এতে জড়িয়ে পড়বে। জার্মান মার্শাল ফান্ড এই মাসে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলেছে, এমনকি কয়েক মাস স্থায়ী একটি সীমিত প্রচলিত যুদ্ধেও (যদি চীন পরাজিতও হয় বলে ধরা হয়) সম্ভাব্য প্রাণহানি হতে পারেড়তাইওয়ানের এক লাখ, চীনের এক লাখ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ছয় হাজার জনের।

চীন যদি যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা গ্রে জোন কৌশলের চাপ ও ‘সালামি স্লাইসিং’ কৌশলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়, তবে প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের শক্তি বিস্তার রোধকারী ‘ফার্স্ট আইল্যান্ড চেইন’ ভেঙে পড়বে। চীন তখন তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির মতো অত্যাধুনিক চিপ কারখানার নিয়ন্ত্রণও নিতে পারেড় কৌশলগত বিচারে যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের একটি। আর যদি যুদ্ধের ফলে এসব চিপ কারখানা অচল হয়ে যায়, তবে ২০২৩ সালের কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের এক প্রতিবেদনের ভাষায়, ফলাফল হবে “একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা”।

এই কারণেই প্রতিরোধ (ডিটারেন্স) এত জরুরি। যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান এবং জাপান ও ফিলিপাইনের মতো মিত্ররা একসঙ্গে কাজ করলে চীনের গুরুতর সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা প্রতিহত করার বাস্তব সুযোগ তাদের রয়েছে। তবে তাইওয়ান নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ধাঁধা রয়ে গেছে। বিশ্ব যখন তাইওয়ান প্রণালীতে যেকোনো প্রকার যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন অনেক তাইওয়ানিজকে তেমন উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি তাইওয়ানের চারপাশে চীনের সামরিক মহড়ার সময় দেশটির শেয়ারবাজার সূচক বরং বেড়েছে।

কিছু তাইওয়ানিজ বিপদের কথা স্বীকার করলেও চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে অর্থহীন মনে করেনড়তাদের চোখে এটি অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। আমি যখন এক পুরোনো তাইওয়ানিজ বন্ধুকেড়একজন সাংবাদিকেড়জিজ্ঞেস করলাম, চীনের আক্রমণ হলে দ্বীপটির কী করা উচিত, এক মুহূর্তও দেরি না করেই তিনি বলেন, “আত্মসমর্পণ”।

আরেক পুরোনো বন্ধু, একজন ব্যবসায়ী, বললেন তিনি আশা করেন যে ১০ বছরের মধ্যে তাইওয়ান চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবেড়যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চীনা শাসনের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়ে। (সমালোচকেরা হংকংয়ের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে একে চরমভাবে সরল বিশ্বাস বলে মনে করেন।)

আমি তাইওয়ানকে ভালোবাসি। ১৯৮০-এর দশকে আমি এখানে কিছুদিন ছিলাম, চীনা ভাষা শিখছিলাম। তখন থেকে এই ভূখণ্ডের মানুষ যে সমৃদ্ধ, উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর গণতন্ত্র গড়ে তুলেছে, তা দেখা বিস্ময়করড়সব কিছুই আছে, কেবল এটিকে টিকিয়ে রাখার বিষয়েই সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য নেই।

তাইওয়ানের রাজনীতি তিক্ত বিভাজনে বিষাক্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ও একে-অন্যের মাঝে স্বাধীনতা নিয়ে রয়েছে চরম মতভেদ। এর ফল হলো, অস্তিত্বগত হুমকির মুখে থাকা অন্যান্য দেশ যেমন এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায়ড়তাইওয়ান অনেক কম প্রস্তুত বলে মনে হয়। ইউক্রেনীয়রা যদি শক্তিশালী আগ্রাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দৃঢ়তার উদাহরণ হয়, তবে তাইওয়ান যেন তার বিপরীত প্রান্তেড়অনেকে দ্বীপটির স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় বড় ত্যাগ স্বীকারে আগ্রহী নন।

চীনের অপছন্দের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই ঝুঁকিগুলো বোঝেন বলেই মনে হয় এবং তিনি সামরিক ব্যয় বাড়ানো ও প্রস্তুতি জোরদার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাইওয়ানের জনগণ আদৌ সেই পথে নেতৃত্ব পেতে চায় কি না, তা স্পষ্ট নয়। এমনকি তার প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সামরিক বাজেট আইনসভায় পাস নাও হতে পারে।

এসবের ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে: যেসব তাইওয়ানিজ নিজেরাই বড় ত্যাগ স্বীকারে স্পষ্টভাবে প্রস্তুত নন, তাদের রক্ষায় আমেরিকানরা কেন জীবন ঝুঁকিতে ফেলবে এবং বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে? আমি এই প্রশ্নটি তাইওয়ানের কর্মকর্তাদেরও করেছি।

তাইওয়ানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন মিং-চি স্বীকার করেন, “তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। আমাদের তরুণদের বলতে হবে, তোমাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য।”


সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
AHAD&CO
CPA FIRM IN NYC
আমরা PCA, HHA সার্টিফাই দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**

**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

## ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ করবে ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস

৯ পৃষ্ঠার পর

হোক না কেন, তার সঙ্গে কাজ করতে তিনি আগ্রহী। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং গত ১৮ মাসে অধ্যাপক ড. ইউনূসের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত নতুনভাবে প্রণীত শ্রম আইনের প্রশংসা করেন এবং দুই দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ঢাকা-ওয়াশিংটন আলোচনার অন্যতম মূল স্তম্ভ।

অধ্যাপক ড. ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং চলমান বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমে আরও শুল্ক কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা কক্সবাজারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ক্যাম্পে বসবাসরত এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিমকে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত মানবিক সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের কথা তুলে ধরে অধ্যাপক ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ আসিয়ান সদস্যপদ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ইতোমধ্যে আঞ্চলিক জোটটির সঙ্গে সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনারশিপের জন্য আবেদন করেছে।

তিনি আরও বলেন, গত ১৮ মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ ও অর্থনীতিকে কাছাকাছি আনতে সার্ক পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে পরবর্তী সরকার এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

সাক্ষাতে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞা, যা বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের ওপর আরোপ করা হয়েছে, সে বিষয়েও আলোচনা হয়। এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং এসডিজি সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন ঢাকায় আসেন গত ১২ জানুয়ারি। গত সেপ্টেম্বরে ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশে 'অ্যাম্বাসেডর এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যান্ড প্লেনিপটেনশিয়ারি' হিসেবে মনোনয়ন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এরপর গত মাসে মার্কিন সেনেটের অনুমোদন পান তিনি।

কূটনীতিক হিসেবে ক্রিস্টেনসেনের বাংলাদেশে আসা এবারই প্রথম নয়। চার বছর আগে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি।

## চাঁদাবাজি বন্ধে 'ডিজিটাল পাহারাদার' অ্যাপসহ

৯ পৃষ্ঠার পর

ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত পাঁচটি ফটোকার্ডের মাধ্যমে এসব প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশকে চাঁদাবাজিমুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আল্লাহর ইচ্ছা ও জনগণের ভোটে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে আধুনিক প্রযুক্তি ও কঠোর আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সব খাত থেকে চাঁদাবাজি নির্মূল করা হবে। ঘোষণায় বলা হয়, সড়ক ও পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বন্ধে চাঁদাবাজি-প্রবণ সড়কগুলোতে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং চালু করা হবে। পাশাপাশি সব ফাঁড়ি ও চেকপোস্টে প্রত্যক্ষ নজরদারি বাড়ানো হবে। কোনো অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া এই খাতে চাঁদাবাজি প্রতিরোধে স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত মনিটরিং সেল গঠন এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দলটি। ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতে চাঁদাবাজি বন্ধে ফি ও ট্যাক্স অনলাইনে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ভূমি রেকর্ডসহ প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র অনলাইনে অ্যাক্সেসযোগ্য করা হবে, যাতে জমি কেনাবেচার সময় কেউ চাঁদাবাজি করতে না পারে। জমি লেনদেনের সময় চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। চাঁদাবাজির অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য 'ডিজিটাল পাহারাদার' নামে একটি বিশেষ অ্যাপ ও ওয়েবসাইট চালুর ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এর মাধ্যমে অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাচাই শেষে প্রতিবেদন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অভিযোগকারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা জানানো হয়েছে। ঘোষণায় আরও বলা হয়, চাঁদাবাজদের পরিচয় প্রকাশ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দৃশ্যমান আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর দাবি, আধুনিক প্রযুক্তি, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে দেশকে একটি সম্পূর্ণ চাঁদাবাজিমুক্ত রাষ্ট্রে রূপান্তর করা সম্ভব।

## বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

৮ পৃষ্ঠার পর

থাকায় আদালত ২৫ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। পরোয়ানা জারি করা অন্য আসামিরা হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, সাবেক সহকারী পরিচালক মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম, জনতা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক জামাল উদ্দিন আহমেদ, মো. ইমদাদুল হক, নাগিবুল ইসলাম দীপু, আর এম দেবনাথ, মো. আবু নাসের, সঙ্গীতা আহমেদ ও অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র নাথ, জনতা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আবদুছ ছালাম আজাদ, সাবেক উপমহাব্যবস্থাপক আজমুল হক, সাবেক এ জি এম অজয় কুমার ঘোষ, সাবেক ম্যানেজার (শিল্প ঋণ-১) মো. গোলাম আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাহজাহান, এসইও মো. এমদাদুল হক, সাবেক উপমহাব্যবস্থাপক মো. আবদুল জব্বার, সাবেক ডিএমডি মো. গোলাম ফারুক ও ওমর ফারুক, অ্যাননটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. ইউনুছ বাদল, মেসার্স সুপ্রভ স্পিনিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন ও পরিচালক মো. আবু তালহা।

## যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীন কার্ড প্রদানের সংখ্যা

৫০ পৃষ্ঠার পর

বড় গণ নির্বাসন অভিযান চালানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চাইছেন।

কিন্তু বিদেশিদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের মান কঠোর করার জন্য ট্রাম্পের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রশাসন বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থার উপরও নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করবে যারা আইনসম্মতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস, কাজ বা পড়াশোনা করতে আসতে চান।রাম্প প্রশাসন এমন কিছু নীতি বাস্তবায়ন করেছে যার মধ্যে রয়েছে শরণার্থীদের জন্য ভর্তির মাত্রা "উল্লেখযোগ্যভাবে" কমিয়ে আনা এবং মার্কিন নাগরিকদের তাদের নিকটতম পরিবারের সদস্যদের স্পনসর করার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

ডিসেম্বরে, ট্রাম্প একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন যা সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার অধীন দেশগুলোর তালিকা প্রসারিত করে। এবং জানুয়ারির শুরুতে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করে যে তারা ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসার প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করবে, যা নভেম্বরে জারি করা একটি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। ওই আদেশে যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য অভিবাসীরা যারা "পাবলিক চার্জ" (সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল) হতে পারেন, তাদের বিষয়ে নিয়মকানুন কঠোর করা হয়েছিল।

এনএফএপি উল্লেখ করেছে যে ২০২৩ অর্থবছরে ১,১৭২,৯১০ জন বৈধ অভিবাসী স্থায়ী বাসস্থান বা গ্রিন কার্ড পেয়েছেন, যার অর্থ চার বছরে এই সংখ্যা হবে ৪,৬৯১,৬৪০।

কিন্তু এনএফএপি বলেছে যে তারা অনুমান করছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে, যা ২০২৯ সালের জানুয়ারিতে শেষ হবে, ১,৫৪৭,৭১০ থেকে ২,৩৬৯,৯৯৮ জন কম বৈধ অভিবাসী গ্রিন কার্ড পাবেন, "কারণ এমন কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে শরণার্থীদের জন্য ভর্তির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা, 'পাবলিক চার্জ' নীতির কারণে মার্কিন নাগরিকদের নিকটাত্মীয়দের উপর বিধিনিষেধ, ৩৯টি দেশের উপর অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা, ডাইভারসিটি ভিসা প্রাপকদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং অন্যান্য নীতি।"

বিশ্লেষণ অনুসারে, মার্কিন নাগরিকদের তাদের নিকটাত্মীয়দের স্পনসর করার ক্ষমতা সীমিত করার ফলে বৈধ অভিবাসনে সবচেয়ে বড় হ্রাস ঘটবে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৩ অর্থবছরে মঞ্জুর করা গ্রিন কার্ডগুলোর প্রায় ৪৮ শতাংশই ছিল মার্কিন নাগরিকদের নিকটাত্মীয়দের ক্যাটাগরির।

এনএফএপি বলেছে যে, তারা অনুমান করছে, "সীমাবদ্ধ নীতির কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের সময় মার্কিন নাগরিকদের ৯৪১,৬২৫ থেকে ১,৬৫৪,৭৭০ জন কম নিকটাত্মীয় গ্রিন কার্ড পাবেন।"

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শেষ বছরে নির্ধারিত ১,২৫,০০০ জনের সর্বোচ্চ সীমা থেকে কমিয়ে বার্ষিক শরণার্থী ভর্তির সংখ্যা ৭,৫০০-এ সীমিত করার ফলে, এনএফএপি অনুমান করছে যে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের চার বছরে বৈধ অভিবাসন প্রায় ৪,৭০,০০০ কমে যাবে।

ডিসেম্বরে ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে গুলির ঘটনার পর ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচিতে স্থগিতাদেশের কারণে বৈধ অভিবাসন ৫৫,০৭৬ থেকে ১,৬৫,২২৮ কমে যাবে বলে এনএফএপি অনুমান করছে। যদিও এই কর্মসূচির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ কখন বা আদৌ তুলে নেওয়া হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়, এনএফএপি অনুমান করছে যে কর্মসূচিটি এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত স্থগিত থাকতে পারে।

মানুষ যা বলছে

এনএফএপি-র বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ট্রাম্প কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৬ ডিসেম্বরের ঘোষণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ওপর, মার্কিন নাগরিকদের ওপর যারা ৩৯টি দেশ থেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের অভিবাসনের জন্য স্পনসর করতে চান, যে নিয়োগকর্তারা তাদের নিয়োগ দিতে চান এবং মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর যারা এই ব্যক্তিদের ছাত্র হিসেবে ভর্তি করতে চায়।"

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নভেম্বরে ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন: "আমি সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব যাতে মার্কিন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার হতে পারে, বাইডেনের লক্ষ লক্ষ অবৈধ অভিবাসন বাতিল করব, যার মধ্যে স্লিপি জো বাইডেনের অটোপেন দ্বারা স্বাক্ষরিতগুলোও অন্তর্ভুক্ত, এবং এমন প্রত্যেককে সরিয়ে দেব যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নিট সম্পদ নয়, বা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে অক্ষম, আমাদের দেশের অনাগরিকদের জন্য সমস্ত ফেডারেল সুবিধা এবং ভর্তুকি বন্ধ করব, যারা অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করে এমন অভিবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিল করব, এবং যে কোনো বিদেশী নাগরিককে নির্বাসিত করব যারা জনবোঝা, নিরাপত্তার ঝুঁকি বা পশ্চিমা সভ্যতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।"


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711


## নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ

৫০ পৃষ্ঠার পর

দ্রুততর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ৩. ডেটা স্থানান্তর: এই সময়ে, সংস্থাটি প্রায় ৩০ মিলিয়ন রেকর্ড নতুন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করবে।

উগঠ গ্রাহকদের আগে থেকে পরিকল্পনা করতে এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টার আগে যেকোনো প্রয়োজনীয় লেনদেন (যেমন লাইসেন্স নবায়ন বা নিবন্ধন) সম্পন্ন করার পরামর্শ দিচ্ছে।

## ভেনেজুয়েলায় মাদুরোকে উৎখাতে

১২ পৃষ্ঠার পর

সূত্রগুলোর মতে, মাদুরোর বিদায়ের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা প্রস্তুত। এই বার্তা গোপনে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেন ডেলসি রদ্রিগেজ ও জাতীয় পরিষদের প্রধান হোর্হে রদ্রিগেজ। ডেলসি রদ্রিগেজ গত ৫ জানুয়ারি মাদুরোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

রয়টার্স জানায়, ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলোও মাদুরো অপসারণের কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশটির পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণে আছেন।

গার্ডিয়ানের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদুরোর তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ শুরু হয় ২০২৪ সালের শেষের দিকে। নভেম্বরের শেষ দিকে ট্রাম্প ও মাদুরোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোনালাপের পরও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ওই ফোনালাপে ট্রাম্প মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা ছাড়ার দাবি জানালে মাদুরো তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ডিসেম্বরে আলোচনায় যুক্ত এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ডেলসি রদ্রিগেজ স্পষ্টভাবে বলেন, 'মাদুরোর যাওয়া দরকার।' আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, ডেলসি যুক্তরাষ্ট্রকে বলেন, 'পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমি কাজ করতে প্রস্তুত।'

সূত্রগুলো বলছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও শুরুতে শাসকগোষ্ঠীর ভেতরের লোকজনের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তবে পরে তিনি মনে করেন, মাদুরোর পতনের পর বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ডেলসি রদ্রিগেজের প্রস্তাবই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। মাদুরো অপসারণের আগে ডেলসি ও হোর্হে রদ্রিগেজের এই সহযোগিতার অঙ্গীকার আগে প্রকাশ পায়নি। গত অক্টোবরে মায়ামি হেরাল্ড কাতারের মধ্যস্থতায় হওয়া এক ব্যর্থ আলোচনার কথা জানিয়েছিল, যেখানে ডেলসি রদ্রিগেজ মাদুরোর পদত্যাগের পর একটি অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন।!

শাসরুদ্ধকর 'অপারেশন অ্যাবসলিউট রিজলভ' নামে ৩ জানুয়ারি পরিচালিত অভিযানে ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। এতে অন্তত ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের মধ্যে ৩০ জনের বেশি কিউবার সামরিক সদস্য।

এরপর ৫ জানুয়ারি অস্ত্র ও মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে নিউইয়র্কের আদালতে তোলা হয় মাদুরো এবং সিলিয়া ফ্লোরেসকে। তবে তার বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের আনা এসব অভিযোগে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করেছেন নিকোলাস মাদুরো।

আদালতে মাদুরো বলেছেন, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আমার বাড়ি থেকে আমাকে অপহরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

**NASRIN CONTRACTING**
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com



# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

## সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com



Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com



# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

*(F Train to 179th Street (South Side))*

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com



# WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

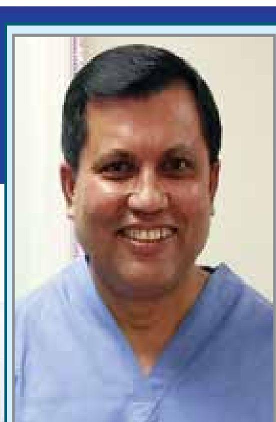

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

| জ্যাকসন হাইটস | ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার |
|---|---|
| 37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372 | 1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472 |
| TEL : 718-478-6100 | TEL : 718-792-6991 |

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

# আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের ভূমিকা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য ‘অপমানজনক ও নিন্দনীয়’

১২ পৃষ্ঠার পর

যায় না। ট্রাম্পের ক্ষমা চাওয়া উচিত কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যদি এভাবে ভুল কথা বলতাম বা ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতাম, তবে আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইতাম’।

তবে শুক্রবারই (২৩ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউস ব্রিটিশ নেতার এই সমালোচনার জবাব দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স এএফপিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একেবারে ঠিক বলেছেন। ন্যাটো জোটের অন্য সব দেশ মিলে যা করেছে, যুক্তরাষ্ট্র একাই ন্যাটোর জন্য তার চেয়ে বেশি করেছে’।

ডেনমার্কের আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দাবির বিরোধিতাকারী বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। পরে সেই হুমকি তুলে নেওয়ার পরই তিনি এই মন্তব্য করেন।

সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক পার্শ্ববৈঠকে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে ন্যাটো তাদের পাশে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। তিনি বলেন, ‘আমাদের কখনো তাদের প্রয়োজন হয়নি, আমরা তাদের কাছে আসলে কিছুই চাইনি’।

আফগানিস্তানে দেড় লাখেরও বেশি ব্রিটিশ সেনা দায়িত্ব পালন করেছেন, যা ছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাহিনী। এছাড়া কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং ডেনমার্কের অসংখ্য সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ‘কস্টস অফ ওয়ার’ প্রকল্পের ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২০০১ সালের আগ্রাসনের সরাসরি ফলে অন্তত ৪৬ হাজার ৩১৯ জন আফগান বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্পের মন্তব্য ইউরোপজুড়ে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ভ্যান উইল ট্রাম্পের মন্তব্যকে অসত্য এবং অসম্মানজনক বলে নিন্দা জানিয়েছেন। পোলিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিস্লভ কোসিনিয়াক-কামিশ বলেছেন, তার দেশ ‘নির্ভরযোগ্য এবং পরীক্ষিত মিত্র’।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স হ্যারিও এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ সেনাদের আত্মত্যাগ ‘সত্য এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করার দাবি রাখে’।

আফগানিস্তানে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা হ্যারি বলেন, ‘হাজার হাজার জীবন চিরতরে বদলে গেছে। মা-বাবারা তাদের ছেলেমেয়েদের কবর দিয়েছেন। শিশুরা বাবা-মাকে হারিয়েছে। পরিবারগুলো এখনো এর ভার বহন করছে’।

# ভিটেমাটি বেচে ৮০ লাখ টাকা দালালের হাতে, শেষমেশ ট্রাম্পের কড়া নীতিতে ফিরতে হলো ৩৬ বাংলাদেশির

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়। ব্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে যেতে প্রত্যেকে ৪০ থেকে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করলেও তাঁরা সবাই শূন্য হাতে দেশে ফিরেছেন। ফেরত আসাদের মধ্যে নোয়াখালীর ২১ জন, লক্ষ্মীপুরের ২ জন এবং দেশের বিভিন্ন জেলার আরও ১৩ জন রয়েছেন।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরীফুল হাসান জানান, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ২৯৩ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমোদনকে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্তদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

প্রবাসে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বসতভিটা ও পরিবার-পরিজনের জমি, গয়না বিক্রি করে কিংবা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জনপ্রতি ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা, এমনকি কেউ কেউ ৬০ থেকে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে তারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন ভেঙে তারা ফিরলেন একেবারে শূন্য হাতে।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান জানান, দুপুরে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সহায়তায় ব্র্যাকের পক্ষ থেকে ফেরত আসা কর্মীদের পরিবহনসহ প্রয়োজনীয় জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

ফেরত আসা এই ৩৬ জনের মধ্যে নোয়াখালী জেলারই ২১ জন রয়েছেন। এছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলার ২ জন এবং মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, বরগুনা, ফেনী, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনা জেলার একজন করে নাগরিক রয়েছেন। এ নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯৩ জনে।

ব্র্যাক ফেরত আসা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে, এই ৩৬ জনের অধিকাংশ প্রথমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিলে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। সেখানে আশ্রয়ের আবেদন করলেও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন।

ফেরত আসা নোয়াখালীর জাহিদুল ইসলাম জানান, দক্ষিণ আমেরিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আশায় তিনি দালালদের হাতে তুলে দেন প্রায় ৮০ লাখ টাকা। ফেরত আসা একমাত্র নারী সদস্য গাজীপুরের সুলতানা আক্তার জানান, ব্রাজিল হয়ে মেক্সিকো সীমান্ত পার হতে দালালদের দিয়েছিলেন ৩০ লাখ টাকা। কিন্তু সব অর্থই বৃথা গেল। একইভাবে নোয়াখালীর মির হাসান (৫৫ লাখ), রিয়াদুল ইসলাম (৫০ লাখ) ও রাকিব (৬০ লাখ) টাকা খরচ করেও শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে হয়েছে ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, "গত কয়েক দফায় যারা ফেরত এসেছেন তাদের অনেকেই প্রথমে ব্রাজিল গিয়ে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র যান। প্রশ্ন হলো সরকার যখন ব্রাজিলে বৈধভাবে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেয়, তখন তারা সত্যিই ব্রাজিলে কাজ করতে যাচ্ছেন নাকি সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন সেটি খতিয়ে দেখা উচিত। এই যে একেকজন ৪০ থেকে ৫৫ লাখ টাকা খরচ করে শূন্য হাতে ফিরে আসছেন এই দায় কার? যেসব এজেন্সি এই কর্মীদের পাঠিয়েছে এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।চ

শরিফুল হাসান আরও জানান, ২০২৫ সালে জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে মোট ১,৩২০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেছেন, যার মধ্যে নোয়াখালী জেলারই ৯৫১ জন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি অনেকের হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে ফেরত পাঠানোর অভিযোগও উঠেছে।

# ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের খনিজ ভাণ্ডার থাকার দাবি সৌদি আরবের

১২ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে এসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল খনিজ। বর্তমানে এর উৎপাদনে রয়েছে চীনের একচেটিয়া আধিপত্য। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বের ৯০ শতাংশ পরিশোধিত এবং ৬০ শতাংশ উত্তোলিত বিরল মৃত্তিকা খনিজ চীনের নিয়ন্ত্রণে।

এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে খনিজ অনুসন্ধানে সৌদি আরবের বাজেট ৫৯৫ শতাংশ বেড়েছে। যদিও এটি কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত খনিজ উত্তোলনকারী দেশগুলোর তুলনায় কম, তবুও দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোকে নতুন খনি ইজারা দেওয়ার কাজের গতি বাড়ানো হয়েছে।

তবে খনি অনুসন্ধান আর চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন এক নয়। খনি বিশ্লেষক হান্টার বলেন,ওবাস্তবতা হলো, খনি খাত দীর্ঘমেয়াদি। একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা তৈরি করতে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ২৯ বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারেব

দেশটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাচ্ছে, খনি বিনিয়োগে কর হ্রাস করছে এবং প্রতিষ্ঠিত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা করছে।

ফিউচার মিনারেলস ফোরামে রাষ্ট্রায়ত্ত খনি কোম্পানিওমাদেনব ঘোষণা করেছে, আগামী এক দশকে তারা ধাতু ও খনি খাতে ১১০ বিলিয়ন (১১ হাজার কোটি) ডলার বিনিয়োগ করবে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং খাতে মেধাবীদের আকৃষ্ট করার বিষয়ও রয়েছে। মাদেনের সিইও বব উইল্ট বলেন,ওআমরা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করি যে, একা এই কাজ করা সম্ভব নয়ব

সৌদি আরবের তেলের (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মজুদ) তুলনায় তাদের খনিজ সম্পদের মূল্য এখনো নগণ্য। তবে দেশটি অন্য কারণে এই খাতে বিনিয়োগ করছে।

সৌদি আরবেরওভিশন ২০৩০ব পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনা। খনি খাতকে এর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা কেবল খনিজ উত্তোলনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশীয় শিল্পের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও এর অংশ। উদাহরণস্বরূপ, দেশটি বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সৌদি আরবের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো দেশটিকে অন্য দেশ থেকে আহরণ করা খনিজ পরিশোধনের আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে।

হান্টার বলেন,ওগ্লোবাল সাউথ এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব বিবেচনায় নিলে... কৌশলগতভাবে এখানেই বেশি খনিজ প্রক্রিয়াজাত করা যৌক্তিকব

সৌদি আরবের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের নজর কেড়েছে। অতীতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভারী বিরল মৃত্তিকা উত্তোলনের পর তা চীনে পাঠাত। কিন্তু গত বছর চীন সামরিক কাজে ব্যবহৃত ভারী বিরল মৃত্তিকা রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে।

গত নভেম্বরে ওয়াশিংটন সফরের সময় সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও শিল্প খাতে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে খনিজ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার কথাও বলা হয়। পেন্টাগনের সমর্থনপুষ্ট মার্কিন কোম্পানিওএমপি মেটেরিয়ালসব ঘোষণা করেছে যে, তারা মাদেন এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিলে সৌদি আরবে একটি নতুন শোধনাগার তৈরি করবে। এর ৪৯ শতাংশ মালিকানা থাকবে এমপি মেটেরিয়ালস ও মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে।

থিংক ট্যাংকওক্রিটিক্যাল মিনারেলস ইনস্টিটিউটব-এর কো-চেয়ার মেলিসা স্যান্ডারসন বলেন, প্রসেসিং হাব হিসেবে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তাদেরওনির্ভরযোগ্য বিপুল জ্বালানিব। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি কোম্পানি আরামকোর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উন্নত পরিশোধন পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্ভব। তিনি মনে করেন, এর মাধ্যমে চীনকে ছাড়িয়ে সৌদি আরবওকম খরচে ও পরিবেশবান্ধব প্রসেসরব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তবে পরিবেশ রক্ষায় তাদের ভূমিকা কেমন হবে, তা এখনও দেখার বিষয়। সম্প্রতি জাতিসংঘের পরিবেশ সম্মেলনে কয়েকটি সম্পদশালী দেশ সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও খনির পরিবেশগত ক্ষতি কমানোর খসড়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল, যার মধ্যে সৌদি আরবও অন্যতম।

স্যান্ডারসন ইঙ্গিত দেন, খনি কেন্দ্র হিসেবে এই রূপান্তর সহজ হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং আফ্রিকান দেশগুলোর সঙ্গে সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্কের মিশ্র পরিস্থিতি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে তিনি বলেন, সৌদি আরব মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকতে পারে, যেখানে তাদের নিজস্ব খনিজ ভাণ্ডার রয়েছে এবং আরামকোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

স্যান্ডারসন বলেন,ওঅনেক দিক থেকে সৌদি আরবের এই অর্থনৈতিক রূপান্তর দেশটির রাজনৈতিক অবস্থান উন্নত করার জন্যই করা হচ্ছে... যাতে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তারা অপরিহার্য এক শক্তিতে পরিণত হতে পারেব

তিনি আরও যোগ করেন,ওএটি তাৎক্ষণিক লাভের খেলা নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতা, প্রভাব এবং অর্জনের কৌশলব

# বিশ্বে তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে

১২ পৃষ্ঠার পর

বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের সমালোচনার যথার্থতা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এরদোয়ান আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আপনারাও দাভোসের আলোচনা লক্ষ্য করছেন। বহু বছর ধরে সত্য কথা বলার সাহস দেখানোর কারণে যারা আমাদের নিরন্তর সমালোচনা করেছে, আজ তারাই আমাদের মতো কথা বলছে। তারা বৈশ্বিক অবিচার ও বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিকৃতির কথা বলছে।

তিনি বলেন, তুরস্কের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য উজ্জ্বল। নতুন নতুন দরজা খুলবে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যাশার বাইরেও নানা সম্ভাবনা সামনে আসবে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা এক সম্পূর্ণ নতুন যাত্রায় আছি, যেখানে আমাদের কীর্তিগাথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের সাফল্য বন্ধু ও শত্রুড়উভয়ের কাছেই আলোচিত হবে, এবং শেষ পর্যন্ত একটি মহান ও শক্তিশালী তুরস্ক আত্মপ্রকাশ করবে।

এরদোয়ান বলেন, কিছু মানুষের এখনো মেনে নিতে কষ্ট হলেও বাস্তবতা হলোড়আজকের তুরস্ক নিজেই প্রযুক্তি উৎপাদন করছে, নকশা করছে, উন্নয়ন করছে এবং তা বিশ্বে রপ্তানি করছে।

তিনি জানান, প্রতিরক্ষা খাতে তুরস্কের প্রকৌশলগত সাফল্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা পাচ্ছে। আমাদের বিমান, হেলিকপ্টার, ড্রোন (ইউএভি), যুদ্ধ ড্রোন (ইউসিএভি), নৌ-প্ল্যাটফর্মসহ আরও অনেক কিছু অর্ডারের চাপে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

# কূটনীতিকদের পরিবার 'ফিরিয়ে নিচ্ছে' ভারত, ঢাকাকে 'শান্ত ও বাস্তবসম্মত' পদক্ষেপের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

৮ পৃষ্ঠার পর

সমাধান করা যেতে পারে।

ওতাদের উদ্বেগ যদি যথার্থ হয় এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের কিছু করার থাকে, তবে আলোচনার মাধ্যমেই তা সমাধান করা সম্ভবব বলেন তিনি।

সাবেক এই রাষ্ট্রদূত জোর দিয়ে বলেন, কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই ওএকটি দেশ কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলেই অন্য দেশকেও একই কাজ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কূটনীতি মানে হলো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ অনুধাবন করাব

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিশ্লেষকরাও মনে করেন, ভারতের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয়। তাদের মতে, এ পদক্ষেপ ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। একে বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রতিফলন হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, অতীতে বাংলাদেশেড়বিশেষ করে নির্বাচনের সময়ড় বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা গেলেও, এ ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এগুলো দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে না।

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম মনজুর কাদের টিবিএসকে বলেন,ওনির্বাচনকেন্দ্রিক এসব ঘটনা সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে না। ভারতের এই সিদ্ধান্তকে কঠোরভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবেই দেখা উচিত। বাংলাদেশের উচিত এ নিয়ে শান্ত ও বাস্তবসম্মত অবস্থান বজায় রাখাব

বাংলাদেশের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন,ওএক দেশের সিদ্ধান্তের প্রভাবে অন্য দেশকেও একই কাজ করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়ব

হিন্দুস্তান টাইমসের উদ্ধৃত ভারতীয় সূত্রগুলোর তথ্যমতে, কূটনীতিকদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবেচনায় ছিল এ সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে উগ্রবাদী ও চরমপন্থি গোষ্ঠীর কথিত হুমকির প্রেক্ষাপটে এই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ওপাকিস্তানি গোষ্ঠীর তৎপরতা নিয়েও উদ্বেগের কথা উল্লেখ করা হয়েছেড় যদিও ঢাকা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

ভারত এর আগেও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। দেশটিতে ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে কেবল তাদের স্বামী বা স্ত্রীরা থাকতে পারেন।

এছাড়া ভারত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছেড়যা ঢাকা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে টানাপড়েন চলছে। গত মাসে চট্টগ্রামে ভারতীয় মিশনের বাইরে বিক্ষোভসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবাদের জেরে নয়াদিল্লি ও ঢাকা উভয় স্থানেই কূটনৈতিক মিশনগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

তবে এই উত্তেজনার মধ্যেও দুই দেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। জানা গেছে, ভারত বাংলাদেশ বিএনপির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে দলটি ভালো ফলাফল করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

# নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) আয়োজনে গত বুধবার ২১ জানুয়ারী নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় 'এক্সক্লুসিভ মিট অ্যান্ড গ্রিট নেটওয়ার্কিং সেশন'। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প গ্রুপ আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতারা, পেশাজীবী ও কমিউনিটি প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় নেতৃত্ব, বিনিয়োগ সম্ভাবনা, টেকসই উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদারের বিভিন্ন দিক গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গঠনমূলক মতবিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়।

অনুষ্ঠানে শেখ জসিম উদ্দিন আকিজ রিসোর্সের বহুমুখী শিল্প কার্যক্রম, বৈশ্বিক বাজারে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, উদ্ভাবন নির্ভর ব্যবসা কৌশল এবং টেকসই ও নৈতিক ব্যবসা চর্চার প্রতি গ্রুপের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপরও আলোকপাত করেন। ইউএসবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. লিটন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ তৌফিক হাসান এবং আকিজ কনসাল্টিংয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহরিয়ার ইশতিয়াক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (BAPA) এর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (BAPA)-এর ২০২৬ সালের নির্বাচন সম্প্রতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংগঠনের মোট ৮০৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬১২ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা প্রায় ৭৬ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই নির্বাচনে সদস্যদের সরাসরি ভোটে নিম্নোক্ত কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয়েছেন:

সভাপতি (President) : ক্যাপ্টেন এ কে এম আলম: ৫৩৭ ভোট, প্রথম সহ-সভাপতি (First Vice President) এসডিএস এরশাদ সিদ্দিকী: ৪৭০ ভোট, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি (Second Vice President) টিএস১ আলী চৌধুরী: ৩৯৪ ভোট, সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) ডিটেকটিভ জামিল সারওয়ার: ৪৫৫ ভোট, কোষাধ্যক্ষ (Treasurer): লেফটেন্যান্ট শেখ আহমেদ : ৪২৫ ভোট, সহ-কোষাধ্যক্ষ (Co-Treasurer), সার্জেন্ট সোনিয়া বড়ুয়া: ৩৮২ ভোট সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস (Sergeant-at-Arms), সার্জেন্ট সিব্বির আহমেদ: ৩৮৮ ভোট, মিডিয়া লিয়াজোঁ (Media Liaison) সার্জেন্ট জসিম মিয়া: ৪২৭ ভোট, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর (Event Coordinator), পিও মোহাম্মদ ইসলাম রিপন: ৩৮৪ ভোট, কমিউনিটি আউটরিচ কো-অর্ডিনেটর (Community Outreach Coordinator), সার্জেন্ট মো. লতিফ: ৪০৯ ভোট, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি (Corresponding Secretary): টিএস১ মহিউদ্দিন আহমেদ: ৩৭২ ভোট

বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (ইঅচঅ) এর নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ: লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ এফ. খান, ক্যাপ্টেন হোসেন ইসলাম এবং সার্জেন্ট কে. এম. হাসনাত। সকল প্রার্থী, ভোটারদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

নবনির্বাচিত নেতৃত্ব সংগঠনের ঐক্য সুদৃঢ় করা, পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং কমিউনিটির কল্যাণে আরও কার্যকর ও গতিশীল ভূমিকা পালন করবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য আগামী সোমবার ২৬ জানুয়ারী নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন ভবিষ্যতেও স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও সেবার মানোন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী অভিযানে হাজার হাজার ভাড়াটিয়ার

৫০ পৃষ্ঠার পর

সচিব স্কট টার্নার সমস্ত সরকারি আবাসন কর্তৃপক্ষকে ভাড়াটিয়াদের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য ৩০ দিনের চরমপত্র জারি করেছেন, অন্যথায় তাদের কঠোর নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে।

নিরীক্ষার ফলাফল: বড় ধরনের অসঙ্গতি: নিরীক্ষায় প্রায় ২,০০,০০০ ভাড়াটিয়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের যোগ্যতা অবিলম্বে যাচাই করা প্রয়োজন। অযোগ্য বাসিন্দা: তদন্তকারীরা প্রায় ৬,০০০ অযোগ্য অ-নাগরিক এবং ২৫,০০০ মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছেন, যাদের নাম বর্তমানে ভাড়াটিয়া হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।

সম্পদের অপব্যবহার: এই অযোগ্য এবং মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে করা সমস্ত অর্থায়নের অর্থ পুনরুদ্ধার করতে চায় এইচইউডি।

"আমেরিকান জনগণই প্রথম" উদ্যোগ: এই নির্দেশনাটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ ১৪২১৮-এর অনুসরণে জারি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো উন্মুক্ত সীমান্তে ফলে আগতদের জন্য করদাতার ভর্তুকি বন্ধ করা। প্রথমবারের মতো, এইচইউডি (ঐটউ) সেকশন ৮ এবং সেকশন ৯-এর সমস্ত ফাইল ঝঅঠঊ সিস্টেমে আপলোড করেছেড়়যা যেকোন ব্যক্তির অভিবাসন অবস্থা যাচাই করার জন্য ব্যবহৃত একটি ফেডারেল ডেটাবেস।

এইচইউডি (ঐটউ) সচিব টার্নার বলেন, "অযোগ্য অ-নাগরিকদের কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। আমরা করদাতাদের সম্পদ রক্ষা করতে এবং আমেরিকান জনগণকে অগ্রাধিকার দিতে নতুন প্রক্রিয়া চালু করছি।"

এরপর কী হবে?

পাবলিক হাউজিং অথরিটিগুলোর (পিএইচএ) কাছে তাদের রেকর্ড পর্যালোচনা করতে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে ঠিক ৩০ দিন সময় আছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা যোগ্য আমেরিকান পরিবারগুলোর জন্য বিশাল অপেক্ষমাণ তালিকা কমাতে সাহায্য করবে, যারা বছরের পর বছর ধরে সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছে।

# বিচারকের ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি

৫০ পৃষ্ঠার পর

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এর হাতে আসা ওই নথিতে বলা হয়েছে, বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত ওয়ারেন্ট ছাড়াও, শুধু অভিবাসন কর্মকর্তার স্বাক্ষরযুক্ত প্রশাসনিক ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে আইস এজেন্টরা জোরপূর্বক কারও বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কার আদেশ থাকে।

এই নীতিগত পরিবর্তন এসেছে এমন এক সময়ে, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দেশজুড়ে গণহারে অভিবাসী গ্রেপ্তার ও বহিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করছে। এর ফলে মিনিয়াপলিসসহ বিভিন্ন শহরে আইন প্রয়োগের কৌশলেও দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মেমোর নির্দেশনা কতটা বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে এপি ১১ জানুয়ারি মিনিয়াপলিসে প্রত্যক্ষ করেছেড়়আইস কর্মকর্তারা ভারী কৌশলগত পোশাক পরে এবং হাতে রাইফেল নিয়ে, কেবল প্রশাসনিক ওয়ারেন্ট দেখিয়ে এক লাইবেরীয় নাগরিকের বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছেন। এই ঘটনায় কংগ্রেসে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কানেকটিকাটের ডেমোক্র্যাট সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল আইসের এই গোপন নীতি নিয়ে কংগ্রেসীয় শুনানির দাবি জানিয়েছেন এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এই নীতি প্রতিটি আমেরিকানের জন্য ভীতিকরড়়যেখানে সরকারি এজেন্টরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার অনুমতি পাচ্ছে।"

এর আগেই, ১৯৮০ সালে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে লিখতে গিয়ে বিচারপতি জন পল স্টিভেন্স মন্তব্য করেছিলেন, "বাড়িতে শারীরিকভাবে প্রবেশই চতুর্থ সংশোধনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হুমকি।"

দীর্ঘদিন ধরে অনেক অভিবাসী কাজ ও বাইরে যাওয়া বন্ধ রেখে গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এক জ্যেষ্ঠ আইস কর্মকর্তা একবার এই দীর্ঘ অপেক্ষাকে তুলনা করেছিলেন "রং শুকাতে দেখার" সঙ্গে। এপি'র পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় একাধিক ঘটনায় কর্মকর্তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বাড়ির ভেতরে থাকা ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি। আইস অতীতে 'নক অ্যান্ড টক' কৌশলও ব্যবহার করেছেড়়যেখানে কর্মকর্তারা সাধারণ কথাবার্তার ছলে বাসিন্দাদের বাইরে আনতে চাইতেন। তবে ২০২০ সালে এক ফেডারেল বিচারক এই পদ্ধতিকে বেআইনি ঘোষণা করেন। ২০০৩ সালে আইস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অধিকারকর্মী সংগঠন, অভিবাসন আইনজীবী এবং অনেক রাজ্য ও স্থানীয় সরকার নিয়মিতভাবে অভিবাসীদের জানিয়ে আসছেড়়বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত ওয়ারেন্ট না দেখালে দরজা না খোলার অধিকার রয়েছে। 'নিজের অধিকার জানুন' শিরোনামে প্রশিক্ষণ, লিফলেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে।

ইউসিএলএ ল স্কুলের সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন ল অ্যান্ড পলিসির সহ-পরিচালক আহিলান আরুলানন্থাম এই মেমোকে "গভীরভাবে উদ্বেগজনক" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশের অনুমতি দিলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেড়়বিশেষ করে যেসব অঙ্গরাজ্যে 'স্ট্যান্ড-ইউর-গ্রাউন্ড' আইন কার্যকর, সেখানে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সহিংস সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরও সতর্ক করেন, আইসের নথিতে ভুল ঠিকানা থাকার ঘটনাও বিরল নয়, যা নিরপরাধ মার্কিন নাগরিকদের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আরুলানন্থামের ভাষায়, "এটি একটি বিপজ্জনক পথে আরেক ধাপ অগ্রসর হওয়া। এর অর্থড়়মানুষ হয়তো আর নিজের ঘরেও নিরাপদ বোধ করবে না।"

# SBA EIDL লোন এর দায় পরিশোধে ব্যর্থতা ইমিগ্রেশন

৫০ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়েছিল, তা পরিশোধের সময় এখন অতিবাহিত হচ্ছে। এই লোনটি নিয়ে অবহেলা আপনার ভবিষ্যৎ ও ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

লোন পরিশোধ না করলে যে ভয়াবহ সমস্যা হতে পারে:

১. ইমিগ্রেশন ঝুঁকি: আপনি যদি গ্রীন কার্ড হোল্ডার হন, তবে লোন ডিফোল্ট করলে আপনার সিটিজেনশিপ (Citizenship) পেতে বড় ধরণের সমস্যা হতে পারে।

২. ট্যাক্স রিফান্ড বন্ধ: লোন পরিশোধ না করলে আপনার এঞধী জবভঁহফ-এর টাকা সরকার কেটে নেবে।

৩. সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে কর্তন: প্রতি মাসে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম (ঝঝও) থেকে টাকা ডিডাক্ট করা হতে পারে।

৪. সম্পত্তির ওপর লিন (খরবহ): আপনার বাড়ির ওপর সরকারি লিন বসিয়ে দেওয়া হতে পারে। ফলে বাড়ি বিক্রি বা নতুন বাড়ি কেনা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৫. ব্যাংক লেভি (ইধহশ খবা): বকেয়া আদায়ের জন্য সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট।

আমাদের করণীয়:

সরকার মহামারীর সময় ১৮ মাসের বেকারত্ব ভাতা, ভাড়া সহায়তা এবং পিপিপি (চচচ) দিয়ে আমাদের পাশে ছিল। কিন্তু ঊওউখ একটি লোন, যা ৩০ বছরের কিস্তিতে ফেরত দিতে হয়। ৩০ মাসের গ্রেস পিরিয়ড বা বিরতি এখন শেষ।

পরামর্শ: নিয়মিত মিনিমাম পেমেন্ট করে যান। যেকোনো আইনি জটিলতা বা ওজঝ-এর তদন্ত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। লোনটি ডিফোল্ট হতে দেবেন না।

# ৩ ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত ভোট : ২৪ জানুয়ারী শনিবার থেকে আগাম ভোট গ্রহণ, ভবিষ্যত রাজনীতির নতুন মডেল মেরীর নির্বাচন

পরিচয় ডেস্ক: এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে গঠিত বহুল প্রত্যাশিত নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬ এর নির্বাচন অবশেষে শুরু হয়েছে। শনিবার ২৪ জানুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে আগাম নির্বাচন। ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নির্বাচনের চূড়ান্ত দিন। এই নির্বাচনে ইতিহাস সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। এজন্য একমাত্র বাংলাদেশী- আমেরিকান প্রার্থী মেরী জুবাইদাকে নির্বাচিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে মেরী জুবাইদা ক্যাম্পেইন। কমিউনিটি নেতা ও ক্যাম্পেইনের অন্যতম পরিচালক জেমস করজা, ডিয়াগো, আমীন মেহদী, জাবেদ উদ্দীন ও জাহাঙ্গীর আলম এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইতিহাস সৃষ্টির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে কমিউনিটি। শনিবার থেকে আগাম ভোট। এবং ৩ ফেব্রুয়ারী হবে চূড়ান্ত দিন। এর মধ্যে সবাইকে মেরী জোবাইদার নাম দেখে সেখানে ভোট দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন পুরো কমিউনিটিতে রাজনৈতিক কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

মেয়র মামদানী দায়িত্ব নেয়ার পর এসেম্বলীম্যান হিসেবে তার এই পদ খালি হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে এই শুন্য পদে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী হচ্ছে বিশেষ নির্বাচন।

মামদানী প্রাইমারী নির্বাচনে বিজয়ের পর পরই বাংলাদেশী আমেরিকান মেরী জুবাইদা গত জুলাই মাসে সম্ভাব্য খালি আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামেন। শুরু হয় গনসংযোগ ও ফান্ড রেইজিং। বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ বিভিন্ন কমিউনিটির সমর্থনে তার প্রার্থীতা নিয়ে শুরু হয় চাঞ্চল্য। একক প্রার্থী হিসেবে নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারনা চালিয়েছেন তিনি। ৪ নভেম্বর মামদানীর বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঘোষণা দেন ইকুয়েডোরিয়ান ডায়ান মরেনো, মিশরীয় রানা আবদেলহামিদ ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিবানী ধীর। তৃমুখী এই লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করছে মেরী জোবাইদাকে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির আনুষ্ঠানিক সমর্থন না পেলেও মেরী জোবাইদা থার্ড পার্টি প্রতিদ্বন্বী হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই প্রায় ৩ হাজার ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তিনি রীতিমত চমকে দিয়েছেন সবাইকে। মাঠের রাজনীতি, ভোটার সংযোগ এবং কমিউনিটি সংগঠনে অন্য প্রার্থীদের তুলনায় তার অবস্থান অত্যন্ত শক্ত বলেই মনে করা হচ্ছে।

মেরী জোবাইদা দীর্ঘদিন ধরে কুইন্সের অভিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় ও বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার স্বোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে তার রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। শিক্ষা , স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রমই তার জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি। স্থানীয় ভোটারদের কাছে একজন সহযোদ্ধা এবং সমস্যা সমাধানে অগ্রনী কন্ঠস্বর হিসেবে তিনি সমাদৃত। মেরী জুবাইদা কেবল প্রার্থী নন, বরং কমিউনিটির প্রতি তিনি একজন দায়বদ্ধ সংগঠক হিসেবে পরিচিত। কমিউনিটি ও অলাভজনক সংস্থার সাথে কাজ করার রয়েছে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যার ফলে বাস্তবভিত্তিক প্রচারণা এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ নির্বাচনে ব্যালটে থাকার জন্য ন্যুনতম ১,৫০০ স্বাক্ষরের স্থলে বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে প্রায় তিন হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ব্যালটে তিনি তার নাম নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এই দ্রুত এবং বিস্তৃত স্বাক্ষর সংগ্রহ কমিউনিটিতে নিজের শক্তিশালী সমর্থন এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটি রাজনীতিতে নিজের শক্ত অবস্থানকে আবারো স্পষ্ট করেছেন স্বল্প সময়ে প্রায় অসম্ভব স্বাক্ষর সংগ্রহে সফলতার মাধ্যমে।

নিজ ইনস্টগ্রামের এক স্ট্যাটাসে মেরী লিখেছেন,“আমাদের কমিউনিটি এই প্রচারণাকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছে। প্রচন্ড শীতের মধ্যে দ্বারে দ্বারে ভোটারদের সাথে কথা বলেছি আমরা। যার প্রমাণ হচ্ছে প্যায় তিন হাজার ভোটার পিটিশনে স্বাক্ষর দিয়ে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছেন আমার প্রার্থিতাকে। এর মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে, প্রার্থী হিসেবে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত শক্ত ও সুসংহত।”

কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টি সমর্থন জানিয়েছে ডায়ানা মরেনোকে। তবে মাঠ পর্যায়ের ভোটার সংযোগ, কমিউনিটি উপস্থিতি এবং সরাসরি প্রচারনায় তিনি অনেকটাই পিছিয়ে। এস্টোরিয়া রং আইল্যান্ড সিটির বাসিন্দাদের কাছে ডায়ানা তেমন পরিচিত নন। এছাড়াও মাত্র কয়েকদিন আগে প্রভাবশালী পলিটিকো পত্রিকায় ডায়ানা মরেনো ও রানা আবদেলহামিদের বিরুদ্ধে তাদের স্টাফদের সাথে প্রতারনামুলক আচরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে দুজনের প্রচারনাতেই।

বাংলাদেশী-আমেরিকান জোবাইদার নির্বাচনী এজেন্ডা মূলত স্থানীয় ও সামাজিক ইস্যুর ওপর কেন্দ্রীভূত। আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নারীর নিরাপত্তা এবং কমিউনিটির কল্যাণমূলক নীতিই তার প্রচারণার মুখ্য ইস্যু। কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, বাস্তবে সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে এই নির্বাচনকে দেখছেন স্থানীয় ভোটাররা। যার ফলে বিশেষ নির্বাচনের প্রচারণা ইতিমধ্যেই অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায় শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গেছে তাকে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এর এই নির্বাচন কেবল একটি আসনের জন্য নয়, বরং কমিউনিটি ভিত্তিক নেতৃত্ব এবং অভিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দৃশ্যমানতার এক বড় পরীক্ষা এটি। ভোটের মাঠে জুবাইদার শক্তিশালী ভিত্তি, সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক এবং ব্যাপক জনসমর্থন তাকে এই নির্বাচনে বিশেষ অবস্থান দিয়েছে। নিউইয়র্ক রাজনীতিতে কমিউনিটি ভিত্তিক নেতৃত্বের এই সাফল্য ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য সৃষ্টি করতে পারে এক নতুন মডেল ।

আনুষ্ঠানিক দলীয় সমর্থন ছাড়াও কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তৃণমুল রাজনীতি কতটা কার্যকর সেটাই প্রমানিত হওয়ার সম্ভাবনা এই নির্বাচনে। ৩ ফেব্রুয়ারীর ব্যালটে যে রায় আসবে, তা শুধুমাত্র একজন প্রার্থীর নয়, নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার কমিউনিটির মাইলফলক হতে পারে মেরী জুবাইদার এই নির্বাচন।

# নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে মেরি জোবাইদা'র পক্ষে 'বাকা'র ফান্ড রাইজিং সভা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি প্রার্থী মেরী জুবাইদার সমর্থনে এক বিশাল ফান্ড রাইজিং ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার ( ১৪ই জানুয়ারি) ব্রঙ্কসের নীরব রেস্টুরেন্টের হলরুমে 'বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা) ফ্রেন্ডস এন্ড ফেমেলী'-র উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবদুল হাসিম হাসনু। বাকা'র সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সাবলীল সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জালাল চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড নাইনের সদস্য এমডি আলাউদ্দিন। আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান সুসংহত করার গুরুত্ব তুলে ধরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি বোর্ড নাইনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশিষ্ট লেখক ও রাজনীতিবিদ আহবাব চৌধুরী খোকন, সাংবাদিক ও কুলাউড়া এসোসিয়েশন-এর সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু এবং অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৮৭ থেকে কমিউনিটি মনোনীত প্রার্থী জাকির চৌধুরী সিপিএ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি মাকসুদা আহমেদ, সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী, সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সালমা সুমি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু, স্কুল শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইসকন্দর আলী মিন্টু এবং ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশিকুল হক। এছাড়াও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম, মখন মিয়া এবং সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান সুমন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আলিমুল ইসলাম বান্টি, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, কার্যকরী সদস্য শেখ শাকিল আহমেদ শিমুল এবং সহযোগী সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম। প্রার্থী মেরী জুবাইদা তার বক্তব্যে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, “আমেরিকান মূলধারায় এগিয়ে আসার মাধ্যমেই আমরা আমাদের কমিউনিটির অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারি। নির্বাচিত হলে আলবেনীতে বাংলাদেশিদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আমি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করব।” আমন্ত্রিত অতিথিদের নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘটে।

# তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের

৯ পৃষ্ঠার পর

কথা বলেন। সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন“সেনাবাহিনীর সদস্যদের কেন্দ্রের বাইরে রাখার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। অথচ ৫ আগস্টের পরেই সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি দেওয়া আছে। নির্বাচন কমিশনকে এই বিধি পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি” ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তিনি বলেন,“সবগুলো কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা নিশ্চিত করতে হবে”

প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন,“প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষেত্রে কিছু সিলেকটিভ অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন থেকে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দলকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে” গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন“আমরা দেখছি মিডিয়া একটি দলের দিকে ঝুঁকে গেছে। আমরা এর আগে মিডিয়ার দলীয়করণ দেখেছি। একইসাথে এর পরিণতি দেখেছি। এজন্য সবাইকে সমানভাবে প্রচারণার সুযোগ দিতে হবে। একটি মিডিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একটি দলের প্যাডে নির্বাচনি দায়িত্ব নিয়েছেন। এর পরিণতি আমরা বিগত সময়ে দেখেছি”

প্রচারণায় অসম প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,“বিএনপির পক্ষ থেকে কালার পোস্টার, রাতভর মাইকিং দেখছি। এতে অন্যরা পিছিয়ে পড়ছে। বরং যারা আচরণবিধি মানছে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে”

# বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারীর কোষ্টারিকায় পরিচয়পত্র পেশ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

পরিচয় ডেস্ক: কোস্টারিকাতে সংযুক্ত বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি  সান হোসের ন্যাশনাল থিয়েটার হলে আয়োজিত এক সংবর্ধনায় কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট রোদ্রিগো চাভেস রব্লেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করেন।

আলোচনায় উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। প্রেসিডেন্ট চাভেস বিশ্বব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ঢাকায় তাঁর সফরের কথা স্মরণ করেন এবং বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সমর্থন প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত মুশফিক প্রেসিডেন্টের আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এর আগে, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী কোস্টারিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ম□্যারি মুনিভে আংগারমুলারের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। কোস্টারিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এ পরিচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন হয়।

দ□্যা ইয়োলো হাউসে এসে পৌঁছলে রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী গার্ড অব অনারসহ আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। এ সময় বাংলাদেশ ও কোস্টারিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। পরিচয়পত্র পেশের পর ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কোস্টারিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরনোল্ডো আন্দ্রে টিনোকো।

রাষ্ট্রদূত দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-থেকে-ব্যবসা যোগাযোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিশেষ

করে তৈরি পোশাক ও ওষুধ শিল্পে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জলবায়ু অভিযোজন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রস্তাব দেন এবং এ বিষয়ে উভয় দেশের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও পরিপূরক সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণের বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. মেরি মুনিভে আংগারমুলার রাষ্ট্রদূত মুশফিককে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে কোস্টারিকার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। উভয় দেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা এবং নির্বাচনকালীন ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য মোকাবিলার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রসারে রাষ্ট্রদূত মুশফিকের অতীত অবদানের ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি।

এর আগে একই দিনে রাষ্ট্রদূত মুশফিক কোস্টারিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরনোল্ডো আন্দ্রে টিনোকোর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। বৈঠকে বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার, বাংলাদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত মুশফিক কোস্টারিকার কর্মশক্তি এবং উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশী জনশক্তির সম্ভাবনার উপর জোর দেন।

এ সময় রাষ্ট্রদূত ২০৩১২০৩২ মেয়াদে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতার বিষয়ে কোস্টারিকার সমর্থন কামনা করেন। এবিষয়ে আশ্বাস প্রদান করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিব পদে তাদের প্রার্থিতার বিষয়টি তুলে ধরে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার প্রধান পদে কর্মরত রেবেকা গ্রিন্সপানকে সমর্থন দেয়ার প্রত□্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত মুশফিক সান হোসেতে অবস্থিত গউউওএজঅণ নামক একটি ওষুধ উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের সক্ষমতা, মান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানির সম্ভাবনা অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করেন। এছাড়া রাষ্ট্রদূত সান হোসেতে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# জমজমাট আয়োজনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ৫ম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির উদ্যোগে মহাসমারোহে উদযাপিত হল চমক ( চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ) এলুমনাইর ৫ম পুনর্মিলনী।
দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১৬০০ প্রাক্তন চমক শিক্ষার্থীরা, ৬৮ টি ব□্যাচের ৫১ টি ব□্যাচ অংশ নেয়।

চমক এর পেছনের মাঠে পাতানো হয় বিশাল তাঁবু, সমস্ত প্রাঙ্গণেটি পরিণত হয় চমকপ্রদ সজ্জায়, রাতে ঝলমলে আলোয় একটি ছোট্ট ভিলেজে। নানা রকমের স্টল। চা, কফি সহ, সদ□্য তৈরি পিঠা, পেঁয়াজি, জিলাপি, পপ কর্ন ইত্যাদির ফ্রি পরিবেশন ছিল অনুষ্ঠান জুড়ে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৫০০ টাকার র□্যাফেল ড্রয়ের ৪০ টি পুরস্কারের মধ্যে একটি ছিল টয়োটা গাড়ি। যা একজন ভাগ্যবান অন□্যান□্য প্রত□্যাশীদের হতাশ করে জিতে নেন।
এই পুনর্মিলনী ছিল দীর্ঘ দিন পরে সতীর্থদের সঙ্গে পুরোন দিনের স্মৃতি রোমন্থন ছাড়াও আরো অনেক কিছু।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল দারুণ উপভোগ্য। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা ছাড়াও অতিথি শিল্পীদের অসাধারণ পরিবেশনা। শিল্পী নির্বাচনে আয়োজকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রশংসনীয় ।
সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত উৎসবমুখর এই দুটো দিন উপহার দেবার কৃতিত্ব চমক প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি ডা. সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ তারেকের সুযোগ্য নেতৃত্ব ।মহাসচিব ডা. মো. আশরাফুল কবির ভূঁইয়া, ডা.খুরশিদ জামিল এবং তাঁদের টিমের নিরলস পরিশ্রম এবং ভালোবাসায় মোড়ানো নিবেদিত প্রাণ।
কারো কারো সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল পরে দেখা। কানে ভেসে খন্ড খন্ড উল্লসিত উক্তি, 'চিনতে পারলিনা', 'সেই ছাত্র কালের ছবিটা দেখি', 'কোথায় আছিস'। কিংবা কবির সুমনের ঐ গানের কথায় " কতদিন দেখা হয়নি, বন্ধু কি খবর বল"।
দ্বিতীয় ব□্যাচ থেকে শুরু করে ৫১ ব□্যাচেক স্মৃতি চারণে ভেসে এসেছে ইতিহাস, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক উত্তাল সময়ের বিবরন তার সঙ্গে ছাত্রজীবনের দুরন্তপনা ।অগ্রজ এবং অনুজের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সমীহ এবং সম্প্রীতি এই মিলনের বন্ধনকে দৃঢ় এবং অটুট করেছে।
এত বড় আয়োজনে কিছু না কিছু 'বাম্প' থাকতেই পারে। তবে তা পর্বত পরিমান কিছু নয়। যেমন " ওয়াশ রুমের" সংখ□্যা ছিল অতিশয় সীমিত। প্রায় ১৬০০,জনের খাবার পরিবেশনে কোন ত্রুটি বিচ□্যুতির অভিযোগ ছিলনা।
পুনর্মিলনীতে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যত একটি বিন্দুতে এসে মেলে ।যেখানে বয়েস, অর্জন, পজিশন মুখ□্য নয়, ফেলে আসা ছাত্রজীবনের কাহিনী পুনরুদ্ধারই প্রধান আনন্দ। দারুণ কাটল দুটো অনন্য , অনবদ্য এবং অসাধারণ দিন। আয়োজকদের অভিবাদন এবং প্রাণময় অভিনন্দন। - ডা.ফারুক আজম

# নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য নাঈম টুটুলের মায়ের ইন্তেকাল

পরিচয় ডেস্ক: বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর ও কোম্পানীগঞ্জ সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নওশাদ ও নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও মর্টগেজ ব্যাংকার নাঈম টুটুলের মা মোহছেনা হানিফ নিউইয়র্ক সময় গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারী) সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সার সহ বার্ধক্য নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার নামাজে জানাজা পরদিন শুক্রবার (২৩ জানুয়ারী) বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের মুসাপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।
শোক প্রকাশ: বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য নাঈম টুটুলের মায়ের ইন্তেকালে সোসাইটির পক্ষ থেকে ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান লায়ন শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।
বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএস এর শোকপ্রকাশ: আবু নওশাদ ও নাঈম টুটুলের মায়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএস এর পক্ষে সভাপতি জাহিদ মিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মাইনউদ্দিন পিন্টু ।

# কোম্পানীগঞ্জে সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নাঈম টুটুলের মায়ের মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের চাঁড়াভিটি এলাকার সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী,শিক্ষক,অভিভাবক ও ম্যানেজিংকমিটির উদ্যাগে অত্র বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য নাঈম

টুটুল এর মাতার মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করা হয় ।রোববাব সকালে আয়োজিত শোকসভার সভাপতিত্ব করেন,অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন ।বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন স্বপন। এসময় বক্তব্য রাখেন, যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যান্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী,শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক খাজা মোহাম্মদ কাজল। শোকসভা শেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় | PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK | Issue 1665, Saturday, January 24, 2026



# বিচারকের ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি - আইসের নতুন নীতিতে উদ্বেগ, আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দশকের পর দশক ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটিগুলোতে একটি মৌলিক পরামর্শ প্রচলিত ছিল: ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা যদি বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত ওয়ারেন্ট না দেখান, তবে দরজা খুলবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টও দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তির বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, যদি না স্বাধীন বিচারকের অনুমোদন থাকে।

এই আইনি বাস্তবতার কারণে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা সাধারণত বাড়ির বাইরে প্রকাশ্য স্থানে গ্রেপ্তার করতেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নজরদারি চালিয়ে অপেক্ষা করতে হতোড়কেউ কখন ঘর থেকে বের হবেন, সেই সুযোগের জন্য।

কিন্তু এই দীর্ঘদিনের চর্চায় বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর একটি অভ্যন্তরীণ মেমো। বার্তা সংস্থা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

# আইসিই কী, যুক্তরাষ্ট্রে কেন তাদের অভিযান নিয়ে এত বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে সম্প্রতি ৩৭ বছর বয়সী রিনি নিকোল গুড নামের এক নারী দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট সংস্থার (আইসিই যা আইস নামে পরিচিত বেশি) এক সদস্যের গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাটির প্রতি মানুষের মনোভাব হয়ে ওঠে আরও ক্ষুব্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে আসার পর থেকে আইসিই তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে।

আইসিই সদস্যরা যেভাবে গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনা করছেন, তা নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব বেড়েছে। কখনো কখনো তা সংঘাতের পর্যায়ে গড়িয়েছে। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

# নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিক্যালস এর সকল কার্যক্রম বন্ধ ১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিক্যালস (DMV) তাদের প্রযুক্তি সিস্টেমের একটি বড় ধরনের, রাজ্যব্যাপী আধুনিকায়ন বাস্তবায়নের জন্য ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ থ াকবে: নির্দিষ্টভাবে শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২টা থেকে মঙ্গলবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত। বুধবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বন্ধের কারণগুলো হলো: ১. সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন: DMV শত শত পুরোনো সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন প্রতিস্থাপন করছে, যার মধ্যে কিছু ৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো। ২. নতুন আধুনিক প্রযুক্তি: এই শাটডাউনের ফলে একটি নতুন, সমন্বিত এবং সুরক্ষিত, 'অত্যাধুনিক' সিস্টেম চালু করা সম্ভব হবে, যা লেনদেনকে আরও দক্ষ ও *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী অভিযানে হাজার হাজার ভাড়াটিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের বৈধতা যাচাইয়ের জন্য নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক: একটি ব্যাপক নিরীক্ষায় করদাতার অর্থে পরিচালিত ফেডারেল সরকারের সহায়তাপুষ্ট আবাসন প্রকল্পে হাজার হাজার বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানের অযোগ্য ব্যক্তির বসবাসের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর আবাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগ (এইচইউডি) পরিস্থিতি সামাল দিতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড (ডিএইচএস) সাথে একটি যৌথ তদন্তের পর, এইচইউডি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীন কার্ড প্রদানের সংখ্যা ২৪ লক্ষ পর্যন্ত কমানো হবে

পরিচয় ডেস্ক: নিরপেক্ষ ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর আমেরিকান পলিসি (এনএফএপি)-এর একটি বিশ্লেষণ অনুসারে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের কঠোর নীতির কারণে তার দ্বিতীয় মেয়াদের শেষে ২৪ লক্ষ পর্যন্ত কম অভিবাসী গ্রীন কার্ড পাবেন। ট্রাম্প প্রশাসন দেশে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের দিকে অনেক মনোযোগ দিয়েছে, কারণ ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# SBA EIDL লোন এর দায় পরিশোধে ব্যর্থতা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে যে SBA EIDL লোন *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে যৌথ চুক্তি টিকটকের, ৮০ শতাংশ মালিকানা এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে নতুন এক যৌথ উদ্যোগ (জয়েন্ট ভেঞ্চার) চূড়ান্ত করেছে জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটকের চীনা মালিক প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স। এর মাধ্যমে একটি মার্কিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ২০ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীর ডেটা বা তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী বাইটড্যান্সের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এই চুক্তিকে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টটির জন্য একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২০ সালের আগস্টে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, যার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে আইনি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*